সূচিপত্র

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

● ৫ম বর্ষ ● ১ম সংখ্যা ● নভেম্বর ২০২০

Web : www.al-itisam.com

'হে নবী! আপনি মু'মিনদেরকে বলে দিন! তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করে। এতে তাদের অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ও সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে তা সম্পর্কে মহান আল্লাহ অবহিত রয়েছেন। হে নবী আপনি মু'মিন নারীদেরকে বলে দিন! তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করে। তারা যেন যা স্বভাবত প্রকাশমান তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং মাথার ওড়না দিয়ে স্বীয় বক্ষদেশ ঢেকে রাখে।'

(সূরা আন-নূর, ২৪/৩০-৩১)

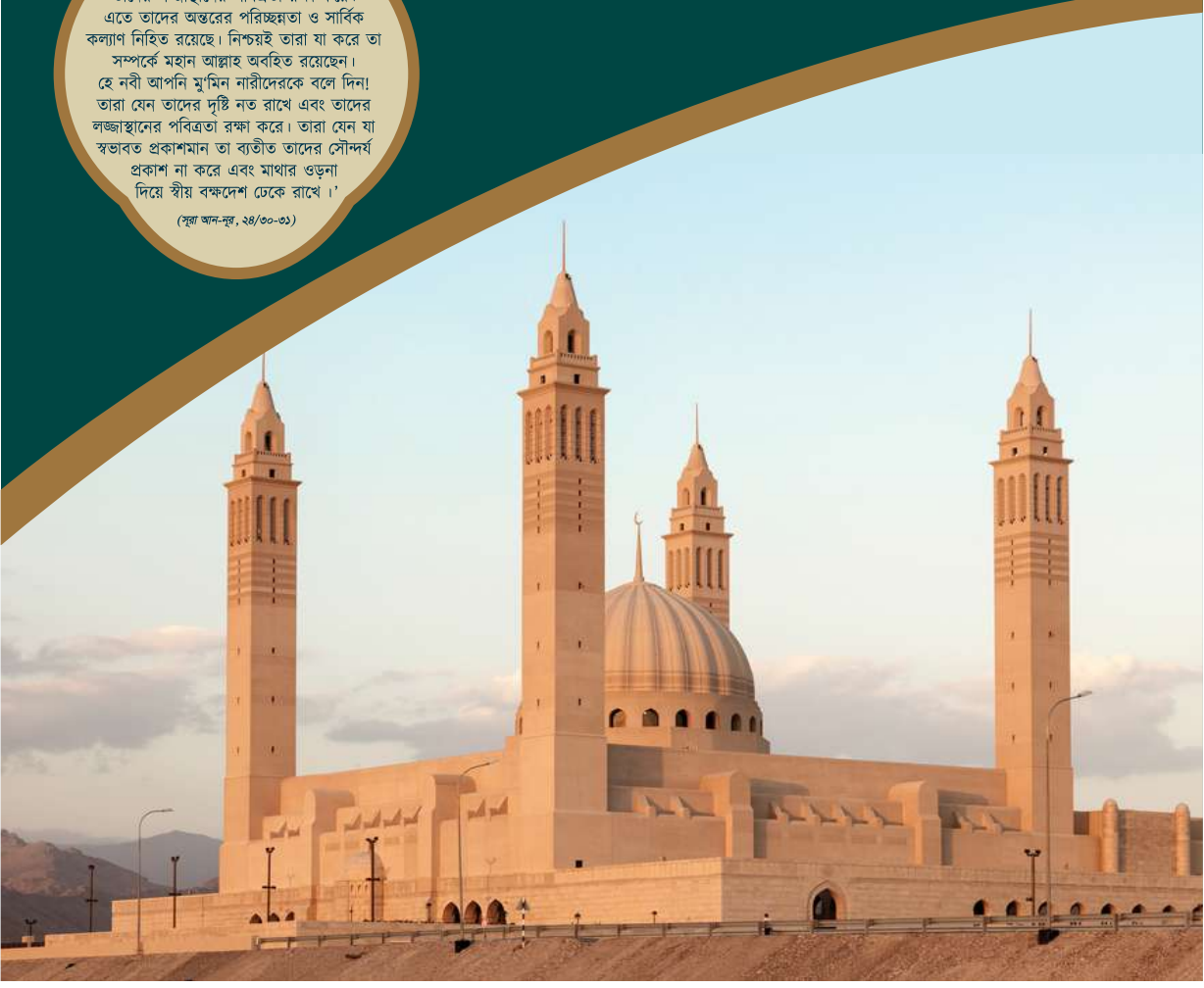

সূচিপত্র

مجلة "**الاعتصام**" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب والسنة.

السنة : ٥، ربيع الأول و ربيع الثاني ١٤٤٢ هـ/ نوفمبر ٢٠٢٠م ، العدد: ١، الجزء : ٤٩.

تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش

رئيس التحرير : فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن يوسف

التحرير والتنسيق : لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

Monthly AL-ITISAM

Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**

Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**

Published By : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.

Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi; Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203

Mobile : 01301-189771, 01750-124030, 01750-124490, E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি

সুলতান কাবুস গ্রান্ড মসজিদ, নিজওয়া, ওমান। আদ দাখিলিয়াহ গভর্নরের বৃহত্তম শহর এবং ওমানের প্রাচীনতম শহর নিজওয়াতে মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদটির পশ্চিম পার্শ্বে রয়েছে বিখ্যাত হাজার পর্বতমালা। এই সুন্দর মসজিদটির নামকরণ করা হয়েছে ওমানের প্রয়াত সুলতান কাবুস বিন সাঈদের নামে। এটি ২০১৫ সালে উদ্বোধন করা হয়। মাসকাটের সুলতান কাবুস গ্র্যান্ড মসজিদের পরে নিজওয়া সুলতান কাবুস গ্র্যান্ড মসজিদ ওমানের দ্বিতীয় বৃহত্তম মসজিদ। ৮০,০০০ বর্গমিটারের উপর নির্মিত মসজিদটির ধারণ ক্ষমতা ১০,০০০ জন।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪২ ॥ খ্রিস্টাব্দ ২০২০ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪২৭

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ নভেম্বর	১৪ রবী: আউ:	রবিবার	৪ : ৪৮	৬ : ০৪	১১ : ৪২	২ : ৫৫	৫ : ২০	৬ : ৩৬
০৫ ,,	১৮ ,,	বৃহস্পতি	৪ : ৫০	৬ : ০৬	১১ : ৪২	২ : ৫৪	৫ : ১৮	৬ : ৩৪
১০ ,,	২৩ ,,	মঙ্গলবার	৪ : ৫২	৬ : ১০	১১ : ৪২	২ : ৫২	৫ : ১৫	৬ : ৩২
১৫ ,,	২৮ ,,	রবিবার	৪ : ৫৫	৬ : ১৩	১১ : ৪৩	২ : ৫১	৫ : ১৩	৬ : ৩১
২০ ,,	০৪ রবী:সানি	শুক্রবার	৪ : ৫৮	৬ : ১৬	১১ : ৪৪	২ : ৫০	৫ : ১২	৬ : ৩০
২৫ ,,	০৯ ,,	বুধবার	৫ : ০১	৬ : ২০	১১ : ৪৫	২ : ৫০	৫ : ১১	৬ : ৩০

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

জেলা ভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	+৩	০	+১
নারায়ণগঞ্জ	+১	+১	-১
নরসিংদী	-১	-১	-১
কিশোরগঞ্জ	-২	-২	০
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৩
ফরিদপুর	+৩	+৩	০
রাজবাড়ী	+৫	+৫	+৩
মুন্সিগঞ্জ	+২	+২	০
গোপালগঞ্জ	+৫	+৫	+১
মাদারীপুর	+৪	+৩	০
মানিকগঞ্জ	+৩	+৩	+২
শরিয়তপুর	+১	+১	০

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-২	-১	+২
শেরপুর	-২	০	+৪
জামালপুর	০	+১	+৫
নেত্রকোনা	-৪	-৩	+১

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-১	-২	-৯
কক্সবাজার	+২	০	-১১
খাগড়াছড়ি	-৩	-৩	-৭
রাঙ্গামাটি	-২	-৩	-৯
বান্দরবন	-১	-৩	-১১
কুমিল্লা	-১	-১	-৫
নোয়াখালী	+২	০	-৪
লক্ষীপুর	+২	+১	-৩
চাঁদপুর	+১	+১	-৩
ফেনী	০	-১	-৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-২	-২	-২

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৮	-৭	-৩
সুনামগঞ্জ	-৬	-৫	-২
মৌলভীবাজার	-৭	-৬	-৪
হবিগঞ্জ	+৫	-৪	-৩

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৩	+৪	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৮	+১১
নাটোর	+৫	+৫	+৭
পাবনা	+৮	+৪	+৬
সিরাজগঞ্জ	+৩	+৩	+৪
বগুড়া	+২	+৩	+৬
নওগাঁ	+৮	+৩	+৯
জয়পুরহাট	+৭	+২	+১০

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	০	+২	+৯
দিনাজপুর	+২	+৪	+১১
গাইবান্ধা	০	+২	+৭
কুড়িগ্রাম	-২	০	+৭
লালমনিরহাট	-২	+১	+১০
নীলফামারী	০	+২	+১১
পঞ্চগড়	০	+৩	+১৩
ঠাকুরগাঁও	+২	+৫	+১৩

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+১০	+৮	+২
বাগেরহাট	+৮	+৫	০
সাতক্ষীরা	+১১	+৯	+২
যশোর	+৭	+৮	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৮	+৮	+৬
ঝিনাইদহ	+৭	+৭	+৪
কুষ্টিয়া	+৭	+৭	+৬
মেহেরপুর	+৮	+৮	+৭
মাগুরা	+৬	+৬	+৩
নড়াইল	+৭	+৬	+২

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+৪	+৩	-২
পটুয়াখালী	+৬	+৩	-৩
পিরোজপুর	+৭	+৪	-১
ঝালকাঠি	+৮	+৩	০
ভোলা	+৪	+৩	-৪
বরগুনা	+৮	+৪	-২

৫ম বর্ষ
১ম সংখ্যা
নভেম্বর - ২০২০
কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৭
রবীঃ আউঃ- রবীঃ আখের
১৪৪২

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আল-ইতিছাম

- প্রধান সম্পাদক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গিপাড়া, পবা, রাজশাহী; তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
- সম্পাদনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৮
- ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৪০৭-০২১৮৩৯
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪১
- ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com
- ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com
- ফেসবুক পেজ : facebook.com/alitisam2016
- ইউটিউব : youtube.com/c/alitisamtv

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ : ০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮ , ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯
- জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী : ০১৭৮৭-০২৫০৬০ , ০১৭২৪-৩৮৪৮৫৫
- জামি'আহর উভয় শাখার জন্য : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ , ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬
- জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে : বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

২৫/- (পঁচিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	১৮০/-	৩৬০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৩০০/-	৬০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হিরাত প্রিন্টিং প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ প্রবন্ধ

» হজ্জ ও ওমরাহ (পর্ব-৪) ০৪
-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

» ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ)-এর আক্বীদা বনাম হানাফীদের আক্বীদা (পর্ব-১৭) ০৭
-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

» ঈমান ও ইসলাম ভঙ্গের কারণ) (পর্ব-২) ১২
-ড. ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর

» আহলেহাদীছদের উপর মিথ্যা অপবাদ ও তার জবাব ১৪
অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান

» আয়িম্মায়ে কেরামের দৃষ্টিতে রাফউল ইয়াদায়েন ১৯
-আহমাদুল্লাহ

◈ তরুণ প্রতিভা

» পার্থিব আযাবের কারণ ও তা থেকে বাঁচার উপায় ২১
-মো. দেলোয়ার হোসেন

◈ সাময়িক প্রসঙ্গ

» রিফাত হত্যা মামলা : আদালতের নযীরবিহীন রায় ও জনমনে সংশয় ২৪
-জুয়েল রানা

◈ দিশারী

» বন্ধু আমার! কেন ছালাত পড়ো না? ২৭
-জাবির হোসেন

◈ শিক্ষার্থীদের পাতা

» গ্রন্থ পরিচিতি-৪ : লূত ইবনে ইয়াহইয়া ৩১
-আল-ইতিছাম ডেস্ক

◈ নারীদের পাতা

» মুসলিম পরিবার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর (শেষ পর্ব) ৩২
-ড. আব্দুল্লাহিল কাফী

◈ জামি'আহ পাতা

» ব্যভিচার : সম্মতি - অসম্মতি : ধর্ষণ ৩৫
-মাহমূদুর রহমান

◈ মনীষীদের জীবনী

» মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আদম আল-ইথিওপী (রহিমাহুল্লাহ) ৩৮
-আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান

◈ কবিতা ৪০

◈ বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক ৪১

◈ সওয়াল-জওয়াব ৪৩

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

ধর্ষণ প্রতিরোধে ইসলামের বিধি-নিষেধ বাস্তবায়ন করুন

আমাদের দেশে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে পরিচিত শব্দ 'ধর্ষণ'। একসময় যে শব্দটি উচ্চারণ করতেও মানুষ লজ্জা পেত, তা এখন লজ্জার পর্দা ছিড়ে সবার মুখে মুখে। বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রতিনিয়ত শিরোনাম হচ্ছে শব্দটি। কারণ অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়েই চলেছে ধর্ষণ। মানুষের মন-মানসিকতা ও বিবেক-বুদ্ধি অসুস্থ হয়ে গেছে। তার পাশবিক প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে। তার উপর পশুত্বেও স্বভাব ভর করেছে। সেজন্য ছোট-বড় সব বয়সী নারীই ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। এমনকি ৫/৬ বছরের শিশুও রেহাই পাচ্ছে না নরপিশাচদের হাত থেকে। ধর্ষণের তালিকা লম্বাই হচ্ছে প্রতিদিন। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ছয় মাসে দেশে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৬০১ জন নারী ও শিশু। এর মধ্যে একক ধর্ষণের শিকার ৪৬২ জন এবং দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার ১৩৪ জন। ধর্ষণের শিকার হওয়াদের মধ্যে ৪০ জনের বয়স ৬ বছর এবং ১০৩ জনের বয়স ১২ বছরের মধ্যে। এ ছাড়া ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৩৭ নারীকে। আর ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেছে ৭ জন নারী। ধর্ষণের চেষ্টা চালানো হয়েছে ১২৬ জন নারীর উপর। তাদের হিসাব অনুযায়ী ২০১৯ সালে ১ হাজার ৪১৩ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ২০১৮ সালে এই সংখ্যা ছিল ৭৩২ জন। অর্থাৎ এক বছরে ধর্ষিতার সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ। শুধু বর্তমানের চিত্র নয়, ২০০১ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ধর্ষণের পরিসংখ্যান দেখলে আতঙ্কিত হতে হয়। 'অধিকার'-এর তথ্যানুসারে এই সময়ে মোট ধর্ষণের শিকার ১৩ হাজার ৬৩৮ জন, দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার ২ হাজার ৫২৯ জন এবং ধর্ষণের শিকার শিশুর সংখ্যা ৬ হাজার ৯২৭। ধর্ষণ পরবর্তী খুন ১ হাজার ৪৬৭ এবং ধর্ষণ পরবর্তী আত্মহত্যা ১৫৪ জনের। পরিসংখ্যানের বাইরে আরো যে কত ধর্ষণের ঘটনা পর্দার আড়ালে থেকে যায়, তার হিসাব কে রাখে?

এ গেলো ধর্ষণের হিসাব। যেনা-ব্যভিচারের তো কথাই নেই। তথাকথিত প্রগতিবাদীরা তো একে কিছু মনেই করে না। সেজন্য এর কোনো হিসাবও রাখে না, এর জন্য কোনো আইনও করে না। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সম্প্রতি বাংলাদেশে ধর্ষণের সর্বোচ্চ সাজার আইন পাশ হলেও ব্যভিচারের ব্যাপারে কিছুই হয়নি। অথচও দু'টোই ঘৃণিত ও জঘন্য অপরাধ এবং একটি আরেকটির দুয়ার খুলে দেয়। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১২ অক্টোবর ভার্চুয়াল মন্ত্রীসভার বৈঠকে আইনের ৯/১ ধারায় ধর্ষণের সাজা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পরিবর্তে মৃত্যুদণ্ডের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় এবং ১৩ অক্টোবর রাষ্ট্রপতির সইয়ের মাধ্যমে প্রস্তাবটি অধ্যাদেশ আকারে জারি হয়। কতই-না ভালো হতো, যদি মহান আল্লাহপ্রদত্ত দণ্ডবিধি বাস্তবায়নের আইন পাশ হতো এবং ধর্ষণের সাথে যেনা-ব্যভিচারকেও যোগ করা হতো।

ইসলামের চোখে যেনা-ধর্ষণ দু'টোই কাবীরা গোনাহ এবং এসব বন্ধে কেবলমাত্র ইসলামই উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা অন্য কোনো ধর্ম বা আইন করতে পারেনি। ব্যভিচার ও ধর্ষণের বীজই যাতে অঙ্কুরিত হতে না পারে, তার কার্যকর প্রতিষেধক কেবল ইসলামই দিতে পেরেছে। যেমন- ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে দৃষ্টি অবনত করতে বলেছে *(আন-নূর, ২৪/৩০-৩১)*। এমনকি কোনো বেগানা নারীর দিকে হঠাৎ চোখ পড়লেও দ্বিতীয়বার তার দিকে তাকানো ইসলামে নিষিদ্ধ *(আবূ দাঊদ, হা/২১৪৯; তিরমিযী, হা/২৭৭৭)*। যরূরী দরকার ছাড়া নারীদেরকে বাড়িতেই থাকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে *(আল-আহযাব, ৩৩/৩৩)*। প্রয়োজনে বের হলে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে *(ঐ)*। সুগন্ধি মেখে বের হওয়াও তাদের উপর হারাম *(আহমাদ, হা/১৯৭১১)*। বরং পরিপূর্ণ পর্দা সহকারে বের হওয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং এমনটা করলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না বলেও মহান আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৯)*। কোনো নারীর কাছে কোনো বেগানা পুরুষের যাওয়া ইসলামে হারাম *(বুখারী, হা/৫২৩২; মুসলিম, হা/২১৭২)*। ইসলাম পুরুষকে বেগানা নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান করতে নিষেধ করেছে। কারণ এমন অবস্থায় তাদের তৃতীয় সঙ্গী হিসেবে শয়তান যোগ দেয় *(বুখারী, হা/৩০০৬; মুসলিম, হা/১৩৪১)*। মাহরাম পুরুষের সঙ্গ ছাড়া কোনো নারীর কোথাও সফর করাও ইসলামে হারাম *(ঐ)*। ইসলাম প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের বিয়ে করতে বলেছে *(বুখারী, হা/৫০৬৫; মুসলিম, হা/১৪০০)* এবং বিয়ের বিষয়াদি সহজ করার প্রতি উৎসাহিত করেছে *(বুখারী, হা/৫০২৯; মুসলিম, হা/১৪২৫; তিরমিযী, হা/১০৮৪)*। কোনো কারণে বিয়ে করতে না পারলে যুবক-যুবতীদের বেশি বেশি ছিয়াম রাখার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। কেননা এতে কু-রিপু দমন হয় *(বুখারী, হা/১৯০৫; মুসলিম, হা/১৪০০)*। 'যেনা-ধর্ষণের দূত' হিসেবে খ্যাত গান-বাজনা, নাটক, সিনেমা, মুভি ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে *(লুক্বমান, ৩১/৬; আন-নূর, ২৪/১৯; বুখারী, হা/৫৫৯০)*। কোনো নারীকে তার স্বামীর কাছে অন্য নারীর শারীরিক গঠন ও সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে *(বুখারী, হা/৫২৪০)*। ১০ বছর বয়স হলে প্রত্যেক সন্তানের বিছানা আলাদা করে দিতে বলা হয়েছে *(আবূ দাঊদ, হা/৪৯৫)*। এমনকি পর-পুরুষের সাথে নরম কণ্ঠে কথা বলতেও ইসলাম নিষেধ করেছে *(আল-আহযাব, ৩৩/৩২)*।

পশ্চিমা কিছু গবেষণাও অকপটে স্বীকার করে নিয়েছে যে, নির্জনস্থানে মেয়েদের যাতায়াত, কোথাও একাকী অবস্থান, অর্ধনগ্ন পোশাক পরিহিত অবস্থায় বাইরে গমন ইত্যাদি কারণে তারা ধর্ষণের শিকার হয়ে থাকে। সেকারণে ইসলাম এই জায়গাগুলোতেই কাজ করেছে। এগুলোই হচ্ছে ইসলামের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। অতএব, এগুলোর যথারীতি বাস্তবায়ন করা গেলে সেই সমাজে যেনা-ব্যভিচার ও ধর্ষণের চারা গজাতেই পারবে না। তারপরও দুয়েকটা চারা গজালে তার মূলোৎপাটনের কার্যকর ব্যবস্থাও ইসলামে রয়েছে, যাকে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা বলা যায়। ইসলামে যেনা-ব্যভিচারের যে শাস্তি, ধর্ষণেরও সেই শাস্তি। ধর্ষক বিবাহিত হলে রজম বা পাথর মেরে তার মৃত্যু নিশ্চিত করতে হবে এবং অবিবাহিত হলে ১০০ বেত্রাঘাত করতে হবে। সাথে ১ বছরের জন্য এলাকাছাড়া করতে হবে। আর এই শাস্তি মুমিনদের এক দলের সামনে প্রকাশ্যে হতে হবে *(আন-নূর, ২৪/২; বুখারী, হা/৬৮৩০; মুসলিম, হা/১৬৯০)*। ধর্ষণের উপর্যুক্ত সাজার সাথে অর্থদণ্ডের কথাও কেউ কেউ বলেছেন *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, ৪/১০৬৩)*। ভুক্তভোগীর করুণ দশা বিবেচনা করেই ইসলাম সাজার এই কঠোর বিধান দিয়েছে। তবে অস্ত্রের মুখে ফেলে ধর্ষণ করলে ধর্ষকের উপর নিম্নবর্ণিত সাজা প্রযোজ্য হবে- মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রশবিদ্ধ করা হবে অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে, অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এ হলো তাদের জন্য দুনিয়াতে লাঞ্ছনা। আর তাদের জন্য আখেরাতে রয়েছে মহাশাস্তি' *(আল-মায়েদাহ, ৫/৩৩)*। এগুলোর মধ্যে সরকার যখন যে শাস্তিকে ধর্ষণ বন্ধে ও জনগণের কল্যাণে বেশি কার্যকর মনে করবে, বাস্তবায়ন করবে *(মাজাল্লাতুল বুহূছিল ইসলামিয়্যাহ)*। তবে ভুক্তভোগীর কোনো শাস্তি হবে না- যদি প্রমাণিত হয় যে, সত্যিই জোরপূর্বক তার সাথে একাজ করা হয়েছে। আর তার চিৎকার-চেঁচামেচি, সাহায্য প্রার্থনা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রমাণিত হবে, জোরপূর্বক তার সাথে একাজ করা হয়েছে কিনা *(আল-ইস্তেযকার, ৭/১৪৬)*।

যেনা-ব্যভিচার ও ধর্ষণ বন্ধে কয়েকটি কার্যকর ব্যবস্থা: ১. সর্বোপরি দ্বীন ও পরকালমুখী হতে হবে। সেজন্য নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত, জামা'আতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতে হবে। ২. প্রাপ্তবয়স্ক নারীর যথাযথ পর্দা করতে হবে এবং ছোট মেয়েদেরকে ছোটবেলা থেকেই পর্দার চর্চা করাতে হবে। ৩. নারী-পুরুষ উভয়ের দৃষ্টির হেফাযত করতে হবে। ৪. প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের বিয়ে-শাদীর ব্যাপারগুলো সহজ করতে হবে। বিশেষ করে মোহর ও বয়সের ব্যাপারটা। ৫. বিভিন্ন কারণ ও অযুহাতে যেসব যুবক-যুবতী বিয়ে করতে পারছে না, তাদের নিয়মিত ছিয়াম পালনে অভ্যাসী হতে হবে। ৬. সর্বত্র বখাটেশ্রেণির প্রতি সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে এবং তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে। এ ব্যাপারে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর ভূমিকা যরূরী। ৭. যৌন সুড়সুড়িমূলক সব ধরনের অডিও-ভিডিও, গান-বাজনা, সিনেমা, নাটক ও অন্যান্য মাধ্যম নিষিদ্ধ ও বন্ধ করতে হবে। আর পর্নগ্রাফির ব্যাপারে তো কথাই নেই। ৮. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করতে হবে। ৯. বেগানা যুবক-যুবতীর মধ্যকার সব ধরনের সম্পর্ক নিষিদ্ধ করতে হবে। ১০. সৎসঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে যত্নশীল হতে হবে। ১১. কো-এডুকেশন বা সহশিক্ষা তুলে দিয়ে ছেলে-মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং বালিকা বিদ্যালয়গুলোতে ১০০% নারী শিক্ষক-স্ট্যাফ নিশ্চিত করতে হবে। ১২. সর্বত্র নারী-পুরুষের পৃথক কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। ১৩. সকল পতিতালয় সহ যেখানে যেখানে যেনা-ব্যভিচার হয়, সব বন্ধ করতে হবে। ১৪. ধর্ষক ও ব্যভিচারীর উপর ইসলামের দণ্ডবিধি শতভাগ কার্যকর করতে হবে। ১৫. আলেম-উলামার সহযোগিতায় 'হাইআতুল আমরি বিলমা'রূফ ওয়ান-নাহি 'আনিল মুনকার' বা ভালোকাজের আদেশ ও মন্দকাজে নিষেধের জন্য পৃথক সংস্থা গঠন করতে হবে, যারা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সাথে কাজ করবেন।

ইসলামের এপথেই মানবতার সার্বিক কল্যাণ, নিরাপত্তা ও শান্তি নিহিত। অন্য কোনো তন্ত্রমন্ত্র, আইন আর তথাকথিত সভ্যতায় মুক্তি নেই। বিশ্বজুড়ে প্রায় ৩৬% নারী কোনো না কোনোভাবে যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে এবং ৭% নারী সরাসরি ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। উন্নত সভ্যতার দাবীদার খোদ আমেরিকায় প্রতি ৯০ সেকেন্ডে ১ জন নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটে বলে পুরনো এক জরিপে উঠে এসেছে এবং সেখানে ধর্ষণের শিকার নারীর পরিসংখ্যান ৯১%। ডেনমার্কে ৮০% ও সুইডেনে ৮১% নারী ধর্ষিত হয়। পুরো ইউরোপে শতকরা ৫০ ভাগের বেশি নারী ধর্ষণের শিকার হয়। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে প্রতি ২২ মিনিটে ১টি করে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হয়। কী অবাক কাণ্ড! এ কোন্ সভ্যতা! আমাদের দেশের সেকুলার আর প্রগতিবাদীরা আমাদেরকে কোন্ সভ্যতার ফাঁদে আটকাতে চায়?! আমাদের ছেলে-মেয়েরা কোন্ সভ্যতায় অবগাহন করতে চায়?!

মহান আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

হজ্জ ও উমরা

-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

(পর্ব-৪)

আল্লাহর পথে হজ্জ-উমরা করতে বের হয়ে মারা গেলে তার ফযীলত :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا

'আর যে ব্যক্তি নিজ ঘর হতে আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে হিজরত করার জন্য বের হবে এবং পথে তার মরণ হবে, আল্লাহর উপর তাকে ছওয়াব দেওয়া যরূরী হয়ে যাবে। আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু' (*আন-নিসা, ৪/১০০*)। এই আয়াতে প্রমাণিত হয়, মানুষ আল্লাহর পথে বের হয়ে মারা গেলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই ছওয়াব দিবেন। অতএব মানুষ হজ্জ-উমরায় বের হয়ে মারা গেলে আল্লাহ তাকে বড় প্রতিদান দিবেন। তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ তার প্রতি দয়া করবেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِى ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, একদা এক ব্যক্তি আরাফার মাঠে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ তিনি তার বাহন হতে পড়ে যান। এতে তার ঘাড় মটকে যায়। তাতে তিনি মারা যান। তখন নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাকে বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও এবং দুই কাপড়ে কাফন দাও। তাকে সুগন্ধি লাগাবে না এবং তার মাথা ঢাকবে না। কারণ ক্বিয়ামতের দিন সে তালবিয়া পাঠ করতে করতে উঠবে।[১] এই হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয়, ইহরাম অবস্থায় মারা গেলে ইহরামের কাপড় দিয়েই কাফন দিতে হয়, সুগন্ধি দিতে হয় না, মাথা খোলা রাখতে হয়। এমন ব্যক্তি যখন ক্বিয়ামতের মাঠে উঠবে, তখন لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ দু'আটি পড়তে থাকবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتَ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الْمُعْتَمِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمَاتَ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الْغَازِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হজ্জ করার জন্য বের হয়ে মারা গেল, তার জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত হজ্জের ছওয়াব লেখা হবে। যে ব্যক্তি উমরার জন্য বের হয়ে মারা যায়, ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য উমরার ছওয়াব লেখা হতে থাকবে। যে ব্যক্তি জিহাদের জন্য বের হয়ে মারা যায়, তার জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত গাযীর ছওয়াব লেখা হবে'।[২] এই হাদীছ থেকে বুঝা যায়, কেউ হজ্জ-উমরা করতে গিয়ে মারা গেলে তার জন্য অনেক ছওয়াব রয়েছে। যে ছওয়াব ক্বিয়ামত পর্যন্ত লেখা হতে থাকবে।

হজ্জ ও উমরাতে টাকা-পয়সা খরচ করার ফযীলত :

عَنْ عَائِشَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا إِنَّ لَكِ مِنَ الأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ.

আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উমরার ব্যাপারে তাকে বলেছিলেন, তোমার জন্য উমরাতে তোমরা কষ্ট ও টাকা-পয়সা খরচের সমপরিমাণ ছওয়াব রয়েছে।[৩] এই হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয়, মানুষ হজ্জ-উমরা করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে যে কষ্টের সম্মুখীন হয়, আল্লাহ তার সে কষ্টের পরিমাণ ছওয়াব তাকে দান করেন এবং তার পয়সা খরচের সমপরিমাণ নেকী দান করেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِي طَرِيقِهِ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الْغَازِي وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি হজ্জ-উমরা অথবা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের নিয়্যতে বের হবে, অতঃপর পথিমধ্যে মারা যাবে, তার জন্য গাযী, হাজী ও উমরাকারীর ছওয়াব লেখা হবে'।[৪]

তালবীয়া পাঠের ফযীলত :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلاَّ لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا.

সাহ্ল ইবনে সা'দ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

১. বুখারী, হা/১২৬৫, মুসলিম, হা/২৯৪৯; আবুদাঊদ, হা/৩২৪০; মিশকাত, হা/১৬৩৭।

২. আবু ইয়া'লা, ১১/২৩৮, ৬৩৫৭; তারগীব, হা/১২৬৭, আলবানী হাদীছটিকে হাসান লিগায়রিহি বলেছেন।

৩. হাকেম, ১/৬৪৪, হা/১৭৩৩, হাদীছ ছহীহ।

৪. বায়হাক্বী, হা/৩৮০৬; সিলসিলা ছহীহাহ, হা/২৫৫৩; মিশকাত, হা/২৫৩৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত, হা/২৪২৪।

বলেছেন, ‘যখন কোনো মুসলিম তালবিয়া পাঠ করে, তখন তার সাথে সাথে তার ডান ও বাম পাশের পাথর, গাছ, মাটিসহ সবকিছু তালবিয়া পাঠ করে। এমনকি পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থাকে’।[৫] এই হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, যখন কেউ তালবিয়া পাঠ করে, তখন পৃথিবীর সব কিছুই তার সাথে তালবিয়া পাঠ করে।

عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلاَلِ وَالتَّلْبِيَةِ.

খাল্লাদ ইবনে সায়েব রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘জিবরীল আমার নিকটে আসলেন এবং আমাকে আদেশ করলেন যে, আমি আমার ছাহাবীদেরকে আদেশ করব, তারা তাদের ইহরাম এবং তালবিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলবে’।[৬] এই হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, ইহরাম বাঁধতে হবে এবং উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে হবে। তবে মহিলারা নিঃশব্দে তালবিয়া পাঠ করবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا أَهَلَّ مُهِلٌّ قَطُّ إِلَّا بُشِّرَ وَلَا كَبَّرَ مُكَبِّرٌ قَطُّ إِلَّا بُشِّرَ قِيْلَ بِالْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যখন কোনো ব্যক্তি ইহরাম বাঁধে, তাকে সুসংবাদ দেওয়া হয়। আর যখন কোনো ব্যক্তি তালবিয়া পাঠ করে, তখন সুসংবাদ দেওয়া হয়’। বলা হলো, জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয় কি? নবী কারীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ।[৭] এই হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, তালবিয়া পাঠের ফলাফল হলো জান্নাত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا أَهَلَّ مُهِلٌّ قَطُّ إِلَّا آبَتِ الشَّمْسُ بِذُنُوبِهِ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘কোনো ব্যক্তি (উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করে) ইহরাম বাঁধলেই সূর্য তার পাপসমূহসহ অস্তমিত হয়’।[৮]

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ قَالَ الْعَجُّ وَالثَّجُّ.

আবুবকর ছিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সবচেয়ে উত্তম হজ্জ কোন্‌টি? নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘উত্তম হজ্জ হলো উচ্চৈঃস্বরে বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করা এবং কুরবানীর রক্ত প্রবাহিত করা’।[৯]

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ! مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ.

যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘জিবরীল আলাইহিস সালাম আমার নিকট এসে বললেন, আপনি আপনার ছাহাবীদেরকে আদেশ করুন, তারা যেন উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করে। কারণ তালবিয়া হচ্ছে হজ্জের প্রতীক’।[১০]

যুলহিজ্জার ১০ দিনের আমলের ফযীলত :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ الْعَشْرِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ قَالُوا وَلاَ الْجِهَادُ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ.

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যুলহিজ্জার ১০ দিনের সৎ আমল আল্লাহর নিকট যত প্রিয় আর কোনো দিনের আমল আল্লাহর নিকট তত প্রিয় নয়’। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পথে জিহাদ কি আল্লাহর কাছে তত প্রিয় নয়? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আল্লাহর পথে জিহাদও আল্লাহর নিকট তত প্রিয় নয়। তবে সেই ব্যক্তি যে নিজ জীবন ও অর্থ-সম্পদ নিয়ে জিহাদে বের হয়ে সে আর ফিরে আসল না’ (অর্থাৎ শহীদ হয়ে গেল)।[১১]

عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ عَمَلٍ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَلَا أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ خَيْرٍ يُعْمَلُهُ فِيْ عَشْرِ الأَضْحى.

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পবিত্র এবং সবচেয়ে বেশি ছওয়াবের আমল হচ্ছে যুলহিজ্জার ১০ দিনের আমল’।[১২] এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যুলহিজ্জা মাসে যে সব আমল করে তার ছওয়াব সবচেয়ে

৫. তিরমিযী, হা/৮২৮, হাদীছ ছহীহ; ইবনে মাজাহ, হা/২৯২১; মিশকাত, হা/২৫৫০।
৬. আবুদাঊদ, হা/১৮১৪; তিরমিযী, হা/৮২৯, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/২৫৪৯।
৭. মু'জামুল আওসাত্ব, হা/৭৭৭৯; সিলসিলা ছহীহা, হা/১৬২১।
৮. সিলসিলা ছহীহা, হা/১৬২১; জামেউল হাদীছ, হা/১৯৮৮১; শু'আবুল ঈমান, হা/৩৭৪০।
৯. ইবনে মাজাহ, হা/২৯২৪; তিরমিযী, হা/৮২৭, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/২৫২৭।
১০. ইবনে মাজাহ, হা/২৯২৩, হাদীছ ছহীহ; মু'জামুল কাবীর, হা/৫১৭০; মুসনাদে বাযযার, হা/৩৭৬৩।
১১. বুখারী, হা/৯৬৯; মুসনাদে আহমাদ, হা/৩২২৮; মুসনাদে বাযযার, হা/৫০০০।
১২. দারেমী, হা/১৭৭৪, হাদীছ ছহীহ; জামেউল হাদীছ, হা/২০৬৩৯।

বেশি এবং আল্লাহর নিকট অতীব পবিত্র ও প্রিয়।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللهِ وَلاَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ.

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর নিকট যুলহিজ্জা মাসের প্রথম ১০ দিন সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ। আর এই ১০ দিনের আমল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল। অতএব তোমরা এ দিনগুলোতে বেশি বেশি তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল এবং তাকবীর পাঠ করো'।[১৩]

পাথর নিক্ষেপের ফযীলত :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَمَيْتَ الْجِمَارَ كَانَ لَكَ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তুমি জামরায় যে পাথর নিক্ষেপ করবে সেটি তোমার জন্য ক্বিয়ামতের দিন আলো হয়ে আসবে'।[১৪] এই হাদীছপ্রমাণ করে যে, মানুষ হজ্জের আমল বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মিনার জামরায় যে পাথর নিক্ষেপ করে, সে পাথর ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আলো হয়ে উপস্থিত হবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ رَفَعَهُ قَالَ لَمَّا أَتَى إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ الْمَنَاسِكَ عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ فِي الْجَمْرَةِ الثَّالِثَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الشَّيْطَانُ تَرْجُمُونَ وَمِلَّةُ أَبِيكُمْ تَتَّبِعُونَ.

ইবেন আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন হজ্জের নিয়মাবলি পালন করতে আসলেন, তখন শয়তান প্রথম জামরার নিকটে তার সামনে আসল। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাকে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন। এতে শয়তান মাটিতে দেবে গেল। শয়তান আবারো দ্বিতীয় জামরার নিকটে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম -এর সামনে আসল। তিনি তাকে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলেন। এতে শয়তান মাটিতে দেবে গেল। শয়তান আবারো তৃতীয় জামরার নিকটে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম -এর সামনে আসল। তিনি তাকে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলেন। এতে শয়তান মাটিতে দেবে গেল। ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম -এর নীতির অনুসরণ করো'।[১৫] এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম শয়তানকে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন। এটা সকল মুসলিমের জন্য হজ্জে পালনীয় এক যরূরী বিধান। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন শয়তান মাটির নিচে দেবে গিয়েছিল।

মাথা মুণ্ডন করার ফযীলত :

عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ ﷺ عَنْ جَدَّتِهِ ﷺ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلاَثًا وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً.

উম্মুল হুছাইন রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দু'আ করতে শুনেছি। তিনি বিদায় হজ্জে মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিন বার দু'আ করেন। আর চুল ছোটকারীদের জন্য একবার দু'আ করেন।[১৬] এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, হজ্জ-উমরায় চুল ছোট করার চেয়ে মাথা মুণ্ডন করা অনেক বেশি ছওয়াবের কাজ। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য তিন বার দু'আ করেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَهَا ثَلاَثًا قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ.

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! মাথা মুণ্ডনকারীদের ক্ষমা করো। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যারা চুল ছোট করে তাদের জন্য? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! যারা মাথা মুণ্ডন করে তাদেরকে ক্ষমা করো। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যারা চুল ছোট করে তাদের জন্য? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! যারা মাথা মুণ্ডন করে তাদের ক্ষমা করো। ছাহবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যারা চুল ছোট করে তাদের জন্য? তখন তিনি বললেন, তাদের জন্যও।[১৭] এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাথার চুল ছোট করার চেয়ে মাথা মুণ্ডন করা অনেক গুণে ভালো ও অধিক ছওয়াবের কাজ।

(চলবে)

---

১৩. মুসনাদে আহমাদ, হা/৫৪৪৬, সনদ ছহীহ; শু'আবুল ঈমান, হা/৩৪৭৪।

১৪. ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১৫৫৭; সিলসিলা ছহীহা, হা/২৫১৫।

১৫. শু'আবুল ঈমান, হা/৫০৬; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১১৫৬।

১৬. মুসলিম, হা/৩২১০; বায়হাক্বী কুবরা, হা/৯১৮১; মিশকাত, হা/২৬৪৯।

১৭. বুখারী, হা/১৭২৮; মুসলিম, হা/৩২০৮।

www.al-itisam.com

ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ -এর আক্বীদা বনাম হানাফীদের আক্বীদা

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

বান্দার উপর প্রথম ওয়াজিব কাজ কোন্‌টি?

ইসলামের দৃষ্টিতে একজন বান্দার উপর সর্বপ্রথম ওয়াজিব কাজ হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দেয়া। অর্থাৎ একমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদত সম্পাদনের মাধ্যমে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা।

কিন্তু মাতুরীদীদের নিকট একজন বান্দার উপর প্রথম ওয়াজিব কাজ হচ্ছে, আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে অবহিত করাতে পারে এমন কিছু নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা। তাদের মতে, শরী'আত না আসলেও বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহকে চেনা ও জানা ওয়াজিব ছিলো। এক্ষেত্রে তারা মু'তাযিলাদের অন্ধ অনুসারী। ক্বাযী আব্দুল জব্বার আল-মু'তাযিলী বলেন, 'দলীল চার প্রকার: বিবেক-বুদ্ধি, কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা। আর বিবেক-বুদ্ধি ছাড়া আল্লাহকে চেনা যায় না'।[১] তিনি আরো বলেন, 'যদি কেউ প্রশ্ন করে, আল্লাহ আপনার উপর সর্বপ্রথম কী ওয়াজিব করেছেন? তাহলে আপনি বলুন, যা আল্লাহর পরিচয় করাবে, তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। কেননা আল্লাহকে এমনি এমনি চেনা যায় না, দেখেও চেনা যায় না। সেজন্য চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে তাকে চেনা আমাদের উপর ওয়াজিব'।[২]

কিন্তু তাদের এই বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ কুরআন-হাদীছে এরকম কোনো নির্দেশনা নেই যে, সবার উপর প্রথম ওয়াজিব হচ্ছে ভাবা ও চিন্তা করা এবং সবার উপর এটা চাপিয়ে দেয়ার মতো কোনো কথাও সেখানে নেই। বরং সেখানে আছে, মানুষকে আসমান-যমীন সৃষ্টি নিয়ে ভাবতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى

'তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না, আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সবকিছুই যথাযথভাবে ও এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন?' *(আর-রূম, ৩০/৮)*। তাছাড়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে এ আহ্বান জানাননি যে, তাকে প্রথমে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে। শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণও তার আহ্বান ছিলো না। বরং তিনি মানুষকে সর্বপ্রথম দুই শাহাদাত তথা তাওহীদের দিকেই আহ্বান জানিয়েছেন এবং তার ছাহাবায়ে কেরামকেও সেই নির্দেশনাই দিয়েছেন। তাই তো তিনি মু'আয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু কে ইয়ামানে প্রেরণকালে বলেন, 'তুমি আহলে কিতাবদের একটি ক্বওমের নিকট যাচ্ছো। অতএব তাদের জন্য তোমার প্রথম দাওয়াত হবে, তারা যেন আল্লাহর তাওহীদ স্বীকার করে নেয়'।[৩] আর তাওহীদ মানেই হচ্ছে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই যাবতীয় ইবাদত সম্পাদন করা। সেজন্যই তো হাদীছটির কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, 'তুমি আহলে কিতাবদের কাছে যাচ্ছো। ফলে তুমি তাদেরকে সর্বপ্রথম যে দাওয়াত দিবে, সেটা হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত'।[৪] অন্য হাদীছে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন, 'আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো মা'বূদ নেই ও মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আর ছালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত আদায় করে'।[৫] এখানেও সর্বপ্রথম দুই শাহাদাতের কথাই এসেছে। অন্য হাদীছে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বান্দার উপর আল্লাহর হকের কথা বলতে গিয়ে তাওহীদের কথাই উল্লেখ করেছেন।[৬] উলামায়ে কেরামও এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইবনুল মুনযির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'উলামায়ে কেরামের সবাই ইজমা পোষণ করেছেন যে, কোনো সুস্থ বিবেকসম্পন্ন প্রাপ্ত বয়স্ক কাফের যখন বলবে, আমি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দিচ্ছি। মুহাম্মাদ যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তার সবই হক্ব। আমি দ্বীন ইসলাম ছাড়া সব দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি; তাহলে সে মুসলিম। এরপর সে যদি আবার পশ্চাদ্ধাব করে কুফরী প্রকাশ করে, তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে'।[৭]

শুধু আমাদের শরী'আতে নয়, বরং অন্যান্য নবী আলাইহিমুস সালাম -এর শরী'আতেও মানুষের উপর সর্বপ্রথম ওয়াজিব ছিলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দেয়া। সেজন্য প্রত্যেক নবীই আলাইহিস সালাম তার ক্বওমকে এ আহ্বান জানিয়েছিলেন,

يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

'হে আমার ক্বওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই' *(হূদ, ১১/৬১)*। মহান আল্লাহ প্রত্যেক জাতি ও তাদের নবী আলাইহিস সালাম -এর ব্যাপারে বলেন,

لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

---

* বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. আব্দুল জব্বার ইবনে আহমাদ আল-মু'তাযিলী, শারহুল উছূলিল খামসাহ, (কায়রো: মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, তৃতীয় প্রকাশ: ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৮৮।

২. শারহুল উছূলিল খামসাহ, পৃ. ৩৯।

আর প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রাসূল পাঠিয়েছি (এ নির্দেশ দিয়ে) যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগূতকে বর্জন করো' *(আন-নাহল, ১৬/৩৬)*।

আল্লাহর ছিফাত বা গুণাবলি[৮]:

মহান আল্লাহ তার কিতাবে বা তার রাসূল ﷺ-এর মাধ্যমে হাদীছে নিজের জন্য যেসব নাম ও গুণ সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলোর ক্ষেত্রে তাকে একক বলে বিশ্বাস করতে হবে। আর এটাই হচ্ছে 'তাওহীদুল আসমা-ই ওয়াছ-ছিফাত'। এসব সাব্যস্ত করতে গিয়ে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন, অস্বীকার, কল্পিত আকৃতি ও সাদৃশ্য প্রদান করা চলবে না। এসব নাম ও গুণকে এমনভাবে সাব্যস্ত করতে হবে, যেমনভাবে সাব্যস্ত করলে তার শানে মানায়। সাথে সাথে সেগুলোর প্রতি পরিপূর্ণ ও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। পক্ষান্তরে যেসব নাম ও গুণ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন, সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলির ক্ষেত্রে কোনোরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন, অস্বীকার, কল্পিত আকৃতি ও সাদৃশ্য প্রদান করা চলবে না। যেমন: আল্লাহ তার নিজের এক নাম দিয়েছেন আস-সামী' (اَلسَّمِيْعُ) বা 'সর্বশ্রোতা'। এখন আস-সামী'কে আল্লাহর একটি নাম হিসাবে বিশ্বাস করা আমাদের উপর ওয়াজিব। অনুরূপভাবে আস-সাম'উ (اَلسَّمْعُ) বা 'শ্রবণ' গুণটিকে আল্লাহর একটি গুণ হিসাবে বিশ্বাস করাও আমাদের উপর ওয়াজিব। এটাই এই নামের দাবী। কেননা 'শ্রবণ' ছাড়া 'শ্রোতা' হতে পারে না। এই হচ্ছে আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলির ব্যাপারে সঠিক আক্বীদার সংক্ষিপ্ত রূপ।

প্রিয় পাঠক! চলুন, আমরা সর্বপ্রথম দেখে আসি আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ কী ও কেমন আক্বীদা পোষণ করতেন? নিচের কয়েকটি পয়েন্টে এ বিষয়টির নির্যাস পেশ করা হলো-

(ক) ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ব্যাপারে উপর্যুক্ত সঠিক আক্বীদাই পোষণ করতেন। 'আল্লাহর গুণাবলি সাব্যস্ত ও জাহমিয়্যাহ মতাদর্শ প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর আক্বীদা' শীর্ষক শিরোনামের অধীনে আমরা আল্লাহর গুণাবলির ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর অনেকগুলো বক্তব্য দেখে এসেছি, যেগুলো অকাট্যভাবে এই আক্বীদারই প্রমাণ বহন করে।

(খ) অনুরূপভাবে তিনি আল্লাহর গুণাবলি সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তা-চেতনার আশ্রয় নিতেন না; বরং পবিত্র কুরআন ও হাদীছের উপর নির্ভর করতেন এবং এভাবে আল্লাহর গুণাবলি সাব্যস্ত করতেন। তিনি বলেন,

لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْطِقَ فِي ذَاتِ اللهِ بِشَيْءٍ، بَلْ يَصِفُهُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَلَا يَقُوْلُ فِيْهِ بِرَأْيِهِ شَيْئًا تَبَارَكَ اللهُ تَعَالَى رَبُّ الْعَالَمِيْنَ

'আল্লাহর সত্তার ব্যাপারে কোনো কিছুর মাধ্যমে কথা বলা কারো জন্যই উচিত নয়। বরং তিনি যা দ্বারা নিজের গুণ বর্ণনা করেছেন, তা দ্বারা তার গুণ বর্ণনা করা উচিত। তার ব্যাপারে ব্যক্তিমতামতের ভিত্তিতে কিছু বলাও ঠিক নয়'।[৯]

আসলে শুধু ব্রেন দিয়ে আল্লাহর ছিফাত বা গুণাবলি জানা অসম্ভব। অহী ছাড়া এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার প্রশ্নই আসে না। কারণ এগুলো গায়েবী বিষয়। আর অহী ছাড়া গায়েবী বিষয় জানার ব্যাপারে ব্রেন অক্ষম। ফলে মহান রবের ছিফাতের ধরন জানার ক্ষেত্রেও ব্রেন অক্ষম। কেননা কোনো কিছুর ধরন জানতে হলে হয় সেটাকে দেখতে হবে, নয়তো তার অনুরূপ কোনো কিছু দেখতে হবে। আর এ দু'টোই মহান আল্লাহর ছিফাতের ক্ষেত্রে অসম্ভব। মানুষের ব্রেন তো রূহ, জান্নাতের মতো আল্লাহর কিছু কিছু সৃষ্টির ধরন সম্পর্কেই জানতে অক্ষম, তাহলে সে স্রষ্টার সত্তা ও ছিফাতের ধরন সম্পর্কে জানবে কী করে?! ইবনু আব্দিল বার্র রহিমাহুল্লাহ যথার্থই বলেছেন,

لَا خِلَافَ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَسَائِرِ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَهُمْ أَهْلُ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ فِي نَفْيِ الْقِيَاسِ فِي التَّوْحِيدِ وَإِثْبَاتِهِ فِي الْأَحْكَامِ

'বিভিন্ন অঞ্চলের ফক্বীহগণ ও সকল আহলুস সুন্নাহ, যারা ফিক্বহ ও হাদীছ বিশারদ, তাদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই যে, তাওহীদের ব্যাপারে ক্বিয়াস চলে না। তবে অন্যান্য হুকুম-আহকামের ব্যাপারে ক্বিয়াস চলে'।[১০]

(গ) ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ মনে করেন, মহান আল্লাহর ছিফাতসমূহের অর্থ জানা, কিন্তু ধরন অজানা। আর আমরা আগেই দেখে এসেছি যে, তার নিকট 'তাফবীয মুতলাক্ব'[১১]-এর কোনো গন্ধও নেই।

সেজন্যই তো তিনি বলেছেন, يَنْزِلُ بِلَا كَيْفٍ 'তিনি অবতরণ করেন, কিন্তু এর কোনো ধরন ও প্রকৃতি কারো জানা নেই'।[১২] ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আল্লাহর আরশের উপর উঠার ব্যাপারটা জানা, কিন্তু এর ধরনটা অজানা। তবে এর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব

৮. আল্লাহর ছিফাত সম্পর্কিত এ আলোচনার জন্য দেখুন: উছূলুদ্দীন 'ইনদাল ইমাম আবী হানীফা, পৃ. ২৯৮-৩০৬।

৯. শারহুল আক্বীদাতিত ত্বহাবিয়্যাহ, পৃ. ২৯৩।
১০. জামে'উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী ২/৮৮৭।
১১. এর ব্যাখ্যা গত হয়ে গেছে।
১২. আল-ইক্বতিছাদ ফিল ই'তিক্বাদ, পৃ. ১০৯।

এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা বিদ'আত'।[১৩] তার এ মন্তব্য উল্লেখ করার পর মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এই শব্দের অর্থ জানা ও ধরন জানার মধ্যে ঢের তফাৎ রয়েছে। এর ধরন কোনো মানুষের ব্রেনে ধরবে না। মালেক রাহিমাহুল্লাহ-এর পক্ষ থেকে এই জবাব যথেষ্ট সন্তোষজনক এবং সকল ছিফাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; যেমন- শ্রবণ, দর্শন, ইলম, জীবন, ক্ষমতা, ইচ্ছা, অবতরণ, রাগ, অনুগ্রহ, হাসি। এসবগুলোর অর্থ জানা, কিন্তু এগুলোর ধরন অজানা। মনে রাখা উচিত, ধরন সম্পর্কে জানা সত্তার ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানার একটি শাখা। তাহলে সেই সত্তা সম্পর্কেই যখন অজানা, তখন তার ছিফাতের ধরন সম্পর্কে জানা যাবে কীভাবে? ফলে এ ব্যাপারে কল্যাণকর ও পাপমুক্ত অবস্থান হলো, আল্লাহকে সেই বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করতে হবে, যে বৈশিষ্ট্যে তিনি নিজেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন এবং তার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। এক্ষেত্রে সেসব বৈশিষ্ট্যকে কোনোরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যাবে না, অকেজো ও অর্থহীন গণ্য করা যাবে না, কল্পিত কোনো রূপ চিন্তা করা যাবে না এবং কারো সাথে সাদৃশ্যও দেয়া চলবে না। বরং তার জন্য নাম ও ছিফাতসমূহ সাব্যস্ত করতে হবে এবং কোনো সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দেয়াকে নাকচ করতে হবে। অতএব, আপনার সাব্যস্তকরণ সাদৃশ্যমুক্ত হতে হবে এবং নাকচকরণ অর্থহীন হওয়া থেকে মুক্ত হতে হবে। সেজন্য, কেউ 'ইস্তেওয়া' বা উপরে উঠার বাস্তবতাকে অস্বীকার করলে সে 'মু'আত্ত্বিল' হিসাবে গণ্য হবে। আর কেউ আল্লাহর 'ইস্তেওয়া'কে কোনো সৃষ্টির 'ইস্তেওয়া'র সাথে তুলনা করলে 'মুশাব্বিহ' হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু যে বলবে, সেটা এমন 'ইস্তেওয়া', যার কোনো সাদৃশ্য নেই, সে-ই তাওহীদবাদী, পবিত্রতা ঘোষণাকারী'।[১৪]

(ঘ) ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর ছিফাতসমূহের সামান্যতম অপব্যাখ্যা করেননি। কারণ তা করলে আল্লাহর ছিফাতগুলোকে অস্বীকার করা হয় এবং এগুলোর অর্থকে অকেজো করে দেয়া হয়। সেজন্যই তো তিনি বলেছেন, 'একথা বলা যাবে না যে, তার হাত মানে তার কুদরত বা শক্তি অথবা তার দান। কেননা এতে রয়েছে গুণের অস্বীকৃতি। আর এটা (গুণকে অস্বীকার) ক্বাদারিয়্যাহ ও মু'তাযিলাদের মতবাদ। আসলে তার হাত হচ্ছে তার গুণ, যার কোনো ধরন ও প্রকৃতি কারো জানা নেই'।[১৫] তিনি আরো বলেন, 'একথা বলা যাবে না যে, তার ক্রোধই হচ্ছে তার শাস্তি এবং তার সন্তুষ্টিই হচ্ছে তার প্রতিদান'।[১৬]

(ঙ) তিনি কখনও রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহর ছিফাতের সাদৃশ্য দেননি। বরং সাদৃশ্য না দিয়ে ছিফাত সাব্যস্ত করা তার নিকট কোনোভাবেই সাদৃশ্য প্রদান নয়। তাই তো তিনি বলেছেন, 'তিনি (আল্লাহ) তার সৃষ্টির মধ্যে কোনো কিছুর সাথেই তুলনীয় নন। তার সৃষ্টির মধ্যে কোনো কিছুও তার মতো নয়। তিনি অনাদি কাল থেকে অনন্ত কাল বিদ্যমান তার নামসমূহ এবং সত্তাগত ও কর্মগত গুণসমূহ সহকারে'।[১৭] তিনি আরো বলেন, 'তার সকল বিশেষণ সৃষ্টির বিশেষণ থেকে আলাদা। তিনি জানেন, তবে তার জানা আমাদের জানার মতো নয়। তিনি ক্ষমতা রাখেন, তবে তার ক্ষমতা আমাদের ক্ষমতার মতো নয়। তিনি দেখেন, তবে তার দেখা আমাদের দেখার মতো নয়। তিনি কথা বলেন, তবে তার কথা বলা আমাদের কথা বলার মতো নয়। তিনি শোনেন, তবে তার শোনা আমাদের শোনার মতো নয়'।[১৮]

অতএব, আল্লাহর মতো কোনো কিছুই নেই। তার সমকক্ষ কিছুই নেই। মহান আল্লাহ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 'কোনো কিছুই তার সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(আশ-শূরা, ৪২/১১)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

'কাজেই কারো সাথে আল্লাহর তুলনা দিয়ো না। আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জানো না' *(আন-নাহল, ১৬/৭৪)*। তিনি আরো বলেন, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 'তার কোনো সমকক্ষও নেই' *(আল-ইখলাছ, ১১২/৪)*।

সেকারণে আল্লাহর ছিফাতগুলো সব পূর্ণাঙ্গ এবং সেগুলো কেবলমাত্র তার জন্যই নির্দিষ্ট। এগুলোতে কেউ তার সাথে অংশগ্রহণ করতে পারে না। আর কেউ এর বিপরীত আক্বীদা পোষণ করলে সে কুফরী করবে। নু'আইম ইবনে হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু: ২২৮ হি.) বলেন,

مَنْ شَبَّهَ اللهَ بِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ أَنْكَرَ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ، فَلَيْسَ فِيمَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ وَرَسُوْلُهُ تَشْبِيْهًا.

'যে ব্যক্তি আল্লাহকে তার কোনো সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য

১৩. শাহরিস্তানী, আল-মিলালু ওয়ান-নিহাল, (মুআসসাসাতুল হালাবী, তা. বি.), ১/৯৩।
১৪. মিরক্বাতুল মাফাতীহ শারহু মিশকাতিল মাছাবীহ, (দারুল ফিকর, বৈরূত, ১ম প্রকাশ: ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.), ৭/২৭৭৯।

দিলো, সে কুফরী করলো। মহান আল্লাহ তার নিজেকে যেসব বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন, সেগুলো যে ব্যক্তি অস্বীকার করলো, সে কুফরী করলো। মনে রাখতে হবে, মহান আল্লাহ তার নিজেকে যেসব বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন এবং তার রাসূল ﷺ ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন, সেগুলো মেনে নেয়া 'তাশবীহ' বা সাদৃশ্য নয়'।[১৯] ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ-এর উস্তাদ ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

مَنْ وَصَفَ اللهَ فَشَبَّهَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللهِ الْعَظِيمِ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর ছিফাত সাব্যস্ত করলো এবং তার ছিফাতকে তার কোনো সৃষ্টির ছিফাতের সাথে সাদৃশ্য দিলো, সে মহান আল্লাহর ব্যাপারে কাফের হয়ে গেলো'।[২০]

ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর এই আক্বীদা ইমাম ত্বহাবী রহিমাহুল্লাহ ও সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন,

وَ مَنْ وَصَفَ اللهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ

'যে ব্যক্তি মানুষের বৈশিষ্ট্য দ্বারা আল্লাহকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করলো, সে কুফরী করলো'।[২১] কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, যারা আল্লাহর জন্য পূর্ণাঙ্গ ছিফাতগুলোকে সাব্যস্ত করে, যেগুলোতে আর কেউ তার সাথে শরীক নয়, তাদেরকে বিদ'আতীরা 'মুশাব্বিহাহ' ও 'মুজাসসিমাহ' বলে গালি দিয়ে থাকে। হানাফী বিদ্বান কুনাবী (মৃত্যু: ১১৯৫ হি.) বলেন, 'অনেক সালাফে ছালেহীন বলেছেন, জাহমিয়্যাদের আলামত হচ্ছে, তারা আহলুস সুন্নাহকে 'মুশাব্বিহাহ' বলে গালি দেয়। ...অথচ অধিকাংশ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ আল্লাহর ছিফাতের সাদৃশ্য অস্বীকার করার মাধ্যমে তার ছিফাতগুলোকে অস্বীকার করতে চান না। বরং তারা বলতে চান, মহান আল্লাহ তার নাম, গুণ ও কর্মসমূহে কোনো সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নন- যেমনটি ইমাম (আবু হানীফা) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন'।[২২]

১৯. শারহু উছূলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ, ৩/৫৮৭।
২০. প্রাগুক্ত, ৩/৫৮৮।
২১. আল-আক্বীদাতুত ত্বহাবিয়্যাহ (শায়খ আলবানীর টীকাসহ), পৃ. ৪১।
২২. মিনাহুর রওযিল আযহার ফী শারহিল ফিক্বহিল আকবার, পৃ. ৬৫-৬৬।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো, ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ আল্লাহর ছিফাতগুলোকে ঠিক সেভাবে সাব্যস্ত করতেন, যেভাবে কুরআন ও হাদীছে এসেছে। এক্ষেত্রে তিনি সেসব বৈশিষ্ট্যকে কোনোরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতেন না, অকেজো ও অর্থহীন গণ্য করতেন না, এগুলোর কল্পিত কোনো রূপ ও ধরন চিন্তা করতেন না এবং কারো সাথে সাদৃশ্যও দিতেন না। এই পদ্ধতিতে আক্বীদা পোষণ করলে তার নিকট এটাকে 'তাশবীহ' বা সাদৃশ্য বলারও কোনো সুযোগ নেই। সালাফে ছালেহীনও এই আক্বীদাই পোষণ করতেন। মনে রাখতে হবে, এ ব্যাপারে এর বাইরে যা আছে, তা-ই হচ্ছে বিদ'আত।

(চ) ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ সহ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আলেম-উলামা মনে করেন, মহান আল্লাহর ছিফাতসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত:

১. ছিফাত যাতিয়্যাহ (সত্তাগত ছিফাত) :

যেগুলো আল্লাহর সাথে সার্বক্ষণিক থাকে এবং যেগুলোর সাথে আল্লাহর ইচ্ছার সম্পর্ক নেই। যেমন- জীবন, ইলম, শ্রবণ, দর্শন।

২. ছিফাত ফে'লিয়্যাহ (কর্মগত ছিফাত) :

যেগুলো সবসময় আল্লাহর শক্তির সাথে সম্পৃক্ত এবং তার ইচ্ছায় সঙ্ঘটিত হয়। যেমন- অবতরণ, ঊর্ধ্বে উঠা, জীবনদান, মৃত্যুদান, সন্তুষ্টি, রাগ। ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তার ছিফাতসমূহ যাতিয়্যাহ ও ফে'লিয়্যাহ। যাতিয়্যাহ, যেমন- জীবন, শক্তি, ইলম, কালাম, শ্রবণ, দর্শন, ইচ্ছা। ফে'লিয়্যাহ, যেমন- সৃষ্টি করা, রিযিক্ব দেয়া, গঠন করা, আবিষ্কার করা, তৈরি করা ইত্যাদি। তিনি অনাদি কাল থেকে অনন্ত কাল বিদ্যমান তার নামসমূহ এবং গুণসমূহ সহকারে'।[২৩]

তিনি উভয় প্রকার ছিফাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতেন না; বরং উভয় প্রকারকে সাব্যস্ত করতেন। আর এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি। কিন্তু বিদ'আতীরা পার্থক্য করে থাকে।

প্রিয় পাঠক! এতক্ষণ আমরা দেখছিলাম, আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর আক্বীদার সংক্ষিপ্ত রূপ। যেখানে আমাদের কাছে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তার গৃহীত আক্বীদাই কুরআন-হাদীছের উৎস থেকে নিঃসরিত স্বচ্ছ আক্বীদা, যা ছাহাবায়ে

২৩. আল-ফিক্বহুল আকবার, পৃ. ১৬।

কেরামসহ অন্য সালাফে ছালেহীনও ধারণ করেছিলেন।

এবার চলুন দেখে আসি আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে আবু মানছূর মাতুরীদী ও তার অনুসারীদের আক্বীদা কেমন ছিলো। আমরা যদি আবু মানছূর মাতুরীদী ও তার অনুসারীদের আক্বীদা দেখি, তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র দেখতে পাবো। তারা আল্লাহর ছিফাত সাব্যস্তের পরিমণ্ডলকে খুবই সংকীর্ণ করে কেবলমাত্র ৮টি ছিফাত মেনে নেয়ার দাবী করেছে। সেগুলো হচ্ছে- জীবন (الحياة), শক্তি বা ক্ষমতা (القدرة), ইলম (العلم), ইচ্ছা (الإرادة), শ্রবণ (السمع), দর্শন (البصر), কালাম (الكلام) ও সৃষ্টি /তৈরি (التكوين)।[২৪]

কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, তারা এই ৮টি ছিফাতও আসলে সাব্যস্ত করেনি; বরং কয়েকটি সাব্যস্ত করেছে এবং কয়েকটি প্রত্যাখ্যান করেছে। মাতুরীদীদের অনেকেই 'শ্রবণ' ও 'দর্শন' ছিফাত দু'টিকে সাব্যস্ত করেছে। তবে কেউ কেউ এ দু'টিকে 'ইলম'-এর দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে। তারা 'ইচ্ছা' ছিফাতটিকে সাব্যস্ত করলেও ইমাম আবু হানীফা ও সালাফে ছালেহীনের মতো করে সাব্যস্ত করেনি- যেমনটি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন। 'কালাম' ছিফাতটিকে সাব্যস্তের দাবী করলেও তারা আসলে এটার অপব্যাখ্যা করেছে এবং এটাকে অর্থহীন জ্ঞান করেছে। কারণ কুরআন ও হাদীছে আল্লাহর যে কালামের কথা এসেছে, তারা সেই কালাম সাব্যস্ত করেনি। বরং তারা আল্লাহর জন্য এমন কালাম সাব্যস্ত করেছে, যার তারা নাম দিয়েছে 'কালাম নাফসী', যা শোনাও যায় না, যা হরফও নয়, ধ্বনিও নয়। এটা যেন বোবার ছিফাত! ইবনে কুল্লাব সর্বপ্রথম এই অপব্যাখ্যার জন্ম দিয়েছে। পরবর্তীতে মাতুরীদী ও আশ'আরীরা এটা গলধঃকরণ করেছে।

'তাকবীন' (التكوين) বা গঠন/সৃষ্টি ছিফাতটি তাদের নিকট সব ফে'লী ছিফাত বা কর্মগত ছিফাতের উৎস। যেমন- জীবনদান (الإحياء), মৃত্যুদান (الإماتة) ইত্যাদি। তারা এই ছিফাতটি সাব্যস্তের দাবী করলেও আসলে আল্লাহর প্রকৃত ছিফাত হিসাবে গণ্য করে না। কেননা তারা ধারণা করে, ফে'লী ছিফাতগুলো আল্লাহর সাথে খাপ খায় না।

বুঝা গেলো, মাতুরীদীরা উপর্যুক্ত ৮টি ছিফাতকে সাব্যস্ত করলেও তাতে যথেষ্ট ধোঁয়াশা রয়ে গিয়েছে। এর বাইরে অন্যান্য ছিফাতকে তো তারা রীতিমতো অর্থহীন গন্য করে ও অপব্যাখ্যা করে। তারা আল্লাহর 'চেহারা' (الوجه) ছিফাতটিকে অপব্যাখ্যা করে তার সত্তা বা বিদ্যমানতা বুঝাতে চেয়েছে। 'দুই হাত' (اليدان) ছিফাতটিকে অপব্যাখ্যা করে পরিপূর্ণ ক্ষমতা বা রাজত্ব ও অনুগ্রহ বুঝাতে চেয়েছে। 'ইস্তেওয়া' (الاستواء) বা উপরে উঠা ছিফাতটিকে অপব্যাখ্যা করে 'ইস্তীলা' (الاستيلاء) বা প্রভাব ও কর্তৃত্ব বুঝাতে চেয়েছে। 'অবতরণ' (النزول) ছিফাতটিকে অপব্যাখ্যা করে দয়া ও অনুগ্রহ বুঝাতে চেয়েছে। 'ক্রোধ' (الغضب) ছিফাতটিকে অপব্যাখ্যা করে প্রতিশোধ বা প্রতিশোধের ইচ্ছা বুঝাতে চেয়েছে। 'সন্তুষ্টি' (الرضا) ছিফাতটিকে অপব্যাখ্যা করে ছওয়াব অর্থ বুঝাতে চেয়েছে। 'ভালোবাসা' (المحبة) ছিফাতটিকে অপব্যাখ্যা করে ছওয়াব প্রদান বা সন্তুষ্টি বুঝাতে চেয়েছে। 'কালাম' (الكلام) ছিফাতটিকে অপব্যাখ্যা করে কালাম নাফসী বানিয়ে ফেলেছে। 'উপরে অবস্থান' (العلو) ছিফাতটিকে অপব্যাখ্যা করে উচ্চ মর্যাদা বুঝাতে চেয়েছে। তাদের বই-পুস্তকে এসব অপব্যাখ্যার অভাব নেই।[২৫]

সম্মানিত পাঠক! মহান আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহ ও গুণাবলির ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা ও মাতুরীদীদের আক্বীদার মধ্যে যে আকাশ-যমীন ফারাক, তা বোধ করি বুঝতে কারো বাকী নেই। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সর্বাবস্থায় সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী কুরআন-হাদীছ বুঝার ও মানার তাওফীক দান করুন। আমীন!

(চলবে)

২৪. যাহাবী, আল-আরশ, (মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় প্রকাশ: ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১/৭৭।

২৫. এসব অপব্যাখ্যা তাদের বই-পুস্তক থেকেই সাব্যস্ত। এ ব্যাপারে সদলীল বিস্তারিত জানতে দেখুন: উছূলুদ্দীন 'ইনদাল ইমাম আবী হানীফা, পৃ. ৬০৩। এখানে অনেকগুলো রেফারেন্স-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঈমান ও ইসলাম ভঙ্গের কারণ

-ড. ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর*

(পর্ব-২)

আল্লাহর সাথে শিরক করার অর্থ হলো- বান্দা কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করে তার নিকট প্রার্থনা করে, কোনো কিছু আশা করে, তাকে ভয় করে, তার উপর ভরসা করে, তার নিকট সুপারিশ চায়, তার নিকট বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য ফরিয়াদ করে, কিংবা তার নিকট এমন বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করে, যার সমাধান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারে না। অথবা তার নিকট মীমাংসা চায়, কিংবা আল্লাহর অবাধ্যতা করে তার আনুগত্য করে, অথবা তার কাছ থেকে শরী'আতের বিধান গ্রহণ করে কিংবা তার জন্য (বা তার নামে) যবেহ করে, অথবা তার নামে মানত করে, অথবা তাকে এতটুকু ভালোবাসে, যতটুকু আল্লাহকে ভালোবাসা উচিত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যে সকল কথা, কাজ ও বিশ্বাসকে ওয়াজিব বা মুস্তাহাবরূপে নির্ধারণ করেছেন, সেগুলোর সব কিংবা কোনো একটি গায়রুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশ্যে করাই হলো শিরক।

আল্লাহর ইবাদত ও তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে শিরকের মিশ্রণ ঘটলে আল্লাহর মর্যাদার হানি করা হয়। যা তিনি কোনোভাবেই বরদাশত করেন না। ফলে সে তার দয়া ও ক্ষমা লাভ করতে পারবে না। তিনি শর্তারোপ করেছেন,

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

'সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' (কাহ্ফ, ১৮/১১০)।

যারা ঈমানের সাথে শিরকের সংমিশ্রণ ঘটায় না, তারাই সফলকাম। তাদেরই ইবাদত মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ.

'প্রকৃতপক্ষে যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানের সাথে শিরক মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা রয়েছে। আর তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত' (আন'আম, ৮২)। উক্ত আয়াতে বর্ণিত যুলুম অর্থ শিরক, যা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছেন।[১]

পক্ষান্তরে যারা ঈমানের সাথে শিরকের মিশ্রণ ঘটাবে, তাদের আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যাবে। তাদের ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ও তাসবীহ-তাহলীল কোনোই কাজে আসবে না। সবকিছুই বিফলে যাবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

'যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সাথে কুফরী করবে, তার আমল নষ্ট হয়ে যাবে। সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' (মায়েদাহ, ৫/৫)। অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরও স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন,

وَلَوْ أَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

তারা যদি শিরক করে, তাহলে তারা যা আমল করেছে সবই 'বাতিল হয়ে যাবে' (আন'আম, ৬/৮৮)। অন্য আয়াতে স্বয়ং মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে হুঁশিয়ার করে দিয়ে তিনি বলেছেন,

وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

'নিশ্চয় আপনার উপর এবং আপনার পূর্ববর্তীদের উপর অহি করা হয়েছে যে, যদি আপনি শিরক করেন, তবে অবশ্যই অবশ্যই আপনার আমল বাতিল হয়ে যাবে। আর আপনি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন' (যুমার, ৩৯/৬৫)। এই আয়াতে উল্লেখিত

وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেন, 'দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অর্থাৎ শিরকের মাধ্যমে তার আমল দুনিয়াতে যেমন নষ্ট হবে, অনুরূপ পরকালে তাকে কঠিক শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে'।[২]

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ

'যে আল্লাহর সাথে শিরক করে, সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ে, আর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরবর্তী কোনো স্থানে নিক্ষেপ করে' (হজ্জ, ২২/৩১)।

উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুর রহমান ইবনু নাছির আস-সা'দী রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মুশরিক যখন (শিরক করে) ঈমানের দৃঢ়তা নষ্ট করে ফেলে, তখন শয়তান তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে ঈমান ছিনিয়ে নিয়ে যায়। অতঃপর তা ছিন্নভিন্ন করে ফেলে এবং তার নিকট থেকে দ্বীন ও দুনিয়া সবই নিয়ে চলে যায়। অর্থাৎ ধ্বংস করে দিয়ে যায়'।[৩] অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهُ

---

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১. ছহীহ বুখারী, হা/৩২; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৪২; তিরমিযী, হা/৩০৬৭; মিশকাত, হা/৫১৩১।

২. তাফসীরে সা'দী, ১/৭২৯; আত-তাফসীরুল মুয়াস্সার, ৮/২৮৩।

৩. তাফসীরে সা'দী, ১/৫৩৮।

'নিশ্চয় আল্লাহ ও তার রাসূল মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত' (তওবা, ৯/৩)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে স্বীয় উম্মতকে হুঁশিয়ার করেছেন। তন্মধ্যে এক নম্বরে শিরকের বিষয়ে সাবধান হতে বলেছেন। যেমন,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ

'তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী কর্ম হতে বেঁচে থাকো। সকলে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তা কী কী? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা...'।[৪]

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীছে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে শিরকের মিশ্রণ ঘটাবে, তার ঈমান ও আমল কিছুই থাকবে না। সবকিছুই নষ্ট হয়ে যাবে। তার ঈমান ও আমল হবে তলাবিহীন ঝুড়িতে রাখার ন্যায়। যেহেতু তার কোনো আমলই গৃহীত হয়নি, ফলে তার শেষ ঠিকানা হবে জাহান্নামে।

আল্লাহ তা'আলার নামাবলি ও গুণাবলির যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যে বৈশিষ্ট্যগুণে তিনি আমাদের একক রব ও উপাস্য, আমাদের রাসূল ﷺ বা কোনো ওলী-দরবেশ, জিন-পরী বা গ্রহ-তারা, গাছ-পালা ও পাথর ইত্যাদিকে সেসব বৈশিষ্ট্যের কোনো না কোনো বৈশিষ্ট্যের সমান বা আংশিক অধিকারী বলে মনে করা এবং নবী, ওলী, গাছপালা ও পাথর ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অন্তর দ্বারা উপাসনামূলক কোনো কর্ম করাকে শিরকে আকবার বলা হয়। এরূপ শির-ককারীর পরিণতি হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম। এরশাদ হচ্ছে,

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

'যে আল্লাহর সাথে অন্য কাইকে শরীক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম' (মায়েদাহ, ৫/৭২)।

উপরের আয়াতে কারীমার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় শিরককারীর জন্য জান্নাত হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেননি যে, তাকে জান্নাতে দিব না বা জাহান্নামে দিব। বরং বলেছেন, তার জন্য জান্নাত হারাম। আর এরূপ নিকৃষ্ট ব্যক্তির অবধারিত ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। সে যালিমদের অন্তর্ভুক্ত ফলে সেদিন তার কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না। শিরক জান্নাত ও জাহান্নামের মূল পার্থক্যকারী বিষয়। শিরক না করলে জান্নাত, আর করলে জাহান্নাম।

৪. ছহীহ বুখারী, হা/২৭৬৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২৭২; আবুদাঊদ, হা/২৮৭৪; নাসাঈ, হা/৩৬৭১; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৫৫৬১; বায়হাক্বী শু'আবুর ঈমান, হা/২৮৪; ছহীহ আত-তারগীব, হা/১৩৩৮; ইরওয়াউল গালীল, হা/২৩৬৫; মিশকাত, হা/৫২।

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি শরীক করে মারা যাবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।[৫] অপর হাদীছে এসেছে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ لَقِيَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে তার সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তার সাথে কাউকে শরীক করা অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে'।[৬] কোনো ব্যক্তি শিরক করলে তার জাহান্নামে প্রবেশের জন্য আর কোনো বাধা থাকে না। এরূপ নোংরা আক্বীদার মানুষের জন্য জান্নাত শোভনীয় নয়। শিরকের মতো ভয়ঙ্কর পাপ দুনিয়াতে নেই। তাওহীদ এবং শিরক কোনোভাবেই একত্রিত হতে পারে না। শিরকের মূল শিকড় সমেত উপড়িয়ে ফেলার জন্যই তাওহীদের আবির্ভাব। যে কোনো মূল্যে শিরক থেকে বেঁচে থাকা প্রতিটি মুসলিমের জন্য অপরিহার্য দায়িত্ব। মু'আয রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ ১০টি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছিলেন। তন্মধ্যে সর্বাগ্রে যে নছীহত করেন, তা হলো-

لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ

'আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় এবং আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়'।[৭]

উপরিউক্ত হাদীছে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও শিরকের সাথে আপোস করা যাবে না। শিরক না করার কারণে যদি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়, তাহলে হাসিমুখে মরণকে বরণ করে নেওয়া ভালো। কিন্তু শিরকের সাথে আপোস করে বেঁচে থাকা ভালো নয়। শিরক না করার কারণে মৃত্যুবরণ করলে আশা করা যায় জান্নাত লাভে ধন্য হবে। পক্ষান্তরে শিরক করলে দীর্ঘ জীবন লাভ করে পরকালে জাহান্নামের খড়ি হিসাবে পরিগণিত হবে।

(চলবে)

৫. ছহীহ বুখারী, হা/১২৩৮; ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৯, ১/৬৬; তিরমিযী, হা/২৬৪৪; আহমাদ, হ/৩৬২৫; ছহীহুল জামে', হা/৬৫৫১; মুসনাদে আবু আওয়ানাহ, হা/৩০; মিশকাত, হা/৩৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত, হা/৩৪, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/১২৯; ছহীহ মুসলিম, হা/২৮০, ৯৩; আহমাদ, হ/১৪৫২৮; ছহীহুল জামে', হা/৬৫৩১; ত্বাবারানী আওসাত্ব, হা/৭৮৭৯; বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান, হা/৩৬৫; মুসনাদে আবু আওয়ানাহ, হা/৩৩; মিশকাত, হা/৩৮।
৭. আহমাদ, হা/২২১২৮; ইরওয়াউল গালীল, হা/২০২৬; ছহীহ আত-তারগীব, হা/৫৭০; মিশকাত, হা/৬১, সনদ ছহীহ।

আহলেহাদীছদের উপর মিথ্যা অপবাদ ও তার জবাব

মূল (উর্দূ) : আবু যায়েদ যামীর
অনুবাদ : আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান*

ভূমিকা :

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে মুসলিম হিসাবে সৃষ্টি করে ইসলামের উপর অটল রেখেছেন। পৃথিবীর হাজারো ভ্রষ্ট, বাতিল আক্বীদা-বিশ্বাস ও দল-মত থেকে হেফাযত করে ছহীহ মানহাজের উপর চলার তাওফীক্ব দান করেছেন। কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর কাফেলার সাথী হিসাবে কবুল করেছেন। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি এবং সকল ছাহাবী, তাবেঈ এবং ইসলামের ঝাণ্ডাবাহী সকল মুসলিম নর-নারীর উপর। অতঃপর সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। সর্বোত্তম পথ হচ্ছে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর প্রদর্শিত পথ। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে শরী'আতের মধ্যে নতুন আবিষ্কৃত বিষয় (বিদ'আত)। আর প্রত্যেক নতুন আবিষ্কৃত বিষয় বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আত হচ্ছে ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার ফলাফল জাহান্নাম।[১]

সাধারণত কোনো ব্যক্তি বা দলের ব্যাপারে মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে দু'টি নীতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। এক. সবধরনের পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে শুধু বাস্তবতার নিরীখে মন্তব্য পেশ করা। আর এটাই ঈমান এবং তাক্বওয়ার দাবী। দুই. মন্দ ধারণাকে বাস্তবতায় রূপ দিয়ে নিছক পক্ষপাতিত্বের উপর ভিত্তি করে ফায়ছালা করা। দুঃখজনক ব্যাপার হল, অধিকাংশ মানুষই এই দ্বিতীয় নীতির উপর নিজেকে পরিচালিত করে। অধিকাংশ মানুষ বাস্তবতা না জেনে শুধু ধারণার উপর ভিত্তি করে বিচার করে থাকে। এই মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

'আর তাদের অধিকাংশই কেবল ধারণার অনুসরণ করে। নিশ্চিত সত্যের বিপরীতে ধারণা কোনো কাজে আসে না। তারা যা করছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবগত' (ইউনুস, ৩৬)।

দিনের আলোকে অন্ধকার বললে যেমন তা অন্ধকার হয়ে যায় না, তদ্রূপ ব্যক্তিগত প্রাধান্যপ্রাপ্ত অভিমত ও ধারণা বাস্তবতাকে পরিবর্তন করতে পারে না। ন্যায়-ইনছাফের রাস্তা হতে বিচ্যুত হয়ে গৃহীত ফায়ছালায় সত্য পরিবর্তন করতে পারে না। বরং মানুষের চিন্তা-চেতনা, কাজ-কর্ম এবং শেষ পরিণতিকে ধ্বংস করে দেয়।

মনে করি, একজন মানুষ সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর একজন চোখ বন্ধ করে যদি তার দৈহিক আকার-আকৃতি এবং পোশাক সম্পর্কে নিজের ধারণা অনুযায়ী বর্ণনা দিতে থাকে, তাহলে কেউই এটাকে জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমানের কাজ হিসাবে সমর্থন করবে না। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, যখন কেউ আহলেহাদীছদের ব্যাপারে মন্তব্য করার সুযোগ পায়, তখন অধিকাংশ মানুষ অন্ধের মতো না জেনে না বুঝে মন্তব্য পেশ করে।

কত মানুষ এমন আছে, যারা নিছক কুধারণার ভিত্তিতে আহলেহাদীছদের অপছন্দ করে। এমন ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা উচিত যে, বাস্তবে আপনি কি এই বিষয়টি নিজে গবেষণা করেছেন? যে আক্বীদা ও উছূল (বিশ্বাস ও মূলনীতি) আহলেহাদীছদের সাথে জড়ানো হচ্ছে, সেগুলো কি আপনি নিজে কোনো আহলেহাদীছের মুখ থেকে শুনেছেন কিংবা পড়েছেন? তখন তার কাছ থেকে এর কোন হ্যাঁ-বোধক উত্তর পাওয়া যায় না। বরং তার উত্তর থেকে বুঝা যায়, তিনি অন্য কারও নিকট থেকে শুনেছেন যে, 'আহলেহাদীছরা এটা বলে, এটা করে'। বাস্তবে যদি তিনি কোনো আহলেহাদীছের কাছে জিজ্ঞেস করে নিতেন, তাহলে বাস্তব সত্য বের হয়ে আসত এবং সকল কুধারণা ও অসন্তুষ্টি নিঃশেষ হয়ে যেত। কিন্তু আফসোস! মানুষ এর প্রতি গুরুত্ব দেয় না এবং আলো ছেড়ে অন্ধকারে জীবন-যাপন করাকেই বেছে নেয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا

যখন তারা জানেই না, তাহলে তারা জিজ্ঞেস করে না কেন?[২]

আহলেহাদীছদের সম্পর্কে জনমনে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে, যা তাদের অন্তরে আহলেহাদীছদের প্রতি ঘৃণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এসকল ভুল ধারণার বাস্তবতা যাচাইয়ের জন্য তারা কোনো আহলেহাদীছ আলেমের নিকটে নিজে এসে জিজ্ঞেস করে না। কেননা তাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছে যে, যদি তোমরা আহলেহাদীছ আলেমদের কাছে যাও, তাহলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। এই সংক্ষিপ্ত লেখাটির উদ্দেশ্য হল, যারা আহলেহাদীছদের মানহাজ এবং দাওয়াত সম্পর্কে জানতে চায়, তারা যেন

---

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা রাজশাহী।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/২০৪২; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৫০২৬; মিশকাত, হা/৯৫৬।

বি.দ্র. : রেফারেন্সের ক্ষেত্রে মূল বইয়ের নাম্বার ব্যবহার করা হয়নি; 'মাকতাবা শামেলা'-এর নাম্বার ব্যবহার করা হয়েছে। -অনুবাদক

২. আবুদাঊদ, হা/৩৩৬; বায়হাক্বী কুবরা, হা/১০১৬; মিশকাত, হা/৫৩১।

সংক্ষিপ্ত আকারে মৌলিক বিষয়গুলো জানতে পারে। যাতে তাদের পূর্বের ধারণার উপর নতুন করে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে বাস্তব সত্যকে গ্রহণ করা সহজ হয়।

আহলেহাদীছদের সম্পর্কে ভুল ধারণা ও মিথ্যা অপবাদের ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ। সংক্ষিপ্ত করার লক্ষ্যে এই পুস্তকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশয়ের খণ্ডন করা হবে। বিস্তারিত আলোচনা ও গবেষণামূলক জ্ঞান লাভ করতে চাইলে আহলেহাদীছ আলেমদের লিখিত গ্রন্থাবলী অথ বা সরাসরি আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে।

আসুন! আমরা দেখি আহলেহাদীছদের উপর সাধারণ ভুল ধারণাগুলো কী কী এবং সেগুলোর ব্যাপারে আহলেহাদীছদের অবস্থান কী?

ভুল ধারণা-১ : আহলেহাদীছ ইংরেজদের আবিষ্কৃত একটি নতুন ফেরক্বা।

আহলেহাদীছদের ব্যাপারে প্রথম ভুল ধারণা হলো, এটি একটি নতুন আবিষ্কৃত দল। অতীতে এই দলটির কোনো অস্তিত্ব ছিল না। হিন্দুস্তানে ইংরেজরা সর্বপ্রথম এই দলটির ভিত্তি স্থাপন করে।

এটা মূলত ঐতিহাসিক বাস্তবতা না জানার ফল। আহলেহাদীছ কি আসলেই অতীতে ছিল না? আহলেহাদীছ কি ইংরেজদের ধর্ম? আহলেহাদীছদের ইতিহাস কি একশ বা দুইশ বৎসরের বেশি পুরাতন নয়? আসুন! দেখি আসল বাস্তবতা কী।

১. আহলেহাদীছদের ইমাম হলেন মুহাম্মাদ ﷺ :

আল্লাহর বাণী, يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ স্মরণ করো, যেদিন আমি প্রত্যেকটি মানুষকে তার নেতাসহ ডাকবো' (ইসরা, ৭১)-এর তাফসীরে ইবনে কাছীর রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ : هَذَا أَكْبَرُ شَرَفٍ لِأَصْحَابِ الْحَدِيْثِ؛ لِأَنَّ إِمَامَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

'সালাফে ছালেহীনের অনেকেই বলেছেন, এটা আহলেহাদীছদের সবচেয়ে বড় গৌরবের বিষয়। কারণ তাদের ইমাম হলেন মুহাম্মাদ ﷺ'।[৪]

তাফসীর ইবনে কাছীর জ্ঞানের সকল স্তরের একটি গ্রহণযোগ্য তাফসীর। লক্ষণীয় বিষয় হল, ইবনে কাছীর রহিমাহুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন ৭০১ হিজরী সনে এবং মৃত্যুবরণ করেন ৭৭৪ হিজরী সনে। তিনি না কোনো হিন্দুস্তানী ছিলেন আর না সে সময় ইংরেজদের অস্তিত্ব ছিল। আবার তিনি এখানে আহলেহাদীছদের সম্পর্কে নিজের কোনো মন্তব্য পেশ করেননি, বরং তিনি তার পূর্ববর্তী বিদ্বানদের কথা উল্লেখ করেছেন। যার দ্বারা একথা স্পষ্ট হয় যে, সালাফদের মধ্যে আহলেহাদীছ নামের পরিচয় লাভকারী বিদ্বানগণ আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে নিজেদের ইমাম হিসাবে মান্য করতেন।

এই বাতিল দাবির অসারতা প্রমাণের জন্য এতটুকুই কি যথেষ্ট নয় যে, আজ থেকে প্রায় সাতশ বৎসর পূর্বের পুরাতন গ্রন্থে একজন নির্ভরযোগ্য মুফাসসির, মুহাদ্দিছ এবং ইতিহাসবিদ আহলেহাদীছদের ব্যাপারে কুরআনের আয়াত এবং সালাফে ছালেহীনের উক্তি দ্বারা দলীল পেশ করেছেন? বাস্তবতা হলো, আহলেহাদীছদের অস্তিত্ব ইবনে কাছীর রহিমাহুল্লাহ-এরও আগে।

২. ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর যুগে আহলে-হাদীছের অস্তিত্ব :

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দুররে মুখতারের ব্যাখ্যা গ্রন্থ রদ্দুল মুহতারে ইবনে আবেদীন রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন,

حُكِيَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ ابْنَتَهُ فِيْ عَهْدِ أَبِيْ بَكْرٍ الْجُوْزَجَانِيِّ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ مَذْهَبَهُ فَيَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَيَرْفَعَ يَدَيْهِ عِنْدَ الْاِنْحِطَاطِ وَ نَحْوَ ذَلِكَ فَأَجَابَهُ فَزَوَّجَهُ...

'বর্ণিত আছে যে, আবুবকর আল-জূযাজানী রহিমাহুল্লাহ-এর যুগে আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ-এর অনুসারীদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি একজন আহলেহাদীছের মেয়েকে বিবাহ করার প্রস্তাব পাঠায়। তখন সেই আহলেহাদীছ ব্যক্তি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তবে তিনি বলেন, যদি সে তার মাযহাব ছেড়ে দেয়, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহাসহ

---

৩. খত্বীব আল-বাগদাদী রহিমাহুল্লাহ বলেন

وَكُلُّ فِئَةٍ تَتَحَيَّزُ إِلَى هَوًى تَرْجِعُ إِلَيْهِ، أَوْ تَسْتَحْسِنُ رَأْيًا تَعْكُفُ عَلَيْهِ، سِوَى أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ، فَإِنَّ الْكِتَابَ عُدَّتُهُمْ، وَالسُّنَّةَ حُجَّتُهُمْ، وَالرَّسُوْلَ فِئَتُهُمْ، وَإِلَيْهِ نِسْبَتُهُمْ، لَا يَعْرُجُوْنَ عَلَى الْأَهْوَاءِ، وَلَا يَلْتَفِتُوْنَ إِلَى الْآرَاءِ

'প্রত্যেক দলই মনোপ্রবৃত্তির পক্ষাবলম্বন করে এবং তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অথবা কোন মতকে পছন্দ করে এবং তার উপর অটল থাকে। কিন্তু আছহাবুল হাদীছগণ (আহলেহাদীছগণ) এর ব্যতিক্রম। কেননা কুরআন হলো তাদের অস্ত্র, হাদীছ তাদের মযবূত দলীল, রাসূল ﷺ হলেন তাদের আদর্শ এবং তার দিকেই তারা সম্বন্ধিত। তারা মনোপ্রবৃত্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করে না এবং কারও কোনো মতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না' (শারাফু আছহাবিল হাদীছ, পৃ. ৭ [খত্বীব আল-বাগদাদীর জন্ম ৩৯২ হি., মৃত্যু ৪৬৩ হি.)।

৪. তাফসীর ইবনে কাছীর, ইসরা, ৭১-এর আয়াতের ব্যাখ্যা।

ক্বিরাআত পাঠ করে এবং রফ'উল ইয়াদায়েন করে, তাহলে তিনি তার মেয়েকে তার সাথে বিবাহ দিবেন। সে তার এই শর্ত মেনে নেয়। তখন আহলেহাদীছ ব্যক্তি তার প্রস্তাব মেনে নেন এবং তার সাথে তার মেয়ের বিবাহ দেন'।[৫] আবুবকর আল-জূযাজানী রহিমাহুল্লাহ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ-শায়বানীর ছাত্র আবু সুলায়মান জূযাজানীর ছাত্র ছিলেন। আর ইমাম মুহাম্মাদ নিজে সরাসরি ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ -এর ছাত্র ছিলেন। এই ঘটনা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ -এর ছাত্রদের যুগেও আহলেহাদীছের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। শুধু তাই নয় বরং আহলেহাদীছগণ সে যুগেও ঐ সকল ফিক্বহী মাসায়েলের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন, যেগুলোকে শাখাগত বিষয় বলে এড়িয়ে যাওয়া হয়। যেমন- ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠ, রফ'উল ইয়াদায়েন ইত্যাদি। এর মাধ্যমে এটাও জানা যায় যে, আহলেহাদীছ আলেমগণ সে যুগেও দ্বীনের বিষয়ে অনেক সচেতন এবং সুদৃঢ় ছিলেন। তাদের নিকট আত্মীয়তার সম্পর্কের চেয়ে দ্বীন অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তারা নিজের সন্তানের বিবাহের পূর্বে প্রস্তাবকারী নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করে কি-না তা পরীক্ষা করে দেখতেন। এই ঘটনা হতে 'আহলেহাদীছের অস্তিত্ব অনেক আগে থেকে ছিল' শুধু এটাই প্রমাণিত হয় না। বরং তারা যে ধর্মের বিষয়ে আগে থেকেই আপোসহীন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যা তাদের দ্বীনের ব্যাপারে সুদৃঢ়তা ও অনড়তার প্রমাণ বহন করে। বরং আমরা যদি এর পূর্বের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহলেও আহলেহাদীছের অস্তিত্ব দেখতে পাব।

৩. ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ -এর ছাত্র আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ -এর আহলেহাদীছদের প্রতি টান ছিল :

ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন রহিমাহুল্লাহ বলেন,

كَانَ أَبُوْ يُوْسُفَ رحمه الله الْقَاضِيُّ يُحِبُّ أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ وَيَمِيْلُ إِلَيْهِمْ

'কাযী আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ আছহাবুল হাদীছদের ভালোবাসতেন এবং তাদের প্রতি তার টান ছিল'।[৬] দেখুন, আহলেহাদীছের উপস্থিতি ইমাম আবু হানীফার রহিমাহুল্লাহ -এর বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ -এর যুগে ছিল। এছাড়া এই ঘটনা হতে এটাও জানা যায় যে, ইমাম আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ নিজেই আহলেহাদীছদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, বরং তিনি তাদের প্রতি আন্তরিকভাবে ধাবিত ছিলেন।

অনেকেই এখানে একটি প্রশ্ন করে থাকেন যে, আহলেহাদীছদের মধ্যকার এমন কোনো ব্যক্তি আছেন কি, যিনি সকল আহলে ইল্ম বা জ্ঞানী ব্যক্তিগণের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং সকলের নিকট পরিচিত? আসুন! এই কথার উত্তর আমরা হানাফী মাযহাবের একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হতে জেনে নিই।

৪. ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ আহলেহাদীছদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন :

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আইনুল হেদায়া'তে উল্লেখ আছে যে, আমরা ইজমা' (সকলে ঐকমত্য) পোষণ করেছি যে, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী, বরং সকল আহলেহাদীছ যেমন ইমাম বুখারী প্রমুখ এবং বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইবনে জারীর ত্বাবারী রহিমাহুল্লাহ, এমনকি যাহিরী ওলামাগণ- তারা সকলেই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং সকলের দলীল গ্রহণের স্থান কুরআন ও সুন্নাহ। তারা সকলেই সঠিক আক্বীদার উপর রয়েছে।[৭]

এখানে কয়েকটি জিনিস ভাবা দরকার :

ক. হানাফী আলেমগণের ঐকমত্যে সকল আহলেহাদীছ আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

খ. আহলেহাদীছগণ যাহিরী নয়, বরং দু'টি আলাদা।

গ. বিখ্যাত মুফাসসির ইবনে জারীর ত্বাবারী এবং ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ আহলেহাদীছ ছিলেন।

ইমাম বুখারীর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের নাম শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলীর স্থানে না উল্লেখ করে পৃথকভাবে আহলেহাদীছদের উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করাটা শুধু আহলেহাদীছদের প্রাচীনতাই প্রমাণ করে না, বরং সাথে সাথে তাদের সম্মান ও মর্যাদার কথাও প্রমাণ করে। আসুন! আমরা এখানে আরও দেখি, আহলেহাদীছদের ব্যাপারে ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম বুখারীর নিজস্ব মতামত কী ছিল।

৫. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইমাম বুখারী এবং ইবনুল মুবারাক রহিমাহুমুল্লাহ -এর নিকট আহলেহাদীছগণ হচ্ছেন, 'ত্বয়েফায়ে মানছূরা' বা আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত :

৫. রদ্দুল মুহতার : কিতাবুল হুদূদ।
৬. তারীখে বাগদাদ, ১৪/২৫৫।
৭. আইনুল হুদা, ১/৫৩৮।

বুখারী-মুসলিমসহ আরও অনেক গ্রন্থে বিভিন্ন সনদে বিভিন্ন শব্দে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ

'আমার উম্মাতের একটি দল আল্লাহর দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের সঙ্গ ত্যাগ করবে বা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। এভাবে আল্লাহর আদেশ অর্থাৎ ক্বিয়ামত চলে আসবে, আর তারা তখনো লোকদের উপর বিজয়ী থাকবে।[৮] এই দলটি কোনটি? আসুন! এর উত্তরে উম্মতের সম্মানিত ইমামগণ কী বলেছেন, তা আমরা দেখি।

১. ফযল ইবনে যিয়াদ রহিমাহুল্লাহ বলেন,

سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَذَكَرَ حَدِيْثَ : «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ» فَقَالَ : إِنْ لَمْ يَكُوْنُوْا أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ فَلَا أَدْرِيْ مَنْ هُمْ؟

আমি আহমাদ ইবনে হাম্বলকে বলতে শুনেছি, তিনি এই হাদীছটি বর্ণনা করেন যে, 'আমার উম্মতের একটি দল আল্লাহর আদেশের উপর (দ্বীনের উপর) প্রতিষ্ঠিত থাকবে'। অতঃপর তিনি বলেন, যদি এই দলটি আহলেহাদীছ না হয়, তাহলে আমি জানি না তারা কারা?[৯] অর্থাৎ ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের নিকট সাহায্যপ্রাপ্ত এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত দলটি আহলেহাদীছ ব্যতীত আর কোনো দল হতেই পারে না।

২. ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

يَعْنِيْ أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ

অর্থাৎ হাদীছে উল্লেখিত দলটি দ্বারা উদ্দেশ্য 'আছহাবুল হাদীছ'।[১০]

৩. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক তাবে তাবেঈনের একজন ছিলেন। তিনি উম্মতের নিকট কতটা গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, তা ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ-এর মন্তব্য দ্বারা বুঝা যায়। ইমাম যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন,

حَدِيْثُهُ حُجَّةٌ بِالإِجْمَاعِ

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ-এর বর্ণিত হাদীছ হুজ্জাত বা গ্রহণযোগ্য হওয়ার উপর সবাই একমত। আহলেহাদীছ জামা'আতের ব্যাপারে তিনি বলেন,

هُمْ عِنْدِيْ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ

'সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সাহায্যপ্রাপ্ত জামা'আতটি হচ্ছে আছহাবুল হাদীছ (আহলেহাদীছ)'।[১১]

এখানে যেন কেউ একথা না বলে যে, 'এ সকল ব্যাখ্যায় আছহাবুল হাদীছ বলা হয়েছে; আহলেহাদীছ নয়'। জেনে রাখা উচিত, 'আহলেহাদীছ' এবং 'আছহাবুল হাদীছ' উভয়ের একই অর্থ। মুহাদ্দিছগণ দু'টি বাক্যই ব্যবহার করে থাকেন। যেমন: উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ আলী ইবনুল মাদীনী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

هُمْ أَهْلُ الْحَدِيْثِ

(সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সাহায্যপ্রাপ্ত জামা'আতটি) আহলুল হাদীছ।[১২] এখানে উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় আলী ইবনুল মাদীনী রহিমাহুল্লাহ 'আছহাবুল হাদীছ'-এর স্থানে 'আহলুল হাদীছ' শব্দ উল্লেখ করেছেন। কে এই আলী ইবনুল মাদীনী? আলী ইবনুল মাদীনী রহিমাহুল্লাহ-এর মর্যাদা এবং পাণ্ডিত্য বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

مَا اسْتَصْغَرْتُ نَفْسِيْ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ إِلَّا بَيْنَ يَدَيْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِيْنِيِّ

'আলী ইবনুল মাদীনী রহিমাহুল্লাহ ব্যতীত কারও সামনে আমার নিজেকে তুচ্ছ মনে হতো না, অর্থাৎ জ্ঞানের ক্ষেত্রে ছোট মনে হতো না'।[১৩] এ সকল বক্তব্য এবং মতামত হতে জানা যায় যে, সালাফদের মাঝে আহলেহাদীছ পরিভাষাটি প্রসিদ্ধ ছিল এবং এটা ঐ জামা'আতের ব্যাপারে বলা হতো, যে জামা'আত ক্বিয়ামত পর্যন্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

একটি সংশয়ের নিরসন :

এখানে একটি ভুল ধারণা দূর করাটা যরূরী। তা হচ্ছে, অনেকের ধারণা, এ সকল বক্তব্যে 'আহলেহাদীছ' শব্দটি 'মুহাদ্দিছ'দেরকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে; কোনো দল বা জামা'আতকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়নি।

৮. ছহীহ মুসলিম, হা/৫০৬৪; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৬৯৫৬; সিলসিলা ছহীহা, হা/১৯৭১।
৯. শারাফু আছহাবিল হাদীছ, ১/৫২, ১/৪৫, ১/৫০।
১০. প্রাগুক্ত, ১/৫৫।
১১. প্রাগুক্ত, ১/৪১।
১২. তিরমিযী, হা/২২২৯; শারাফু আছহাবিল হাদীছ, ১/১০।
১৩. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১২/৪২০।

তাদের বক্তব্য হলো, তাফসীরে পারদর্শীকে যেমন মুফাসসির বা আহলে তাফসীর বলা হয়, তদ্রূপ হাদীছে পারদর্শী ব্যক্তিকে 'মুহাদ্দিছ বা আহলেহাদীছ' বলা হয়। কিন্তু তাদের এ বক্তব্য সঠিক নয়। এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যদি আহলেহাদীছ দ্বারা শুধুমাত্র মুহাদ্দিছগণ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে হাদীছের বর্ণনায় ক্বিয়ামত পর্যন্ত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে দলটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে দলটি হতে মুফাসসির এবং ফক্বীহগণকে বাদ দিতে হবে।[১৪] হাদীছের শব্দের দিকে লক্ষ্য করলে এই ভুল ধারণাটি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা, হাদীছে আহলেহাদীছদের কথা আহলে বাতিল বা বাতিলপন্থীদের বিপরীতে উল্লেখ করা হয়েছে; ফক্বীহ বা মুফাসসিরদের বিপরীতে নয়। আমাদের এই বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করার জন্য আমরা শায়খ আব্দুল ক্বাদের জীলানী রহিমাহুল্লাহ-এর বক্তব্য পেশ করাকে যথাযথ মনে করছি, যা তার লিখিত কিতাব 'গুনিয়াতুত ত্বালিবীন'-এ উল্লিখিত হয়েছে।

وَاعْلَمْ أَنَّ لِأَهْلِ الْبِدْعِ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا فَعَلَامَةُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ الْوَقِيْعَةُ فِيْ أَهْلِ الْأَثَرِ . وَعَلَامَةُ الزَّنَادِقَةِ تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ الْأَثَرِ بِالْحَشْوِيَّةِ. وَيُرِيدُونَ إِبْطَالَ الْأَثَرِ . وَعَلَامَةُ الْقَدَرِيَّةِ تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ الْأَثَرِ مُجْبِرَةً . وَعَلَامَةُ الْجَهْمِيَّةِ تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ السُّنَّةِ مُشَبِّهَةً. وَعَلَامَةُ الرَّافِضِيَّةِ تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ الْأَثَرِ نَاصِبَةً . وَكُلُّ ذٰلِكَ عَصَبِيَّةٌ وغِيَاظٌ لِأَهْلِ السُّنَّةِ . وَلَا اسْمَ لَهُمْ إِلَّا اسْمٌ وَاحِدٌ . وَهُوَ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ . وَلَا يَلْتَصِقُ بِهِمْ مَا لَقَّبَهُمْ بِهِ أَهْلُ الْبِدَعِ كَمَا لَا يَلْتَصِقُ بِالنَّبِيِّ ﷺ تَسْمِيَةُ كُفَّارِ مَكَّةَ سَاحِراً وَشَاعِراً وَمَجْنُوناً وَمَفْتُوحاً وَكَاهِناً . وَلَمْ يَكُنْ اسْمُهُ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ مَلَائِكَتِهِ وَعِنْدَ إِنْسِهِ وَجِنِّهِ وَسَائِرِ خَلْقِهِ إِلَّا رَسُولاً نَبِيّاً بَرِيْئًا مِنَ الْعَاهَاتِ كُلِّهَا .

জেনে রাখুন! বিদ'আতীদের কিছু নির্দশন রয়েছে, যা দ্বারা তারা পরিচিত। তাদের একটি নির্দশন হলো, আহলেহাদীছদের আঘাত করা। আর যিনদীক্ব (অন্তরে কুফর রেখে ঈমানের দাবিদার, নাস্তিক) সম্প্রদায়ের আলামত হলো, তারা আহলেহাদীছদেরকে 'হাশাবিয়্যা' (দলীলের শুধু বাহ্যিক দিকের ভিত্তিতে আমলকারী) বলে এবং এর মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য থাকে আহলেহাদীছদের প্রতিহত করা। ক্বাদারিয়্যা (তাক্বদীর অস্বীকারকারী) সম্প্রদায়ের নির্দশন হলো, তারা আহলেহাদীছদেরকে 'মুজবিরা' (ভাগ্যের কাছে নিরূপায়) বলে। জাহমিয়্যা (আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকারকারী) সম্প্রদায়ের নির্দশন হলো, তারা আহলেহাদীছদেরকে 'মুশাব্বিহা' (আল্লাহর গুণাবলীকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দানকারী) বলে। রাফেযীদের (গোঁড়া শী'আ) নির্দশন হলো, তারা আহলেহাদীছদেরকে 'নাছেবা' (আহলুল বায়তের সাথে শত্রুতা পোষণকারী) বলে। বিদ'আতীদের এ সকল বক্তব্য শুধু আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের প্রতি তাদের গোঁড়ামি ও হিংসার কারণে। আর আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের একটি মাত্র নাম, তা হলো, আছহাবুল হাদীছ (আহলেহাদীছ)। বিদ'আতীদের পক্ষ হতে আরোপিত এ সকল নামের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে যাদুকর, কবি, পাগল এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ, তার ফেরেশতা, মানুষ, জিন এবং সমস্ত সৃষ্টিকুলের নিকট তিনি ছিলেন একজন নবী ও রাসূল, কাফিরদের পক্ষ থেকে আরোপিত সকল মন্দ বিষয় হতে মুক্ত।[১৫]

উপরে উল্লিখিত বক্তব্যে লক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় :

ক. শায়খ আব্দুল ক্বাদের জীলানী রহিমাহুল্লাহ সকল ভ্রান্ত দলের বিপরীতে আহলেহাদীছদের কথা উল্লেখ করেছেন।

খ. তার নিকটে আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে দলীলবিহীন কথা বলা, ভ্রান্ত দলসমূহের কাজ।

গ. তার নিকট আহলেহাদীছ এবং আহলে সুন্নাহ একটাই দল।

ঘ. আহলে সুন্নাতের একটিই নাম- আছহাবুল হাদীছ।

এ সকল আলোচনার পর প্রশ্ন হলো, এখনো কি আহলেহাদীছদেরকে একটি নবাবিষ্কৃত দল বলে মানুষকে সন্দিহান করা ঠিক হবে? এর উত্তর সুধী পাঠকদের উপর ছেড়ে দিলাম।

(চলবে)

১৪. অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য যদি হয় মুহাদ্দিছীনে কেরাম ক্বিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকা, তাহলে মুফাসসির ও ফক্বীহগণ এই তালিকা থেকে বাদ পড়ে যায়। তাহলে কি মুফাসসির ও ফক্বীহগণ ক্বিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবেন না? এটা সুস্পষ্ট ভ্রান্ত কথা। তাছাড়া বর্তমান যুগে আগের দিনের মতো উঁচু মাপের মুহাদ্দিছ নেই, তাহলে কি পৃথিবীর সকল মানুষই ভ্রান্ত?! যারা এমন দাবি করে তারা যে কত বড় ভ্রান্ত, সম্মানিত পাঠক তা চিন্তা করুন!

১৫. গুনিয়াতুত ত্বালেবীন, ১/১৬৬।

www.al-itisam.com

আয়িম্মায়ে কেরামের দৃষ্টিতে রাফউল ইয়াদায়েন

-আহমাদুল্লাহ*

ভূমিকা :

আসল দলীল হলো কুরআন ও হাদীছ। আমরা যদি কুরআন ও হাদীছ দিয়ে দলীল পেশ করি, তখন কিছু ভাই ইমামদের দোহাই দিয়ে তা বাতিল করে থাকেন। সেজন্যই সম্মানিত ইমামদের উক্তিসমূহ ও সালাফে ছালেহীনের বুঝগুলো সাক্ষীস্বরূপ পেশ করা যাচ্ছে। যেন তাদের উপর এই বিষয়টি প্রমাণ করা যায় যে, ছহীহ হাদীছের উপরে আমল করতে গিয়ে সম্মানিত ইমামগণও রাফউল ইয়াদায়েন করতেন।

(১) ইমাম মালেক ইবনে আনাস রাহিমাহুল্লাহ :

১. আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহ্ব বলেছেন,

رَأَيْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ

'আমি ইমাম মালেক ইবনে আনাসকে দেখেছি যে, তিনি ছালাতের শুরুতে, রুকূ'র আগে ও রুকূ' হতে মাথা উঠানোর সময় রাফউল ইয়াদায়েন করতেন'।[১]

২. ফক্বীহ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে জাবের ইবনে হাম্মাদ আল-মারওয়াযী বলেছেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল হাকাম হতে এই বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বলেছেন,

هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَفِعْلُهُ اَلَّذِي مَاتَ عَلَيْهِ وَهُوَ السُّنَّةُ وَأَنَا عَلَيْهِ وَكَانَ حَرْمَلَةُ عَلَى هَذَا

'এটা ইমাম মালেকের সর্বশেষ বক্তব্য ও আমল। যার উপরে অটল থাকাবস্থায় তিনি মারা যান এবং এটাই সুন্নাত। আমি এর উপরে রয়েছি (রাফউল ইয়াদায়েন করি)। আর হারমালাহ (ইবনে ইয়াহ্ইয়া)-এর উপরই আমল করতেন'।[২]

প্রতীয়মান হলো যে, ইমাম মালেক আমৃত্যু রুকূ'র আগে এবং পরে রাফউল ইয়াদায়েন করতেন। আল্লাহ তার উপর রহমত করুন।

ইমাম খাত্ত্বাবী এবং ইমাম বাগাবী বলেছেন, ইমাম মালেকের শেষ আমল ছিল রাফউল ইয়াদায়েন করা।[৩] বরং আবুল আব্বাস আল-কুরতুবী বলেছেন,

أَنَّ الرَّفْعَ فِي الْمَوَاطِنِ الثَّلَاثَةِ هُوَ آخِرُ أَقْوَالِهِ وَأَصَحُّهَا

'উক্ত তিন স্থানে রাফউল ইয়াদায়েন করা ইমাম মালেকের শেষ এবং সবচেয়ে বিশুদ্ধ বক্তব্য ছিল'।[৪]

এছাড়াও নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলোতে ইমাম মালেকের রাফউল ইয়াদায়েনের প্রমাণ পাওয়া যায়-

১. তিরমিযী।[৫]

২. ইরাক্বী।[৬]

৩. ইবনে আব্দুল বার।[৭]

৪. ইবনুল জাওযী।[৮]

৫. আল-ইসতিযকার।[৯]

৬. নববী।[১০]

৭. আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব।[১১]

৮. ইবনে কুদামা, আল-মুগনী।[১২]

৯. ইবনে রুশ্দ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ।[১৩]

১০. নায়লুল আওত্বার।[১৪]

১১. খাত্ত্বাবী।[১৫]

---

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১. ইবনে আসাকির, তারীখে দিমাশক্ব, ৫৫/১৩৪, সনদ হাসান।
২. তারীখে দিমাশক্ব, ৫৫/১৩৪, সনদ হাসান।
৩. মা'আলিমুস সুনান, ১/১৬৭, হা/২৩৬-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য; শারহে সুন্নাহ, ৩/২৩, হা/৫৬১।
৪. তরহুত তাছরীব, ১/২৫৪, শব্দগুলো তার; আল-মুফহিম, ২/১৯।
৫. আরেযাতুল আহওয়াযী, ২/৫৭; জামে' তিরমিযী, আহমাদ শাকেরের তাখরীজ, ২/৩৭, হা/২৫৬।
৬. তরহুত্ত তাছরীব, ২/২৫৩, ২৫৪।
৭. আত-তামহীদ, ৯/২১৩, ২২২, ২২৩।
৮. আল-মাউযূ'আত, ২/৯৮।
৯. ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ২/১২৪।
১০. শারহে মুসলিম, ৪/৯৫।
১১. আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব, ৩/৩৯৯।
১২. ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, ১/২৯৪।
১৩. ইবনে রুশদ, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ১/১৩৩।
১৪. নায়লুল আওত্বার, ২/১৮০, ৪/১৮০।
১৫. মা'আলিমুস সুনান, ১/১৯৩।

১২. বাগাবী।[১৬]

১৩. ইবনে হাযম।[১৭]

১৪. কুরতুবী।[১৮]

(২) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফেঈ রহিমাহুল্লাহ :

ইমাম শাফেঈ থেকে রাফউল ইয়াদায়েন 'মুতাওয়াতির'রূপে প্রমাণিত আছে। কয়েকটি দলীল নিম্নরূপ-

১. মুসনাদে শাফেঈ।[১৯]

২. জামে' আত-তিরমিযী।[২০]

৩. নববী।[২১]

৪. ইবনে দাক্বীক্ব আল-ঈদ।[২২]

(৩) ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ :

১. ইমাম আবুদাঊদ বলেছেন, 'আমি ইমাম আহমাদকে দেখেছি যে, তিনি রুকূ'র আগে ও পরে ছালাত শুরু করার ন্যায় কান বরাবর রফউল ইয়াদায়েন করতেন। আর কতিপয় সময়ে ছালাত শুরু করার সময়ে কিছুটা নিম্নে হাত উত্তোলন করতেন। আমি ইমাম আহমাদকে বলতে শুনেছি, যখন তাকে বলা হলো যে, একজন ব্যক্তি রফউল ইয়াদায়েন করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ শ্রবণ করে, তবুও রাফউল ইয়াদায়েন করে না, তাহলে তার ছালাত পরিপূর্ণ হবে কি? তখন তিনি বললেন, পুরো ছালাত হওয়ার ব্যাপারে আমার জানা নেই। তবে তার ছালাত ত্রুটিপূর্ণ হবে'।[২৩]

২. যে ব্যক্তি রফউল ইয়াদায়েন করে না, তার ছালাতকে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ত্রুটিযুক্ত বলেছেন।[২৪] এছাড়াও দেখুন-

১. সুনানে তিরমিযী।[২৫]

২. মাসায়েলে ইমাম আহমাদ।[২৬]

৩. আল-ইসতিযকার।[২৭]

৪. যিকরু মিহনাতিল ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ইবনে ইসহাক্ব।[২৮]

(৪) ইমাম আওযাঈ রহিমাহুল্লাহ :

ইমাম আবু আমর আব্দুর রহমান ইবনে আমর আল-আওযাঈ (ফক্বীহ, ছিক্বাহ ও জালীলুল ক্বদর ছিলেন) বলেছেন, 'আমাদের কাছে এই বক্তব্য পৌঁছেছে যে, যে সুন্নাতের উপরে হেজায, বাছরা এবং সিরিয়ার আলেমগণ ঐকমত্য হয়েছেন, তা হলো, ছালাতের শুরুতে, রুকূ' করার সময়, তাকবীর বলার সময়, সিজদার জন্য ঝুঁকে যাবার সময় (এখানে রুকূ'কেই উদ্দেশ্য করেছেন। কারণ তার পরে রুকূ' থেকে মাথা উঠানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে) এবং রুকূ' থেকে মাথা উঠানোর সময় রাফউল ইয়াদায়েন করা। শুধুমাত্র কূফীগণ এই মাসআলাতে উম্মাতে মুসলিমার (ইজমা'র) বিরোধিতা করেছেন। আওযাঈকে বলা হলো যে, যদি রফউল ইয়াদায়েন হতে কিছু কম করে? তখন তিনি বললেন, এটা তার ছালাতের ঘাটতি।[২৯]

উপসংহার :

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, ইমামগণও রফউল ইয়াদায়েনের পক্ষে ফৎওয়া দিয়েছেন এবং আমল করেছেন। সুতরাং যারা ইমামদের অনুসরণ করেন বলে দাবী করেন, তাদের উচিত রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর উক্ত হাদীছের ভিত্তিতে ইমামদের ফৎওয়াগুলো মেনে নিয়ে ছালাতে রফউল ইয়াদায়েন করা। আল্লাহ আমাদের সকলকে বুঝার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন।

---

১৬. শারহে সুন্নাহ, ৩/২৩।
১৭. আল-মুহাল্লা, ৪/৮৭।
১৮. আল-মুফহিম, ২/১৯।
১৯. কিতাবুল উম্ম, ১/১০৪।
২০. জামে' তিরমিযী, ২/৩৭, হা/২৫৬-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।
২১. শারহে মুসলিম, ৪/৯৫।
২২. ইহকামুল আহকাম শরহে উমদাতুল আহকাম, ১/২২০।
২৩. মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, ইমাম আবুদাঊদের বর্ণনা পৃ. ৩৩।
২৪. আল-মানহাজ আল-আহমাদ, ১/১৫৯।
২৫. সুনানে তিরমিযী, ২/৩৭, হা/২৫৬-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।
২৬. মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, পৃ. ৭০।
২৭. আল-ইসতিযকার, ২/১২৬।
২৮. যিকরু মিহনাতিল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বিন ইসহাক্ব, পৃ. ১১০, ১১১
২৯. প্রাগুক্ত; আত্ব-ত্বাবারী, আত-তামহীদ গ্রন্থের বরাতে ৯/২২৬, ইমাম ত্বাবারীর সনদটি ছহীহ।

পার্থিব আযাবের কারণ ও তা থেকে বাঁচার উপায়

-মো. দেলোয়ার হোসেন*

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের আযাব বা বালা-মুছীবত মানুষের উপর চেপে বসে। যা মূলত মানুষের পাপের ফসল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

'মানুষের কৃতকর্মের কারণে সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে তাদেরকে কোনো কোনো কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে' *(রূম, ৪১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

'তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে, তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন' *(শূরা, ৩০)*। তবে বিশেষ কিছু পাপ আছে, যার কারণে আল্লাহ দুনিয়াতে আযাব নাযিল করেন আর আখিরাতে তো আযাব আছেই। এই প্রবন্ধে এসব আযাবের কারণ ও তা থেকে বাঁচার উপায় সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা তুলে ধরা হলো।

(ক) পার্থিব আযাবের কারণ :

(১) আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ -এর বিরুদ্ধাচরণ করা : এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'কাজেই যারা তার (রাসূলের) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা সতর্ক হোক যে, তাদের উপর বিপর্যয় নেমে আসবে কিংবা তাদের উপর নেমে আসবে ভয়াবহ শাস্তি' *(নূর, ৬৩)*।

(২) আল্লাহর নে'মতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া : আল্লাহর নে'মতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া পার্থিব আযাবের অন্যতম কারণ। আল্লাহ বলেন,

وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

'আল্লাহ এক জনপদের দৃষ্টান্ত পেশ করছেন, যা ছিল নিরাপদ, চিন্তা-ভাবনাহীন। সবখান থেকে সেখানে জীবন ধারণের পর্যাপ্ত উপকরণ আসত। অতঃপর সে জনপদ আল্লাহর নে'মতরাজির কুফুরী করল, অতঃপর আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের কারণে ক্ষুধা ও ভয়-ভীতির মুছীবত তাদেরকে আস্বাদন করালেন' *(নাহল, ১১২)*।

(৩) অহংকার করা : আল্লাহ পূর্ববর্তী জাতিকে অহংকারের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ - فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ

'আর ফেরাঊন ও তার সেনাবাহিনী অন্যায়ভাবে যমীনে অহংকার করেছিল এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে না। অতএব আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। সুতরাং দেখো, সীমালঙ্ঘনকারীদের পরিণাম কী ছিল!' *(ক্বাছাছ, ৩৯-৪০)*।

(৪) আল্লাহর বিধানের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা : আল্লাহর বিধানের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার কারণে মূসা আলাইহিস সালাম -এর জাতি আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হয়েছিল। আল্লাহ বলেন,

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

'কিন্তু যারা অন্যায় করেছিল, তাদেরকে যা বলা হয়েছিল, তারা তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল। সুতরাং অনাচারীদের প্রতি আমি আকাশ হতে শাস্তি প্রেরণ করলাম, কারণ তারা পাপাচার করত' *(বাক্বারাহ, ৫৯)*। অর্থাৎ মূসা আলাইহিস সালাম -এর জাতিরা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া আসমানী খাবার মান্না-সালওয়ার পরিবর্তে অন্য খাবার চাইলে আল্লাহ তাদের পবিত্র নগরীতে প্রবেশ ও হিত্তাহ (حطة) বা ক্ষমা চাইতে নির্দেশ দেন। কিন্তু তারা আল্লাহর বিধানের সাথে ঠাট্টা-তামাসা করে হিত্তাহর পরিবর্তে حنطة হিনতাহ বা গম বলল, ফলে আল্লাহ তাদের উপর আযাব নাযিল করেন।

(৫) যুলুম : যুলুম পার্থিব আযাবের একটি কারণ।

* আলিম ২য় বর্ষ, চরবাটা ইসমাঈলিয়া আলিম মাদরাসা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী।

আল্লাহ বলেন,

فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ

'আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ, যেগুলোর বাসিন্দা ছিল যালেম, এসব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও' *(হজ্জ, ৪৫)*।

(৬) ঈমানদারদের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে :

ঈমানদারদের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কখনো কখনো আল্লাহ আযাব দেন। বান্দা যদি ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তাকে প্রতিদান দেবেন এবং এর মাধ্যমে তার পাপ মোচন করবেন। আল্লাহ বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

'আর আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। আর আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদেরকে' *(বাক্বারাহ, ১৫৫)*।

(৭) দুনিয়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হওয়া : হাদীছে এসেছে,

عَنْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ

যায়েদ ইবনে ছাবিত রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'পার্থিব চিন্তা যাকে মোহগ্রস্ত করবে, আল্লাহ তার কাজকর্মে অস্থিরতা সৃষ্টি করবেন, দরিদ্রতা তার নিত্যসঙ্গী হবে'।[১]

(৮) সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ না করা :

এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ

হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করবে। তা না হলে আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই তোমাদের উপর তার শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। তোমরা তখন তার নিকট দু'আ করলেও তিনি তোমাদের সেই দু'আ গ্রহণ করবেন না'।[২]

(৯) সূদ ও যেনা :

দুনিয়াতে আল্লাহর আযাবের অন্য একটি কারণ হচ্ছে সূদ ও যেনা-ব্যভিচার। হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন কোনো জনপদে যেনা এবং সূদ প্রকাশ পায়, তাদের উপর আল্লাহর আযাব নেমে আসে'।[৩]

(১০) নেশাদারদ্রব্য পান ও গান-বাজনা বাদ্যযন্ত্রে মত্ত থাকা : হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَيَكُوْنَنَّ فِيْ هذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَمَسْخٌ وَذلِكَ إِذَا شَرِبُوا الْخُمُوْرَ وَاتَّخَذُوا الْقَيْنَاتِ وَضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ.

আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'অবশ্যই আমার উম্মতের মাঝে (কিছু লোককে) মাটি ধসিয়ে, পাথর বর্ষণ করে এবং আকার বিকৃত করে (ধ্বংস করা) হবে। আর এ শাস্তি তখন আসবে, যখন তারা মদ পান করবে, নর্তকী রাখবে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাবে'।[৪]

(১১) পিতা-মাতার অবাধ্যতা : হাদীছে এসেছে,

وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَابَانِ مُعَجَّلاَنِ عُقُوبَتُهُمَا فِي الدُّنْيَا الْبَغْيُ وَالْعُقُوق.

আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দু'টি পাপ আছে, যার শাস্তি আল্লাহ দুনিয়াতেই দিয়ে দেন: বিদ্রোহীর পাপ ও পিতা-মাতার অবাধ্যতার পাপ'।[৫]

(১২) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা :

এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَالْبَغْيِ.

আবু বাকরা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ যেসব পাপীকে পার্থিব জগতেই তার পাপের ত্বরিত শাস্তি দেন, তা হলো আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী

১. তিরমিযী, হা/২৪৬৫; ইবনু মাজাহ, হা/৪১০৫; ছহীহ তারগীব, হা/৩১৬৮।

২. তিরমিযী, হা/২১৬৯; মিশকাত, হা/৫১৪০।
৩. হাকেম, হা/২২৬১; ছহীহ তারগীব, হা/১৮৫৯।
৪. সিলসিলা ছহীহা, হা/২২০৩; ছহীহুল জামে', হা/৫৪৬৭।
৫. হাকেম, হা/৭৩৫০; ছহীহুল জামে', হা/২৮১০।

ও বিদ্রোহীর পাপ এবং আখিরাতেও তার জন্য শাস্তি জমা রাখেন'।[৬]

(১৩) বিশেষ পাঁচটি পাপ : এ মর্মে হাদীছে এসেছে, ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বসা ছিলাম, তখন তিনি বললেন, তোমাদের কী হবে, যখন পাঁচটি পাপ প্রকাশ পাবে? আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, আল্লাহ তা থেকে তোমাদের রক্ষা করুক! সে পাপ ও তার কুফল হলো: ১. কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্য অশ্লীলতা প্রকাশ পাওয়া, এর ফলে এমন এমন রোগ সৃষ্টি হবে যা পূর্বে ছিল না। ২. যখন কোনো জাতি যাকাত দেওয়া থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহ তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন না, শুধুমাত্র পশু-পাখির কারণে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ৩. যখন কোনো জাতি ওযনে কম দিবে, তখন তাদের উপর দুর্ভিক্ষ, অভাব ও শাসকের যুলুম চেপে বসবে। ৪. যখন শাসকেরা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসন করবে না, তখন তাদের উপর শত্রুরা জয়ী হবে, ফলে তাদের সম্পদ অন্যরা কেড়ে নিবে। ৫. যখন কোনো জাতি কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে আযাব সৃষ্টি করে দিবেন।[৭]

(খ) পার্থিব আযাব থেকে বাঁচার উপায় :

(১) শিরকমুক্ত জীবনযাপন করা : শিরকমুক্ত জীবনযাপনের মাধ্যমে মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ থাকে। আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম (শিরক) দ্বারা কলুষিত করেনি, তাদের জন্য রয়েছে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নিরাপত্তা, আর তারাই সুপথপ্রাপ্ত' *(আন'আম, ৮২)*।

(২) তওবা করা : বান্দা যদি আল্লাহর নিকট একনিষ্ঠভাবে তওবা করে, আল্লাহ তাকে আযাব থেকে বাঁচাবেন। আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 'আর আল্লাহ এমনও নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন' *(আনফাল, ৩৩)*।

(৩) আল্লাহভীতি : আল্লাহভীতি মানুষকে পার্থিব আযাব থেকে রক্ষা করে। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا 'আর যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন' *(ত্বলাক, ২)*। আল্লাহ আরও বলেন,وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا 'আল্লাহকে যে ভয় করবে, তিনি তার সমস্যার সমাধান সহজ করে দেবেন' *(ত্বলাক, ৪)*।

(৪) আল্লাহর উপর ভরসা করা : বিপদের সময় আল্লাহর উপর ভরসা করলে আল্লাহ তাকে আযাব থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করবে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট হবেন' *(ত্বলাক, ৩)*।

(৫) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত পড়া : যারা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত পড়ে, তারা আল্লাহর যিম্মায় থাকে। ফলে তারা আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পায়। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ.

আবুবকর ছিদ্দীক্ব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত পড়ল, সে আল্লাহর যিম্মায় থাকল'।[৮]

(৬) দু'আ করা : পার্থিব আযাব থেকে বাঁচতে হলে বেশি বেশি দু'আ করা উচিত। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর আযাব থেকে আশ্রয় চাইতেন। হাদীছে এসেছে, জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেছেন, 'যখন এই আয়াত

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ

অর্থ: আপনি বলুন! তিনি সক্ষম তোমাদের উপর দিক থেকে আযাব প্রেরণ করতে) অবতীর্ণ হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি, আবার যখন أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ (অর্থ: আর তিনি সক্ষম তোমাদের নিচের দিক থেকে আযাব প্রেরণ করতে) অবতীর্ণ হলো, তখনো বললেন, আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি'।[৯]

পরিশেষে, আল্লাহ আমাদেরকে যেসব খারাপ কাজের কারণে পার্থিব আযাব নাযিল হয়, তা থেকে বিরত থাকার ও যেসব সৎআমলের মাধ্যমে পার্থিব আযাব থেকে বাঁচা যায়, তা আমল করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

রিফাত হত্যা মামলা : আদালতের নযীরবিহীন রায় ও জনমনে সংশয়

-জুয়েল রানা*

ভূমিকা :

সামাজিক অস্থিরতা হঠাৎ করেই যেন প্রবলরূপ ধারণ করেছে। পারিবারিক-সামাজিক অবক্ষয়জনিত একের পর এক বীভৎস ঘটনার সাক্ষী হয়েছে দেশ। হত্যা, ধর্ষণ, ইভটিজিং ও আত্মহননের মিছিলে বেরিয়ে পড়ছে নৈতিকতার বিপর্যয় এবং অধঃপতনের ভয়ানক চিত্র। প্রতিদিনই ঘটছে নানা নৃশংস ঘটনা। বরগুনার বহুল আলোচিত রিফাত শরীফ হত্যাকাণ্ড তার মধ্যে একটি।

রিফাত হত্যার গোড়ার কথা :

গত ২০১৯ সালের ২৬ জুন সকালে একটি হত্যাকাণ্ড নযর কেড়েছিল সারাদেশের মানুষের। সেটি হলো- কিশোর গ্যাং বন্ড বাহিনীর হাতে খুন হতে হয় শাহনেওয়াজ রিফাত (রিফাত শরীফ)-কে। সরাসরি সেই হত্যাকাণ্ডে অংশ নেয় সাব্বির আহমেদ নয়ন ওরফে নয়ন বন্ড, রিফাত ফরাজী ও রিশান ফরাজীসহ তাদের অনুসারীরা। সিসি টিভি ফুটেজে দেখা যায়, রিফাতের স্ত্রী আয়শা সিদ্দিকা মিন্নি এ সময় রিফাতকে বাঁচানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে রিফাতকে বরগুনা সদর জেনারেল হাসপাতালে ও পরে বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। ওই দিন বিকালেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন রিফাত শরীফ। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন*।

রিফাতের বাবার হত্যা মামলা দায়ের :

ঘটনার পরদিন ১২ জনের নাম উল্লেখ করে এবং ৫/৬ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন নিহত রিফাতের বাবা আব্দুল হালিম দুলাল শরীফ। এ সময় মিন্নিকে সাক্ষী করা হয়। মামলাটিতে ক্রম অনুযায়ী আসামি করা হয়-সাব্বির আহমেদ নয়ন (নয়ন বন্ড), মো. রিফাত ফরাজী, মো. রিশান ফরাজী, চন্দন, মো. মুসা, মো. রাব্বি আকন, মোহাইমিনুল ইসলাম সিফাত, রায়হান, মো. হাসান, রিফাত, অলি ও টিকটক হৃদয়।

পুলিশি কার্যক্রম ও কথিত ক্রসফায়ার :

রিফাত শরীফের ওপর হামলার দিন সন্ধ্যায় এক কিশোরকে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে পুলিশ এ ঘটনায় আসামিদের গ্রেফতার শুরু করে। পর্যায়ক্রমে আধুনিক প্রযুক্তি ও পুলিশ সুপারের দিকনির্দেশনায় একে একে সব আসামিকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

গত ২০১৯ সালের ২ জুলাই ভোরে বরগুনা সদর উপজেলার বুড়িরচর ইউনিয়নের পূর্ব বুড়িরচর গ্রামে পুলিশের সঙ্গে কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন মামলার প্রধান আসামি সাব্বির আহমেদ নয়ন ওরফে নয়ন বন্ড।

পুলিশি প্রতিবেদন ও আদালতের চার্জ গঠন :

রিফাত হত্যাকাণ্ডের দুই মাস ছয় দিন পর গত বছরের ১ সেপ্টেম্বর বিকালে বরগুনা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ২৪ জনকে অভিযুক্ত করে প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক দুই ভাগে বিভক্ত করে দু'টি তদন্ত প্রতিবেদন (চার্জশিট) দাখিল করে পুলিশ। এদের মধ্যে ১০ জন প্রাপ্তবয়স্ক আসামি এবং ১৪ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক আসামি। একই সঙ্গে রিফাত হত্যা মামলার এক নম্বর আসামি নয়ন বন্ড বন্দুক যুদ্ধে(?) নিহত হওয়ায় তাকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। সেই চার্জশিট মোতাবেক চলতি বছরের গত ১ জানুয়ারি রিফাত হত্যা মামলার প্রাপ্তবয়স্ক ১০ জন আসামির বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেন বরগুনার জেলা ও দায়রা জজ আদালত। অন্যদিকে ৮ জানুয়ারি রিফাত হত্যা মামলার অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ জন আসামির বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেন বরগুনার শিশু আদালত। চলতি বছরের ৮ জানুয়ারি থেকে প্রাপ্তবয়স্ক ১০ জন আসামির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করে বরগুনা জেলা ও দায়রা জজ আদালত। মামলার প্রত্যক্ষদর্শী, পুলিশ, ডাক্তার ও সিআইডি কর্মকর্তাসহ ৭৬ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি আদালত সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পন্ন করেন। একই ঘটনায় পুলিশের দেওয়া আরেকটি চার্জশিট অনুযায়ী অপ্রাপ্তবয়স্ক ১৪ আসামির বিচার চলছে বরগুনা শিশু আদালতে।

*খত্বীব, গছাহার বেগপাড়া জামে মসজিদ, গছাহার (১২ নং আলোকডিহি), চিরিরবন্দর, দিনাজপুর; সহকারী শিক্ষক, আলহাজ্ব শাহ্ মাহ্তাব-রওশন ব্রাইট স্টার স্কুল, উত্তর পলাশবাড়ী, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

নিহত রিফাতের বাবার সংবাদ সম্মেলন :

রিফাত শরীফ হত্যার ঘটনায় পুত্রবধূ আয়শা সিদ্দিকা মিন্নি জড়িত উল্লেখ করে তাকে গ্রেফতার ও রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের দাবি জানান রিফাতের বাবা আব্দুল হালিম দুলাল শরীফ। এ সময় তিনি মিন্নির জড়িত থাকার ১০টি কারণ উল্লেখ করেন। কারণগুলো হলো: (১) নয়নের সঙ্গে মিন্নির বিয়ের ঘটনা সে ও তার পরিবার কৌশলে গোপন করে গেছে। (২) বিয়ে বলবৎ থাকা অবস্থায় শরী'আহ বহির্ভূতভাবে মিন্নি রিফাতকে বিয়ে করেছে। (৩) রিফাতের সঙ্গে বিয়ের পরও মিন্নি নয়নের বাসায় যাওয়া-আসা করে এবং নিয়মিতভাবে তার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। (৪) এরই ধারাবাহিকতায় মিন্নি ঘটনার আগের দিন ২৫ জুন, ২০১৯ সকাল ৯টায় এবং সন্ধ্যায় নয়নের বাসায় যায়। (৫) মিন্নি অন্যান্য দিনে রিফাতকে ছাড়া কলেজে গেলেও ঘটনার দিন রিফাতকে কলেজে ডেকে নিয়ে যায়। (৬) রিফাত ঘটনার পূর্ব মুহূর্তে মোটরসাইকেলে কলেজ থেকে মিন্নিকে নিয়ে আসার জন্য গেলে মিন্নি মোটরসাইকেল পর্যন্ত এলেও চক্রান্তকারীদের উপস্থিতি না দেখে কালক্ষেপণের জন্য পুনরায় কলেজের দিকে ফিরে যাচ্ছিল এবং রিফাত মিন্নিকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিল। (৭) মিডিয়ায় প্রকাশিত নতুন ভিডিও ফুটেজে তার প্রিয় ছেলেকে রিফাত ফরাজী, রিশান ফরাজী ও অন্যরা জাপটে ধরে যখন মারপিট করতে করতে পূর্ব দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন মিন্নি অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে পেছনে পেছনে হাঁটছিল, যা একজন স্ত্রীর ক্ষেত্রে কোনোভাবেই স্বাভাবিক আচরণ ছিল না। (৮) স্বামীকে কোপানোর সময় মিন্নি আসামিকে জাপটে ধরেছে কিন্তু আসামি নয়নসহ অন্যান্য আসামিদের কেউ একটি বারের জন্যও মিন্নির ওপর চড়াও হয়নি এবং কোনোভাবেই মিন্নি আক্রান্ত হয়নি। (৯) যখন রিফাত শরীফ আহত এবং রক্তাক্ত অবস্থায় একা একা রিকশায় হাসপাতালে যাচ্ছিল, তখন মিন্নি তার ব্যাগ ও স্যান্ডেল গোছানোর কাজেই ব্যস্ত ছিল এবং আসামিদের একজন রাস্তা থেকে ব্যাগ তুলে মিন্নির হাতে দিচ্ছিল। (১০) তাছাড়া তার প্রিয় ছেলে রিফাত শরীফকে অ্যাম্বুলেন্সে বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার সময় মিন্নি রিফাতের সঙ্গে বরিশালে যায়নি।

মিন্নির পাল্টা সংবাদ সম্মেলন :

গত ২০১৯ সালের ১৪ জুলাই বরগুনা পৌর শহরের নয়াকাটা মাইঠা এলাকায় নিজস্ব বাসভবনে শ্বশুরের অভিযোগ অস্বীকার করে সংবাদ সম্মেলন করে আয়শা সিদ্দিকা মিন্নি। এ সময় সে বলে, '০০৭ গ্রুপ বরগুনায় যারা সৃষ্টি করেছেন, তারা খুবই ক্ষমতাবান ও অর্থশালী। তাই তারা বিচারের আওতা থেকে দূরে থাকার জন্য আমার শ্বশুরকে বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করে রিফাত হত্যার বিচারকে অন্যদিকে প্রবাহিত করছে। আমি মনে করি, খুনিদের আড়াল করতেই আমার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে'। এ সময় সে তার শ্বশুরের করা সংবাদ সম্মেলনকে ভিত্তিহীন দাবি করেন।

মিন্নির গ্রেফতার, যামিন ও মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা :

গত ২০১৯ সালের ১৬ জুলাই সকাল পৌনে ১০ টার দিকে বরগুনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর সার্কেলের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম মিন্নিকে বরগুনা পৌর শহরের মাইঠা এলাকার তার বাবার বাড়ি থেকে পুলিশ লাইনে নিয়ে আসে। এ সময় তার বাবা মোজাম্মেল হোসেন কিশোরকেও সঙ্গে নিয়ে আসা হয়। তবে বেলা ১১ টার পর মিন্নির কাছ থেকে তার বাবাকে সরিয়ে নেওয়া হয়। রাত সাড়ে ৯টার দিকে রিফাত শরীফকে হত্যার ঘটনায় প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্টতা পাওয়ায় তার স্ত্রী আয়শা সিদ্দিকা মিন্নিকে গ্রেফতার দেখায় পুলিশ। রাতে বরগুনার পুলিশ সুপার কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে মিন্নির গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন বরগুনার পুলিশ সুপার মো. মারুফ হোসেন।

নিম্ন আদালতে কয়েক দফা যামিন আবেদন করে প্রত্যাখাত হওয়ার পর উচ্চ আদালতে যামিন আবেদন করে মিন্নি। এরপর ২০১৯ সালের ২৯ আগস্ট হাইকোর্টের বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ আয়শা সিদ্দিকা মিন্নির দু'টি শর্তে যামিন মঞ্জুর করেন। শর্ত দু'টি হলো: মিন্নি গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না ও তাকে তার বাবার যিম্মায় থাকতে হবে। যামিনে থাকা অবস্থায় মিন্নি গণমাধ্যমে কথা বললে তার যামিন বাতিল হবে বলেও আদেশে উল্লেখ করা হয়। গত বুধবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণার আগ পর্যন্ত মিন্নি যামিনে ছিল।

রায় ঘোষণার দিন সকালেই মিন্নি বরগুনা জেলা দায়রা জজ আদালতে তার বাবার সাথে মোটরসাইকেলে করে হাযির হয়েছিল। তবে মামলার রায়ে মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হওয়ার পর তাকে আদালত থেকে কড়া পুলিশি পাহারায় কারাগারে নেওয়া হয়।

যুক্তিতর্ক উপস্থাপন ও রায়ের তারিখ নির্ধারণ :

সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে মামলায় রাষ্ট্রপক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক ১০ জন আসামিদের বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। এরপর আসামি পক্ষের আইনজীবীরা রাষ্ট্রপক্ষের উপস্থাপিত যুক্তিতর্ক খণ্ডন করেন চলতি বছরের গত ১৬ সেপ্টেম্বর। এই দিনই আদালতের বিচারক রিফাত হত্যা মামলায় উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক শেষে প্রাপ্তবয়স্ক ১০ আসামির রায় ঘোষণার জন্য ৩০ সেপ্টেম্বর দিন নির্ধারণ করেন আদালত।

আদালতের নযীরবিহীন রায় ও বাদী-বিবাদীর প্রতিক্রিয়া :

গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ রিফাত শরীফ হত্যার মামলায় মিন্নিসহ ছয়জনের মৃত্যুদণ্ড দেন আদালত। রায়ে অপর চার আসামিকে খালাস দিয়ে রায় ঘোষণা করা হয়। **উল্লেখ্য, রিফাত শরীফ হত্যাকাণ্ডের পর তার বাবা যে মামলা করেছিলেন, সেখানে আয়শা সিদ্দিকা মিন্নি ছিল এক নম্বর সাক্ষী। কিন্তু পুলিশের তদন্তের পর স্বামীর হত্যা মামলার সাক্ষী থেকে আয়শা সিদ্দিকা মিন্নিকে চার্জশিটে ৭ নম্বর অভিযুক্ত করা হয়। এখন তার মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষিত হলো। তাই বিষয়টি ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা সৃষ্টি করেছে।** মিন্নি ছাড়াও এই মামলায় আরও পাঁচ আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তবে বাদী-বিবাদী দুই পক্ষের আইনজীবীদের পক্ষ থেকে রায় নিয়ে যেসব প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে, তাতে আয়শা সিদ্দিকা মিন্নির প্রসঙ্গই প্রাধান্য পেয়েছে।

হাইকোর্টে খালাস চেয়ে মিন্নির আবেদন :

গত ৪ অক্টোবর, ২০২০ মিন্নিসহ ৬ আসামির বিরুদ্ধে ডেথ রেফারেন্স নথি হাইকোর্টে পৌঁছায়। নিয়ম অনুযায়ী, রায়ের কপি হাইকোর্টে আসার পর আসামিরা সাত দিনের মধ্যে আপিল আবেদন করতে পারবেন। সে অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনের মধ্যেই গত মঙ্গলবার, ৬ অক্টোবর ২০২০ মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আয়শা সিদ্দিকা মিন্নির পক্ষে হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় তার আইনজীবী মাক্কিয়া ফাতেমা বরগুনার বহুল আলোচিত সেই রিফাত শরীফ হত্যা মামলায় খালাস চেয়ে আবেদন করেছেন।

জনগণের সংশয় ও প্রত্যাশা :

অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা রাশেদ সিনহা হত্যার বিচার হওয়া নিয়ে জনমনে প্রবল সংশয় রয়েছে। একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে কেন পুলিশ নৃশংসভাবে হত্যা করল, এই প্রশ্নের উত্তর খোলাসা করা যায়নি। তার মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত গুলি করা, গলায় বুট দিয়ে চেপে ধরে চরম ঘৃণা প্রকাশ কেন পুলিশ সদস্যরা করলেন, ভবিষ্যতের জন্য তা জানা যরূরী। অনুরূপ বহুল আলোচিত এই রিফাত শরীফ হত্যাকাণ্ডের অন্যতম সহযোগী আয়শা সিদ্দিকা মিন্নিসহ অন্যান্য মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের মৃত্যুদণ্ড আদৌ কার্যকর হবে কি না সেটা নিয়েও জনমনে সংশয় দেখা দিয়েছে।

উপসংহার :

আজ আমরা এতটাই চারিত্রিক অবক্ষয়ে জর্জরিত যে, বিবেকের যেন মৃত্যু ঘটেছে। যেদিকে তাকাই শুধু অস্থিরতা। এসব আমাদের চারিত্রিক অবক্ষয় আর সামাজিক সংকটের চিত্র। অনেক ক্ষেত্রেই সবার অজান্তে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য ও অসাম্য বিস্তার লাভ করেছে ভয়াবহ আকারে। আসলে লোভ, ন্যায়বিচার, বৈষম্য, নৈতিক শিক্ষার অভাব ইত্যাদি অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ। চাওয়া-পাওয়ার ব্যবধান অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। ফলে আত্মহত্যা, ধর্ষণ, খুন, ইভটিজিং, অ্যাসিড সন্ত্রাস, হত্যাসহ অন্যান্য অপরাধ প্রবণতা বেড়েই চলছে।

وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً

‘আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ’

(সূরা আল-ইসরা, ৩২)।

বন্ধু আমার! কেন ছালাত পড়ো না?

*-জাবির হোসেন**

বন্ধু আমার! তুমি কেন ছালাত আদায় করো না? তুমি কি সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাসী নও? তাহলে কেন সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে নাফরমানী করছ? তুমি কি জানো না যে, তোমার প্রতিপালক তোমার উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন? না কি তুমি জেনেও না জানার ভান করে থাকছ? অন্যকে অজুহাত পেশ করে ধোঁকা দিতে পারলেও তুমি কি নিজেকে ধোঁকা দিতে পারবে? পারবে কি তুমি সৃষ্টিকর্তাকে ধোঁকা দিতে? তবে কেন...?

বন্ধু আমার! এই বয়স তোমার আমোদ-ফুর্তি করার বয়স নয়। এই বয়স সম্পর্কে তোমাকে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে। তবে কেন তুমি...? রক্ত গরম আছে বলে...? তুমি কি দেখোনি, তোমার কত বন্ধু ছালাতহীন অবস্থায় মারা গেছে? তারপরও তুমি মত্ত আছো দুনিয়াবী ভোগ বিলাসিতায়?

বন্ধু আমার! মুআযযিন তোমাকে পাঁচ ওয়াক্ত ডাকে ছালাতের জন্য। কল্যাণের পথে আসার জন্য। সফলতার পথে আসার জন্য। দুনিয়াতে তুমি তো সাকসেস হতে চাও, তাই না? তাইতো তুমি উচ্চ শিক্ষিত হয়ে চাকরির জন্য প্রিপারেশন নাও। তুমি তো প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হতে চাও? তাইতো তুমি সময় ব্যয় করো ব্যবসাতে সফলতার জন্য। কিন্তু তুমি কি জানো, ছালাতহীন অবস্থায় দুনিয়াতে সফল হলেও আখিরাতে কখনই তুমি সফল হতে পারবে না? তবে কেন...?

বন্ধু আমার! আমি জানি তুমি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করো, সেই প্রতিষ্ঠানের মালিকের তুমি প্রশংসা করো। কিন্তু তুমি যদি তোমার কর্তব্য পালন না করো অথবা তোমার ডিউটিতে গাফলতি করো, তাহলে কি তোমাকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করতে হবে না? অনুরূপ তুমি সৃষ্টিকর্তার ভৃত্য। তোমার উপর দায়িত্ব হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করা। কিন্তু তুমি তবুও মুখ ফিরিয়ে থাকছ? তোমাকে কি প্রতিপালকের নিকট জবাবদিহি করতে হবে না? এ বিষয়ে কি কোনো সার্টিফিকেট পেয়েছ? নিশ্চয় না। তাহলে...?

বন্ধু আমার! তুমি তোমার শরীর সুস্থ রাখার জন্য, দৈনিক তিন বার বা তার বেশি আহার করো। তাতে তোমার দেহ সুস্থ থাকে। কই তুমি তো কোনো দিন খেতে অবহেলা বা উদাসীনতা দেখাও না? তবে তোমার কি আত্মার খোরাক নেই? হ্যাঁ, আছে! আত্মাকে সুস্থ রাখতে হলে তোমাকে অবশ্যই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতেই হবে। নতুবা তোমার সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়বে।

বন্ধু আমার! তুমি যে বাহানা পেশ করছ, তা শয়তানের ওয়াসওয়াসা, তা কি তুমি জানো না? তোমার প্রতিপালক শয়তানকে তোমার শত্রু বলেছেন *(আল-বাক্বারাহ, ২/২০৮)*। তারপরও তুমি শয়তানকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করছ? কীভাবে করতে পারো? তবে কি সৃষ্টিকর্তার বাণী তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?

বন্ধু আমার! তুমি বলছ ছালাত আদায় না করলেও আমার ঈমান ঠিক আছে। কিন্তু যেখানে ঈমান থাকার লক্ষণ হচ্ছে ছালাত, তখন তুমি কীভাবে এই কথা বলতে পারো? তুমি কী প্রিয় নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাদীছ শোনোনি? যেখানে তিনি বলেছেন, 'নিশ্চয়ই কোনো (মুমিন) ব্যক্তি আর মুশরিক ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য হলো ছালাত পরিত্যাগ করা'।[১] যে ঈমান তোমাকে তোমার প্রতিপালকের ডাকে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করাতে পারে না, সেই ঈমান নিয়ে তুমি কীভাবে জান্নাতে যেতে পারো?

বন্ধু আমার! তুমি বলছ, 'আমি পরে ছালাত আদায় করব'। তুমি কি গ্যারান্টি দিতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বেঁচে থাকার? যেখানে নিঃশ্বাসকে বিশ্বাস করা যায় না, সেখানে তুমি কীভাবে এ কথা বলতে পারো?

বন্ধু আমার! তুমি বলছ, 'ছালাত পড়ে কে কত বড়লোক হয়েছে'? কিন্তু বন্ধু! ছালাত তো কেউ দুনিয়াতে বড়লোক হওয়ার জন্য পড়ে না। অবশ্যই সে বড়লোক হবে পরকালে। যখন তোমাকে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করা হবে, তখন তুমি নিজেই বলবে যে, 'আমরা ছালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না' *(আল-মুদ্দাছছির, ৭৪/৪৩)*।

বন্ধু আমার! তুমি বলছ, 'এখন কাজের খুব চাপ, ঝামেলা শেষ হলেই শুরু করব'। বন্ধু আমার! পৃথিবীতে তুমি মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছ। তোমার প্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদান সংগ্রহের জন্য তোমাকে কাজ করতেই হবে। এই পৃথিবীতে ঝামেলা বা কাজ নেই এমন মানুষ নেই। যে যার জায়গায় সবাই ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার মাঝে তোমাকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ডাকে সাড়া দিতে হবে। তোমার ঝামেলা আছে, তাই তুমি সৃষ্টিকর্তার বিধানকে উপেক্ষা করবে, এমন তো হতে পারে না।

এই ঝামেলা বা কাজের ফাঁকে নির্ধারিত সময়ে তোমার জন্য তোমার প্রতিপালক যে ছালাতের বিধান দিয়েছেন, তা যেভাবেই হোক তোমাকে আদায় করতেই হবে। দুনিয়াবী কাজ কখনো আল্লাহর কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তুমি একটু গভীরভাবে চিন্তা করো, তাহলেই উপলব্ধি করতে পারবে!

* এম. এ. (অধ্যয়নরত), বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৯।

তুমি সবসময় কাজকে বলবে, ছালাত আছে। তুমি কখনোই ছালাতকে বলবে না যে, এখন কাজ আছে।

বন্ধু আমার! তুমি বলছ, 'এখন পড়াশোনা চলছে'। চাকরি পেলে তারপর ছালাত আদায় করব'। বন্ধু আমার! সামান্য চাকরির বা পড়াশোনার অজুহাতে তুমি এখন ছালাত আদায় করছ না। কিন্তু তুমি কি গ্যারেন্টি দিতে পারবে যে, তুমি চাকরি পাবেই? জীবনে যদি কোনো দিন চাকরি না পাও, তাহলে কি তুমি কোনো দিনই ছালাত আদায় করবে না? তোমাকে যেমন ছাত্রাবস্থায় ছালাত আদায় করতে হবে, ঠিক তেমনই চাকরিরত অবস্থায়ও ছালাত আদায় করতে হবে। এই অজুহাত শয়তানের ওয়াসওয়াসা মাত্র। কত চাকরিজীবীকে দেখেছি, যারা চাকরির আগে বলেছিল, চাকরি পেলে তবেই ছালাত আদায় করবে; কিন্তু না, তারা এখনো পর্যন্ত মাসজিদমুখী হতে পারেনি।

বন্ধু আমার! তুমি বলছ, 'কত লোক আছে কত গুনাহ করে, আমি তো শুধু ছালাত আদায় করি না মাত্র'। কিন্তু বন্ধু! অন্যের গুনাহের জন্য তোমাকেও গুনাহ করতে হবে, এমন তো কোনো কথা নেই। যে যেই পাপ করছে, সে সেই পাপের জন্য পরকালে শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিন্তু তাদের জন্য তোমার শাস্তি মাফ হবে না। তুমি আল্লাহকে এই অজুহাত দেখাতে পারবে না। তুমি কি জানো না, ছালাত ছেড়ে দেওয়া কাবীরা গুনাহ?[২] তবে কেন তুমি ছালাত ছেড়ে দিয়ে শাস্তির সম্মুখীন হতে যাচ্ছ? তুমি তাওবা করে এখনই ছালাত আদায় করতে আরম্ভ করো।

বন্ধু আমার! তুমি বলছ, 'যখন মুসলিম হয়ে জন্মেছি, একদিন না একদিন জান্নাতে তো যাবই'। বন্ধু আমার! তাওহীদপন্থী হলে তো একদিন সবাই জান্নাতে যাবে, কিন্তু যে যতটুকু অপরাধ করেছে, সেই অপরাধের শাস্তি পাওয়ার পর। তুমি দুনিয়ার আগুনে কয়েক মিনিট থাকতে পারবে? না। তাহলে তুমি কীভাবে ভাবতে পারলে যে, জাহান্নামের আগুনে তুমি থাকতে পারবে? যে জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের তুলনায় ঊনসত্তর গুণ বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন।[৩] তুমি জাহান্নামকে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারোনি। জাহান্নামের আগুনে আমাদের এক মাইক্রো সেকেন্ড থাকার ক্ষমতা নেই। তুমি যদি জাহান্নামকে চিনতে, তাহলে এ ধরনের কথা কখনই বলতে পারতে না। আর মুসলিম ঘরে জন্ম নিলে কোনো ব্যক্তি চিরকাল মুসলিম থাকবে এমন কোনো কথা নেই। তাহলে আদম আলাইহিস সালাম, যিনি তোমার-আমার আদিপিতা, তিনি তো মুসলিম ছিলেন। তাহলে তার ঘর থেকে অবিশ্বাসীরা এলো কীভাবে? তুমি ছালাত আদায় না করলে তোমার বিশ্বাসও দুর্বল হয়ে পড়বে, একসময় তুমি অবিশ্বাসী হয়ে পড়তে পারো। সেই ভয় কি তুমি করবে না?

বন্ধু আমার! তুমি বলছ, 'ও তো ছালাত আদায় করে, তবুও কত অন্যায় করে? আর আমি ছালাত আদায় না করেও সেই অন্যায়গুলো করি না। আমি তো ওর চেয়ে ভালো'। বন্ধু আমার! সে যদি গুনাহ করে, তার জন্য সে দায়ী। সে যদি ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে তাওবা করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু তাকে উদাহরণ পেশ করে তুমি যদি ছালাত আদায় না করো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে কি ক্ষমা করবেন? ছালাত আদায় করেও গুনাহ হতে পারে। ছালাতের মাধ্যমে তো আল্লাহ অনেক গুনাহ ক্ষমা করেন। তুমি যদি ছালাত আদায়কারী ও ছালাত অনাদায়কারীদের মধ্যে অপরাধের পরিসংখ্যান দেখ, তাহলে ছালাত আদায়কারীদের তুলনায় ছালাত অনাদায়কারীদের অপরাধের মাত্রা বেশি দেখতে পাবে। তাছাড়া মহান আল্লাহ বলেছেন, 'মুমিনরা সফলকাম হয়ে গেছে। যারা নিজেদের ছালাতে বিনয় নম্রতা অবলম্বন করে' *(আল-মুমিনূন, ১-২)*। তাছাড়া কিছু মানুষ ছালাত আদায় করেও জাহান্নামে যাবে, যারা লৌকিকতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করে।[৪]

তুমি তো নিজেই বলছ, অন্য কোনো অন্যায় করো না; ভালো কথা, খুব ভালো কথা। কিন্তু ছালাত আদায় না করাটা যে মহা অন্যায়, এটা কি তুমি জানো না? তাহলে এই মহা অন্যায়টি কেন করছ? আর অন্য অন্যায়গুলো যেমন করো না, ঠিক তেমনি এই অন্যায়টিও তুমি বাদ দাও। তুমি ছালাত আদায় করে দেখিয়ে দাও যে, কীভাবে ছালাত আদায় করে সব অন্যায় থেকে বিরত থাকা যায়। তুমি উদাহরণ হও।

তোমাকে দেখে যেন আরও পাঁচজন বলতে পারে, দেখো! তার মতো হও। সে ছালাত পড়ে, কিন্তু কোনো অন্যায় করে না। আর তোমরা ছালাত পড়েও কেন অন্যায় করো? তুমি মন্দ দৃষ্টান্তের অনুসরণ না করে নিজেই ভালো দৃষ্টান্ত হওয়ার চেষ্টা করো।

বন্ধু আমার! তুমি বলছ, 'আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ হলে সবাই একদিন জান্নাতে যাবে'। কিন্তু বন্ধু আমার! জেনে রেখো, মহান আল্লাহ ঢালাওভাবে সবার প্রতি অনুগ্রহ করবেন না। কাদের প্রতি তিনি অনুগ্রহ করবেন, সেই তালিকা পবিত্র কুরআনে আছে। 'আর তোমরা আনুগত্য

২. আব্দুল্লাহিল হাদী, একশত কাবীরা গুনাহ (প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ), পৃ. ৫।

৩. মুহাম্মাদ ইকবাল কীলানী, জাহান্নামের বর্ণনা (অনুবাদ: এইচ. এম আবু আকীব, প্রকাশনায়: আতিফা পাবলিকেশন্স), পৃ. ৮৭।

৪. সূরা আল-মাউন, ১০৭/৪-৭; সূরা আন-নিসা, ৪/১৪২।

www.al-itisam.com

করো আল্লাহর এবং রাসূলের, যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়' *(আলে ইমরান, ৩/১৩২)*। 'তোমরা ছালাত ক্বায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো, যেন তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও' *(আন-নূর, ৫৬)*। তাহলে বুঝতে পারছ যে, কাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়া বর্ষিত হবে। তাই অলীক স্বপ্ন দেখা ছেড়ে কুরআন ও হাদীছের অনুসরণে আমল করে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করো।

বন্ধু আমার! তোমাকে যখন বলি আযান হয়েছে, ছালাতের জন্য চলো। তখন তুমি বলো যে, 'কাপড় ঠিক নেই, তুমি যাও; এখন আমি যাব না'। বন্ধু আমার! তুমি বলছ, কাপড় ঠিক নেই। তার মানে তুমি বুঝাতে চাচ্ছ যে, তুমি অপবিত্র আছো। তুমি মুসলিম, তোমার শরীর ও পোশাক সারাদিন অপবিত্র থাকবে... ভাবতে পারা যায়! একজন মুসলিম সারাদিন অপবিত্র থাকতেই পারে না। তার মন থাকবে পবিত্র, তার শরীর থাকবে পবিত্র, তার পোশাক থাকবে পবিত্র। এটাই তো নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর শিক্ষা।

তোমার কাপড় ঠিক না থাকলেও, তোমার শরীর অপবিত্র থাকলেও তোমাকে পবিত্রতা অর্জন করে ছালাত আদায় করতে হবে। এই অজুহাতে ছালাত বাদ দেওয়া তোমার জন্য বৈধ নয়।

বন্ধু আমার! তুমি বলছ, 'ছালাত পড়ার সময় পাচ্ছি না'। বন্ধু আমার! ছালাত দিনে পাঁচবার আদায় করতে হয়। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ২৪ ঘণ্টা সময় দিয়েছেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খুব বেশি হলে এক ঘণ্টা ব্যয় হবে প্রতিপালকের স্মরণে। তোমার হাতে ২৩ ঘণ্টা থাকবে বিভিন্ন কাজের জন্য। তোমার হাতে এত সময় থাকার পরও বলছ যে, সময় নেই'। এটা কি যৌক্তিক কথা কখনো হতে পারে? নাকি ছালাত না পড়ার জন্য তুমি বাহানা পেশ করছ মাত্র। ভেবে দেখো, তুমি যে অবস্থাতেই থাকো না কেন, তোমাকে ছালাত আদায় করতেই হবে। জিহাদের ময়দানে, অসুস্থ থাকলে, সফরে থাকলেও ছালাত আদায় করতে হয়। কোনো পরিস্থিতির জন্য ছালাত মাফ নেই।[৫] আর তুমি বলছ, সময় পাচ্ছি না। বন্ধু আমার! তুমি বলছ, 'ছালাত পড়তে গিয়ে কোমরে ব্যথা করে, উঠা-বসা করতে পারো না। তাই কীভাবে ছালাত আদায় করি'। বন্ধু আমার! তোমার যেভাবে সুবিধা, তোমাকে সেভাবেই ছালাত আদায় করতে হবে। দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, কাত হয়ে, ইশারায়; যেভাবে পারবে সেভাবেই তোমাকে ছালাত আদায় করতে হবে। এমন অসুবিধা দেখিয়েও তোমার ছালাতে মুক্তি নেই।[৬]

বন্ধু আমার! তুমি বলছ, 'আমি তো গুনাহগার। আমার ছালাত আদায় করে লাভ কী'? বন্ধু আমার! আমরা গুনাহগার, এই জন্যই তো আমাদের ছালাত আদায় করা দরকার। পৃথিবীতে গুনাহমুক্ত মানুষ আছে কি? ছালাত আমাদেরকে গুনাহ থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করবে। ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের গুনাহ মাফ করবেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেছেন, 'তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব আবৃতি করো এবং ছালাত প্রতিষ্ঠা করো। নিশ্চয়ই ছালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা জানেন' *(আল-আনকাবূত, ২৯/৪৫)*।

আর জেনে রেখো, এটিও একটি অজুহাত মাত্র। গুনাহের কারণে যদি তুমি ছালাত আদায় না করো, তাহলে দু'দিন পর তুমি বলতেও পারো, আমি মুসলিম থাকব না। কারণ আমি তো গুনাহগার। তখন কি এই যুক্তি মানা যাবে? তোমার অসুখ হলে তুমি কি বলবে আগে সুস্থ হই তারপর ওষুধ খাব? নাকি তুমি আগে ওষুধ খেয়ে তারপর সুস্থ হওয়ার আশা করবে? একইভাবে গুনাহ থাকলেও আগে ছালাত আদায় করে তোমাকে গুনাহমুক্ত হবার ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই তুমি সফলতা লাভ করতে পারবে।

বন্ধু আমার! তুমি বলছ, 'শুধু ছালাত আদায় করে কি জান্নাতে যাওয়া যায়?' বন্ধু আমার! শুধু ছালাত দিয়ে জান্নাতে যাওয়া সম্ভব না। কিন্তু এটাও তুমি জেনে রেখো যে, ছালাত বাদ দিয়েও জান্নাতে যাওয়া সম্ভব নয়। যেমনভাবে বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যে কম্পলসারি পেপারগুলো থাকে, সেগুলো যদি তুমি পাশ না করতে পারো, তাহলে অন্য পেপারগুলোতে শতভাগ নাম্বার পেলেও তুমি উত্তীর্ণ হতে পারবে না।

একইভাবে ছালাতে তুমি যদি উত্তীর্ণ না হতে পারো, তাহলে তোমার অন্য কোনো আমল কাজে আসবে না।[৭] বন্ধু আমার! এগুলো তো তোমার কথার কথা। এই কথাগুলো বলে আমাদের মুখ স্তব্ধ করে দিতে পারো। কিন্তু তুমি কি কখনো সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে পেরে উঠতে পারবে?

বন্ধু আমার! এটা তোমার বোকামি। এখনো সময় আছে। ফিরে এসো তোমার প্রতিপালকের পথে। ছালাতের মধ্য দিয়ে গুনাহ থেকে নিজের শরীর পবিত্র করো। দমবন্ধ হয়ে গেলেই কিন্তু সব শেষ!

বন্ধু আমার! তোমাকে ছালাতের কয়েকটি ফযীলতসংক্রান্ত হাদীছ শোনাই-

(১) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এরশাদ করেন, 'বান্দা যখন ছালাতে দণ্ডায়মান হয়, তখন তার গুনাহসমূহ হাযির করা হয়। অতঃপর তা তার মাথায় ও দুই স্কন্ধে রেখে দেওয়া হয়।

৫. আবু তাহের মিছবাহ, ইসলামকে জানতে হলে (প্রকাশনায়: দারুল কলম), পৃ. ৯৮-৯৯।
৬. আব্দুল হামীদ মাদানী, ক্বলাতে মুবাশশির (প্রকাশনায়: তাওহীদ প্রকাশনী- বর্ধমান), পৃ. ১০।
৭. প্রাগুক্ত।

এরপর সে ব্যক্তি যখন রুকূ' বা সিজদায় গমন করে, তখন গুনাহসমূহ ঝরে পড়ে'।[৮]

(২) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা বলতে শুনেছেন, 'আচ্ছা তোমরা বলো তো, যদি কারোর বাড়ির দরজার সামনে একটি নদী থাকে, যাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার করে গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোনো ময়লা অবশিষ্ট থাকবে কি? ছাহাবীগণ বললেন, না, কোনো ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের উদাহরণও সেইরূপ। এর দ্বারা আল্লাহ পাপরাশি নিশ্চিহ্ন করে দেন।[৯]

(৩) আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, এক জুম'আহ থেকে পরবর্তী জুম'আহ পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী সময়ে যেসব পাপ সংঘটিত হয়, সেসবের মোচনকারী হয়। এই শর্তে যে, যদি কাবীরা গুনাহে লিপ্ত না হয়।[১০]

(৪) উবাদাহ ইবনে ছামেত রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত যেগুলোকে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের উপরে ফরয করেছেন, যে ব্যক্তি এগুলোর জন্য সুন্দরভাবে ওযূ করবে, ওয়াক্ত মোতাবেক ছালাত আদায় করবে, রুকূ ও খুশূ'-খুযূ' পূর্ণ করবে, তাকে ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর অঙ্গীকার রয়েছে। আর যে ব্যক্তি এগুলো করবে না, তার জন্য আল্লাহর কোনো অঙ্গীকার নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা

করতে পারেন, ইচ্ছা করলে আযাব দিতে পারেন'।[১১]

বন্ধু আমা তোমার জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি যে, কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করার পরই ইসলামে ছালাতের স্থান। ছালাত একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা সাত বছর বয়স থেকেই আদায়ের অভ্যাস করতে হয়। মুমিনের জন্য সর্বাবস্থায় পালনীয় ফরয হলো ছালাত, যা অন্য ইবাদতের বেলায় হয়নি। ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার ছালাতের। ছালাতের হিসাব সঠিক হলে, তার সমস্ত আমল সঠিক হবে। আর ছালাতের হিসাবে বেঠিক হলে, তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে। মৃত্যুকালে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সর্বশেষ অছিয়ত ছিল ছালাত ও নারী জাতি সম্পর্কে। জাহান্নামী ব্যক্তির লক্ষণ এই যে, সে ছালাত বিনষ্ট করে এবং প্রবৃত্তির পূজারী হয়। মুমিন ও কাফের-মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হলো ছালাত।[১২]

বন্ধু আমার! সবশেষে তোমাকে আহ্বান করি, তুমি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আজ থেকে শুরু করে দাও। এটাই তোমার জন্য সফলতার মানদণ্ড। তুমি ছালাতহীন অবস্থায় মারা গেলে তোমার জন্য জাহান্নাম অপেক্ষা করছে। যে জাহান্নামে তুমি থাকতে পারবে না। আল্লাহ তোমাকে জাহান্নাম থেকে হিফাযত করুন। ছালাত আদায় করে তুমি মুত্তাক্বীদের দলভুক্ত হও। আর মুত্তাক্বীদের জন্যই তো রয়েছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে জান্নাতের সুসংবাদ

(আল-হিজর, ১৫/ ৪৫)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم يَقُولُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا ، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ . قَالُوا لاَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا . قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، يَمْحُو اللهُ بِهَا الْخَطَايَا

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন, 'বলতো যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার দেহে কোন ময়লা থাকতে পারে? তারা বললেন, তার দেহে কোনোরূপ ময়লা অবশিষ্ট থাকতে পারে না। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা (বান্দার) গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন' (ছহীহ বুখারী, হা/৫২৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৫৪)।

৮. সিলসিলা ছাহীহা, হা/১৩৯৮।
৯. ছহীহ বুখারী, হা/৫২৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৬৭; মিশকাত, হা/৫৬৫।
১০. ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৩; মিশকাত, হা/৫৬৪।
১১. আহমাদ, হা/২২৭০৪; আবুদাঊদ, হা/৪২৫; মুওয়াত্ত্বা মালেক, হা/১৪; নাসাঈ, হা/৪৬১; মিশকাত, হা/৫৭০।
১২. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ছালাতুর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (প্রকাশনায়: হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), পৃ. ৩০-৩২।

www.al-itisam.com

রাবী পরিচিতি-৪ : লূত ইবনে ইয়াহইয়া

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

ভূমিকা : হাদীছের বিশুদ্ধতা বা দুর্বলতা সম্পর্কে জানতে হলে সেই হাদীছের রাবীদের সম্পর্কে জ্ঞান রাখা যরূরী। কারণ কিছু রাবী রয়েছেন, যাদের কাজই নিজ দল বা মতকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে মনগড়া হাদীছ হাদীছ রচনা করেছেন। নিচে এমনই একজন রাবী 'লূত ইবনে ইয়াহ্ইয়া', সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো-

নাম : লূত ইবনে ইয়াহ্ইয়া আল-কূফী আল-আযদী আবূ মিখনাফ।[১] তার পুরো নাম হলো-

لُوْطُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُخْنَفِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَوْفِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ ذُهْلِ بْنِ مَازِنٍ.

'লূত ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে মিখনাফ ইবনে সুলায়মান ইবনে হারেছ ইবনে 'আওফ ইবনে ছা'লাবা ইবনে আমের ইবনে যুহ্ল ইবনে মাযেন'।[২]

পরিচয় : তার সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। তার কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় মাত্র। তিনি একজন শী'আ ছিলেন।[৩] তিনি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ছাত্র ছিলেন বলে অনেকে উল্লেখ করেছেন। তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ, ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৪]

তার সম্পর্কে ইমামদের বক্তব্য :

১. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২৩৩ হি.) বলেছেন, لَيْسَ بِثِقَةٍ 'আবূ মিখনাফ নির্ভরযোগ্য নন'।[৫]

২. ইমাম আবূ হাতেম আর-রাযী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩২৭ হি.) বলেছেন, لُوْطُ بْنُ يَحْيَى أَبُوْ مُخْنَفٍ مَتْرُوْكُ الْحَدِيْثِ 'লূত ইবনে ইয়াহ্ইয়া আবূ মিখনাফ একজন মাতরূকুল হাদীছ রাবী'।[৬]

৩. ইমাম ইবনু 'আদী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৩৬৫ হি.) বলেছেন, 'তিনি কট্টর শী'আ এবং শী'আদের ঐতিহাসিক ছিলেন'।[৭]

৪. ইমাম কিওয়ামুস সুন্নাহ আল-ইছফাহানী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৩৫ হি.) বলেছেন, 'আবূ মিখনাফ প্রমুখ রাফেযীরা যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলো নির্ভরযোগ্য নয়'।[৮]

৫. ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৫৯৭ হি.) বলেছেন,

لُوْطُ بْنُ يَحْيَى أَبُوْ مُخْنَفٍ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ مَرَّةً لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيْثِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ ضَعِيْفٌ

'লূত ইবনে ইয়াহ্ইয়া আবূ মিখনাফ সম্পর্কে ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন বলেছেন যে, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আরেকবার তিনি বলেছেন যে, তার বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা খুবই কম। আবূ হাতেম আর-রাযী তাকে মাতরূকুল হাদীছ বলেছেন। দারাকুত্বনী তাকে যঈফ বলেছেন'।[৯] তিনি অন্যত্র তাকে মহামিথ্যুক বলেছেন।[১০]

৬. ইবনু তায়মিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) তাকে 'প্রসিদ্ধ কাযযাব (মিথ্যাবাদী)' বলেছেন।[১১]

৭. হাফেয যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৪৮ হি.) তাকে অনির্ভরযোগ্য এবং মাতরূক রাবী বলেছেন।[১২]

৮. ইবনে আররাক রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৯৬৩ হি.) বলেছেন, লূত ইবনে ইয়াহ্ইয়া আবূ মিখনাফ কাযযাব এবং মাতরূক রাবী।[১৩]

৯. আলবানী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৯৯৯ ইং) বলেছেন, لُوْطُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ أَخْبَارِيٌّ هَالِكٌ 'লূত ইবনে ইয়াহ্ইয়া একজন ধ্বংসপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক'।[১৪]

সুতরাং এই কাযযাবের সকল বর্ণনা বাতিল এবং মনগড়া হিসাবে বিবেচিত হবে।

মৃত্যু : তিনি ১৫৭ হিজরীতে মারা যান।

একটি উদাহরণ : ইয়াযীদ ইবনে মু'আবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে তার একটি বহুল প্রচলিত মিথ্যা বর্ণনা নিম্নরূপ, যা ইমাম ত্ববারী রাহিমাহুল্লাহ তার গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন,

قَالَ لُوْطٌ وَاللهِ إِنَّهُ لَيَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَإِنَّهُ لَيَسْكَرُ حَتَّى يَدَعَ الصَّلَاةَ.

লূত বলেছেন, 'আল্লাহর কসম! ইয়াযীদ মদ পান করতেন এবং তিনি মাতাল হয়ে যেতেন। এমনকি তিনি (মাতাল হয়ে) ছালাতও ছেড়ে দিতেন'।[১৫] এটি জাল বর্ণনা।

উপসংহার : আমরা বর্ণনাকারী লূতের ব্যাপারে ইমামদের মন্তব্য অবগত হয়েছি। সুতরাং তার মতো মিথ্যুক বর্ণনাকারীর বর্ণনার ভিত্তিতে ইয়াযীদকে মদপানকারী এবং ছালাত বর্জনকারী বলা কোনোভাবেই উচিত নয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন।

---

১. দারাকুত্বনী, আয-যু'আফা ওয়াল মাতরূকূন, রাবী নং ৪৫০।
২. মু'জামুল উদাবা, রাবী নং ৯২৬।
৩. ইবনু সা'দ, আত্ব-ত্ববাক্বাতুল কুবরা, হা/৪৩০, ১/৪৩৭।
৪. মু'জামুল উদাবা, রাবী নং ৯২৬।
৫. তারীখু ইবনে মাঈন, দূরীর বর্ণনা রাবী নং ১৭৮০।
৬. ইবনু আবী হাতিম, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল, রাবী নং ১৪২২।
৭. ইবনু আদী, আল-কামিল ফী যু'আফাইর রিজাল, ৭/২৪১।
৮. কিওয়ামুস সুন্নাহ, আল-হুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ, ২/৫৬৮।
৯. ইবনুল জাওযী, আয-যু'আফা ওয়াল মাতরূকূন, রাবী নং ২৮১৩।
১০. ইবনুল জাওযী, আল-মাওযূ'আত, ১/৪০৬।
১১. মিনহাজুস সুন্নাহ, ৫/৮১।
১২. মীযানুল ই'তিদাল, ৩/৪১৯।
১৩. তানযীহুশ শারী'আহ, ১/৯৮।
১৪. ইরওয়াউল গলীল, হা/২৪৬৭।
১৫. তারীখুত ত্ববারী, ৫/৪৮০, ৪৮১।

মুসলিম পরিবার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

-মূল : শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছলেহ আল-উছায়মীন
*অনুবাদ : ড. আব্দুল্লাহিল কাফী**

(শেষ পর্ব)

প্রশ্ন : শায়খ! আপনার হাতের লেখা একটি জবাব পড়েছি। সেখানে আপনি বলেছেন, নারীরা মাহরাম পুরুষদের সামনে মুখ, মাথা, ঘাড়, হাতের দুই কব্জি এবং বাহু, দুই পা, পায়ের নলা খোলা রাখতে পারবে। দেহের বাকি অংশ তাদের সামনে আবৃত করবে। শায়খ! আপনি কি এ ফতওয়া সাধারণভাবে কোনো প্রকার শর্তারোপ ছাড়াই দিয়েছেন? কারণ, আমরা জানি, আপনি কোনো অবস্থাতেই নারী এবং শিশুদের পোশাক খাটো হওয়াকে বৈধ বলে মনে করেন না। বিষয়টি পরিষ্কার করলে উপকৃত হব।

উত্তর : আমরা যখন বলব, এটি খোলা রাখা বৈধ- এর অর্থ এই নয় যে, তারা এর উপর ভিত্তি করে তাদের পোশাক বানাবে; বরং এ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোনো নারী যদি তার পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পোশাক পরে থাকে, অতঃপর কোনো কারণবশত তার পোশাক হাঁটু পর্যন্ত উঠে যায়, তাহলে মাহরাম পুরুষ এবং নারীরা ছাড়া অন্য কেউ না দেখলে তার কোনো গুনাহ হবে না।

মাহরাম পুরুষ এবং অন্য নারীদের সামনে খাটো পোশাক পরা যদি জায়েযও মনে করা হয়, তবুও আমরা তা থেকে নিষেধ এবং সতর্ক করি। কারণ, আমরা জানি, এটিকে বৈধ বলে ফতওয়া দিলে পরবর্তীতে অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাবে, যেমনটি অন্যান্য বিষয়ে হয়ে থাকে। মানুষ প্রথম অবস্থায় যতটুকু বৈধ, ততটুকুই করে, কিন্তু আস্তে আস্তে সীমা অতিক্রম করে এবং সুস্পষ্ট হারামের দিকে চলে যায়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর বাণী, 'কোনো নারী অন্য নারীর লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না'-এর অর্থ এই নয় যে, অন্য নারীদের সামনে শুধু নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকলেই চলবে। কোনো বিদ্বান এ কথা বলতে পারেন না; বরং এর অর্থ হলো, নারীর পুরো শরীরে পোশাক থাকা সত্ত্বেও যদি কোনো কারণবশত তার বুক অথবা পায়ের নলা বের হয়ে যায়, তাহলে অন্য নারীদের সে দিকে দেখতে কোন বাধা নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাচ্চাকে দুধ পান করানোর সময় কোনো নারীর যদি স্তন বের হয়ে যায়, তাহলে আমরা অন্য নারীদেরকে বলতে পারব না, তোমাদের ঐ দিকে তাকানো হারাম। কেননা অন্য নারীদের ক্ষেত্রে স্তন লজ্জাস্থানের (عورة) অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু কোনো নারী যদি বলে, আমি শুধু পায়জামা পরে থাকব, তাহলে বলব, এটি বৈধ নয় এবং কেউ এটিকে বৈধ বলতে পারেন না। শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া উল্লেখ করেছেন, বাড়িতে অবস্থানকালে নারী ছাহাবীদের পোশাক ছিল হাতের কব্জি থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত। আর বাইরে বের হলে তার থেকে লম্বা পোশাক পরিধান করতেন, যা উম্মে সালামাহ রাযিয়াল্লা-হু 'আনহা -এর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এক হাত পরিমাণ লম্বা করার অনুমতি দিয়েছেন, যাতে চলাচলের সময় পা বের না হয়ে যায়।

প্রশ্ন : কোনো কোনো শিক্ষিকা বা ছাত্রী স্কুলে যাওয়ার জন্য যখন বাসে বা গাড়িতে উঠে, তখন তাদের মুখ খোলা রাখে। তাদের যুক্তি হলো, গাড়ির ভিতরে থাকা অবস্থায় কেউ তাদেরকে দেখতে পায় না। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানিয়ে বাধিত করবেন। যে ড্রাইভার তাদেরকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে, তার ব্যাপারেই বা কী বলবেন?

উত্তর : শিক্ষিকা হোক বা ছাত্রী হোক, গাড়িতে চড়ুক বা পায়ে হেঁটে চলুক, কোনো নারীর জন্য পরপুরুষের সামনে মুখ খোলা রাখা বৈধ নয়; বরং হারাম। কিন্তু গাড়িতে থাকা অবস্থায় তাদেরকে যদি কাচের ভিতর দিয়ে বাইরে থেকে দেখা না যায় এবং ড্রাইভার ও তাদের মাঝে পর্দা থাকে, তাহলে মুখ খোলা রাখতে কোনো বাধা নেই। কেননা পুরুষশূন্য ঘরে থাকার মতোই তাদের অবস্থা। তবে বাইরে থেকে যদি তাদেরকে দেখা যায় অথবা ড্রাইভার এবং তাদের মাঝে পর্দা না থাকে, তাহলে মুখ খোলা রাখা বৈধ নয়। কারণ, ড্রাইভার বা অন্য পরপুরুষ তাদেরকে দেখে ফেলতে পারে।

ড্রাইভারের বিষয়ে বলব, তার উপার্জন হারাম নয়। কেননা ঐ মহিলারা তাদের মুখ খোলা রাখার জন্য তার গাড়ি ভাড়া করেনি; বরং স্কুলে যাওয়ার জন্য তারা গাড়ি ভাড়া করেছে। তবে ড্রাইভারের উচিত, তাদেরকে মুখ ঢাকার জন্য অনুরোধ করা। যদি তারা না শোনে, তাহলে কাপড় দিয়ে হোক অথবা অস্বচ্ছ কাচ দিয়ে হোক তার এবং মহিলাদের মাঝে পর্দা করে দিবে। আশা করা যায়, এভাবেই ফিতনার আশঙ্কা দূর হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : নারীদের সালামের জবাব দেওয়ার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী? নারীরা কি পুরুষদেরকে সালাম দিতে পারবে? এক্ষেত্রে কম বয়সী এবং বেশি বয়সী নারীদের মাঝে কি পার্থক্য করা যাবে? কারণ, বয়স্ক নারীদের ক্ষেত্রে ফিতনার আশঙ্কা

*পিএইচডি, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

থাকে না। বয়স্ক নারীদের সাথে মুছাফাহা করা এবং তাদের মাথায় চুমু দেয়ার হুকুমই বা কী?

উত্তর : নারী-পুরুষ পরস্পরকে সালাম দিবে না। কেননা এতে ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে। তবে ফোনে কথা বলার সময় প্রয়োজন অনুপাতে সালাম দিতে পারে, অথবা ঐ নারী যদি তার পরিচিত কেউ হয়, তাহলেও সালাম দিতে কোনো অসুবিধা নেই। পক্ষান্তরে বাজারে কোনো অপরিচিত নারীর সাথে দেখা হলে তাকে সালাম দিবে না। কেননা এতে ভয়ানক ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে।

মাহরাম পুরুষগণ নারীদের মাথায় এবং কপালে চুমু দিতে পারে। এমনকি পিতা তার কন্যার গালেও চুমু দিতে পারবে। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা যখন অসুস্থ ছিলেন, তখন আবুবকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু তাকে দেখতে যেয়ে তার গালে চুমু দিয়েছিলেন। তবে কন্যা ছাড়া অন্য কেউ হলে শুধুমাত্র মাথায় এবং কপালে চুমু দিবে।

পরপুরুষের সাথে নারীদের মুছাফাহা করা হারাম। কারণ, তাদেরকে দেখার থেকে তাদের সাথে মুছাফাহা করাতে বেশি ফিতনা হবে। তবে মাহরাম পুরুষগণ বয়স্ক নারীদের মাথায় চুমু দিলে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু পরপুরুষদের জন্য অনুমতি নেই।

প্রশ্ন : সৎমায়ের মাথায় কি চুমু দেওয়া যায়?

উত্তর : হ্যাঁ, যাবে। কারণ, তিনি মাহরামদের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন : সৎকন্যার সাথে কি মুছাফাহা করা যাবে?

উত্তর : যদি তার মায়ের সাথে সহবাস হয়ে থাকে এবং ফিতনা থেকে নিরাপদে থাকতে পারে, তাহলে মুছাফাহা করতে কোনো বাধা নেই।

প্রশ্ন : যদি তার মায়ের সাথে সহবাসই না হয়ে থাকে, তাহলে সে কোথা থেকে আসল?

উত্তর : এই নারীর অন্য একজনের সাথে বিবাহ হয়ে একটি কন্যা সন্তান হয়েছিল। পরে তার স্বামী তাকে তালাক দিলে এই ব্যক্তি তাকে বিবাহ করে। এমতাবস্থায় তার সাথে সহবাস না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যক্তি তার আগের পক্ষের কন্যার মাহরাম সাব্যস্ত হবে না।

প্রশ্ন : সচরাচর কোনো কোনো নারীকে দেখা যায়, তারা তাদের শরীরের এবং উরুর চুল পরিষ্কার করার জন্য অন্য নারীকে বাড়িতে নিয়ে আসে। এক্ষণে প্রশ্ন হলো, একজন নারী কি অন্য নারীর উরুর দিকে তাকাতে পারে? এ কাজটি কি নারীদের জন্য খুব যরূরী?

উত্তর : না, এটি নারীদের জন্য যরূরী নয়; বরং উরু এবং পায়ের নলার চুল পরিষ্কার করার বিষয়টি বিতর্কিত। কারণ, চুল আল্লাহর সৃষ্টি। আর তার অনুমতি ছাড়া তার সৃষ্টিকে বিকৃত করা শয়তানের অনুপ্রেরণার ফলশ্রুতি। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ 'আর অবশ্যই তাদেরকে নির্দেশ দিব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে' *(আন-নিসা, ৪/১১৯)*। চুল আল্লাহর সৃষ্টি। অতএব, তিনি যে চুল কাটার অনুমতি দিয়েছেন, শুধুমাত্র সে চুলই কাটা যাবে। যেমন, নাভির নিচের চুল, বগলের চুল, পুরুষের গোঁফ। পক্ষান্তরে যে চুল কাটার অনুমতি দেননি, সে চুল কাটা যাবে না। যেমন- উরু বা পায়ের নলার চুল। তবে নারীদের পায়ের নলার চুল যদি পুরুষদের মতো বেশি ঘন থাকে, তাহলে সে চুল পরিষ্কারে কোনো বাধা নেই। আর উরুর চুল যদি ঘন থাকে, তাহলে নারীকে নিজে নিজেই তা পরিষ্কার করতে হবে। এক্ষেত্রে অন্য নারীর সহযোগিতা নেওয়া যাবে না। আর বর্তমান যুগে অন্যের সহযোগিতার তো প্রয়োজনই নেই; বরং অনেক পদার্থ রয়েছে, যার মাধ্যমে খুব সহজেই চুল পরিষ্কার করা যায়। তবে এক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া অপরিহার্য।

প্রশ্ন : যে নারী পর্দার ক্ষেত্রে অবহেলা করে, তার পরিণতি কী হবে? সে কি পরকালে আগুনে পুড়বে?

উত্তর : সৎকর্ম দ্বারা মোচন হয় না, এমন পাপ করে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়েছে, সে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। সে যদি শিরক বা কুফরী করে, তাহলে তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত। মহান আল্লাহ বলেন,إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ 'নিশ্চয়ই কেউ আল্লাহর সাথে শিরক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত অবশ্যই হারাম করে দিয়েছেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই' *(আল-মায়েদাহ, ৫/৭২)*। তিনি আরও বলেন,إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে শিরককারীকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন' *(আন-নিসা, ৪/৪৮)*। তবে শিরক ছাড়া অন্যান্য পাপ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন। তিনি চাইলে শাস্তি দিতে পারেন। আবার ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

নারীদের উপর আবশ্যকীয় হলো, পরপুরুষের সামনে পুরো শরীর আবৃত করে পরিপূর্ণ পর্দা করা। মহান আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রী-কন্যা ও মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের

উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে, ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না' *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৯)*।

আয়াতে বর্ণিত جلباب হচ্ছে, এক ধরনের লম্বা বিশেষ চাদর, যা সমস্ত শরীরকে আবৃত করে। মহান আল্লাহ তার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে নির্দেশ দিচ্ছেন, তিনি যেন তার স্ত্রী-কন্যা ও মুমিন নারীদেরকে চাদর দিয়ে তাদের দেহ আবৃত করতে বলেন, যাতে তাদের গলা ও মুখমণ্ডলও ঢেকে যায়। পবিত্র কুরআন, ছহীহ সুন্নাহ এবং বিশুদ্ধ রায় দ্বারা প্রমাণিত যে, পরপুরুষের সামনে নারীদের মুখ ঢেকে রাখা ওয়াজিব। যদি নারীদের উপর মাথা ও দুই পা ঢাকা আবশ্যকীয় হয়ে থাকে এবং ভিতরের সাজসজ্জা প্রকাশ পাওয়ার আশঙ্কায় জোরে পা ফেলতে নিষেধ করা হয়, তাহলে মুখ ঢাকার আবশ্যকীয়তা আরও বেশি তীব্রতর। এ ব্যাপারে কোনো বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বিমত পোষণ করবেন না। কারণ, মাথার চুল বা পায়ের নখ দেখা গেলে যে ফিতনা সৃষ্টি হয়, মুখ দেখা গেলে তার থেকে বহুগুণ বেশি ফিতনা হয়। কোনো মুমিন জ্ঞানী ব্যক্তি যদি শরী'আতের আহকাম, হিকমত ও তাৎপর্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেন, তাহলে তার নিকট স্পষ্ট হবে যে, শরী'আত কখনই নারীদের মাথা, ঘাড়, হাতের বাহু, পা, পায়ের নলা ঢাকাকে বাধ্যতামূলক করে তাদের হাতের কব্জি, সুন্দর মুখমণ্ডল খোলা রাখাকে বৈধ করতে পারে না; বরং এটি হিকমত পরিপন্থী।

যে ব্যক্তি মুসলিম সমাজের বাস্তব চিত্র পর্যবেক্ষণ করবে, যেখানে নারীদের মুখ ঢাকার বিষয়ে শিথিলতার কারণে নারীরা পর্যায়ক্রমে তাদের মাথা, ঘাড়, গলা, বাহু ইত্যাদি প্রকাশ করে বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার নিকট স্পষ্ট হবে যে, নারীদের মুখমণ্ডল ঢাকাই হচ্ছে বিচক্ষণতার দাবি। মুসলিম নারীদের উচিত, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা এবং পরপুরুষের সামনে পুরো শরীর আবৃত করে ফিতনা থেকে নিরাপদে থাকা।

প্রশ্ন : নারীরা যখন চিকিৎসার জন্য পুরুষ ডাক্তারের কাছে যেতে বাধ্য হয়, তখন ডাক্তারের সামনে শরীরের কিছু অংশ বের করা যরূরী হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে শরী'আতের হুকুম জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : নারী ডাক্তার না থাকলে পুরুষ ডাক্তারের কাছে যেতে কোনো বাধা নেই। এমনকি ডাক্তার শরীরের যেসব অঙ্গ দেখার প্রয়োজন মনে করবেন, সেসব অঙ্গ দেখাতেও কোনো সমস্যা নেই। তবে শর্ত হলো, নারীর সাথে তার মাহরাম থাকতে হবে, কোনো অবস্থাতেই ডাক্তারের সাথে একাকী থাকা যাবে না। কারণ, পুরুষ-নারীর নিভৃতে অবস্থান করা হারাম। শুধুমাত্র প্রয়োজনের জন্য পুরুষ ডাক্তারের কাছে যাওয়া বৈধ বলে ফতওয়া দিচ্ছি। খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরামের মতে, সরাসরি হারাম না হওয়ায় এটি বৈধ হবে। এটি হারাম কাজে পতিত হওয়ার অসীলা বা মাধ্যম। আর হারামের অসীলা হওয়ার কারণে যে কাজকে হারাম বলা হয়, তা প্রয়োজনে করা যেতে পারে।

প্রশ্ন : যরূরী প্রয়োজনে কোনো নারী যদি পরপুরুষের সামনে মুখ খোলা রাখে, যেমন- প্রতিবেশীর স্ত্রী যদি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যায় এবং ঐ সময় তার স্বামী বা অন্য কোনো মাহরাম পুরুষ অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তার হুকুম কী হবে?

উত্তর : নিঃসন্দেহে নারীদের সাথে একত্রিত হওয়া এবং তাদের সাথে মুছাফাহা করা পুরুষদের জন্য হারাম। আর নারী-পুরুষ নিভৃতে অবস্থান করা আরও গর্হিত অন্যায়। কিন্তু যরূরী প্রয়োজন হলে তার হুকুম ভিন্ন। মহান আল্লাহ বলেন, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ 'যা তোমাদের জন্য তিনি হারাম করেছেন, তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের জন্য বিবৃত করেছেন, তবে তোমরা নিরুপায় হলে তা স্বতন্ত্র' *(আল-আন'আম, ৬/১১৯)*। অতএব, প্রতিবেশীর স্ত্রীকে ডাক্তারের কাছে নেওয়ার জন্য যদি তার সাথে কথা বলতে এবং তার বাড়িতে যেতে বাধ্য হয়, তাহলে অসুবিধা নেই। তবে ফিতনা থেকে দূরে থাকতে হবে। এ কারণে সে যদি তার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে যায়, তাহলে নির্জনতা দূর হয়ে যাবে এবং ফিতনার আশঙ্কাও থাকবে না।

প্রশ্ন : অন্ধ শিক্ষক কি স্কুলে মেয়েদের ক্লাস নিতে পারবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : অন্ধ শিক্ষক পাঠদানের উদ্দেশ্যে মেয়েদের ক্লাসে যেতে পারে। কারণ, ফিতনার আশঙ্কা না থাকলে নারীরা পুরুষদের দিকে তাকাতে পারে। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফাতেমা বিনতে ক্বায়েস রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে বলেন, 'তুমি ইবনে উম্মে মাকতূমের বাড়িতে ইদ্দত পালন করো। কেননা সে একজন অন্ধ মানুষ। সেখানে প্রয়োজনবোধে তুমি তোমার পরিধানের পোশাক খুলে রাখতে পারবে'।[১] এমনিভাবে হাবাশীরা যখন মসজিদে খেলছিল, তখন রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে তাদের দিকে তাকাতে অনুমতি দিয়েছিলেন। তবে ফিতনার আশঙ্কা থাকলে, যেমন- অন্ধ শিক্ষক যদি ছাত্রীদের কণ্ঠস্বর উপভোগ করে, অথবা তাদের কাউকে নিকটে এনে তার হাত ধরে, তাহলে বৈধ হবে না। এ হুকুম পুরুষদের দিকে তাকানো হারাম বলে নয়; বরং ফিতনা থেকে নিরাপদে থাকার জন্য।

১. মুসলিম, হা/১৪৮০।

ব্যভিচার : সম্মতি ⇔ অসম্মতি : ধর্ষণ

-মাহমূদুর রহমান*

ধর্ষণ! ইদানিং এই শব্দটি আমাদের নিকট খুব পরিচিতি পেয়েছে। ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ এমনকি দৈনিক পত্রিকার হেডলাইনসহ যত অনলাইন-অফলাইন মিডিয়া আছে, সব জায়গায় ধর্ষণ নিয়ে একটা শিরোনাম দেখতেই পাবেন। দীর্ঘ ২০০ বছরের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে যে অশ্লীলতার নীল নকশা এঁকে দিয়ে গেছে সাদা চামরার ফিরিঙ্গিরা, আজ জাতি তারই ফল ভোগ করছে। শুধু কি তাই! চলে যাওয়ার পরও তারা ক্ষান্ত হয়নি। ওখানে বসেই ছড়িয়ে দিয়েছে অশ্লীলতার নীল জাল। সেই জালে ফেঁসে যাচ্ছে শিশু-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী, ছোট-বড় অনেকেই। নিজের সম্ভ্রম বিকিয়ে দিচ্ছে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। অথবা কোনো নরপিশাচ এসে হানা দিয়ে যাচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ সতীত্বকে।

আপনার স্বজাতির সম্ভ্রম নষ্ট হয়েছে এক নরপিশাচের হাতে, তারই ক্ষোভে আপনি অর্ধনগ্ন হয়ে রাস্তায় নেমেছেন। ঠিক এ সময়ই আরেকজন বিকৃতমনা মানুষ চোখ দিয়ে আপনাকে অনবরত ধর্ষণ করে যাচ্ছে। সেদিকে আপনার ভ্রুক্ষেপও নেই। আপনার চলাফেরা হবে পশ্চিমাদের মতো আর বিচার চাইবেন ইসলামী শরী'আহ অনুযায়ী! ব্যাপারটা রীতিমতোই হাস্যকর। তাই প্রথমে আমাদের নিজেদের চালচলন, মন-মানসিকতা ঠিক করতে হবে।

দুটি দল : একেকটা ধর্ষণের পর মানুষ দুটি দলে ভাগ হয়ে যায়। তাদের বক্তব্য থাকে ভিন্নরূপের। চলুন, একটু দেখে আসি দুটি দলকে।

১ম দল : ওহ! নারীরা পর্দা করে চললেই তো পারে। অর্ধনগ্ন হয়ে উগ্রভাবে ঘুরে বেড়াবে আর কোনো সমস্যা হলে পুরুষের দোষ? মিষ্টির ঘ্রাণে তো পিঁপড়া আসবেই।

আরে ভাই, একটু চুপ করুন। আচ্ছা, কোন উগ্রতার কারণে ৪ বছরের ঐ বাচ্চাটা কিংবা ৭ বছরের ঐ মাঠে ছুটে বেড়ানো খুকিটা আজ ধর্ষিতা!

২য় দল : আরে না না! সব দোষ পুরুষের মন-মানসিকতার। কিছু পুরুষ আছে যাদের মানসিকতা খুবই নিম্নমানের। তারা যখন কোনো মেয়েকে দেখে তখনই তাদের মনের অবস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এমনকি কোনো ছোট বাচ্চার উপর ঝাপিয়ে পড়তেও কুণ্ঠিত করে না। ও বোন! এবার থামুন। আচ্ছা, এই মানসিকতা পুরুষের মনে সেটআপ করে কোন জিনিস? কী করলে এ রকম হীন মানসিকতা আর তৈরি হবে না। এগুলো নিয়ে কি কখনো ভেবেছেন?

আসলে আমাদের সমস্যাটা এখানেই। কোনো সমস্যা হলে তাৎক্ষণিক তা সমাধানের চেষ্টা করি না। এমনকি এর সমাধান কোথাও আছে কি-না তাও দেখি না। শুধু নিজের প্রতিপক্ষকে কীভাবে ঘায়েল করা যায়, তা নিয়েই সারাক্ষণ মত্ত থাকি। ফলে সমস্যা সমাধান না হয়ে দিন দিন বাড়তে থাকে। একসময় এটা মহামারি আকার ধারণ করে। তখন জ্ঞানীরা কোনো সমাধান বের করতে পারলেও হতবিহ্বল মানুষের কানে তা পৌঁছায় না।

ধর্ষণের কারণ :

ধর্ষণের কারণগুলো আমরা কয়েকটি ধাপে সাজাতে পারি।

১. কুদৃষ্টি : এই কুদৃষ্টি শুরু হয় নারীর উগ্র চলাফেরার কারণে বা বর্তমান মিডিয়ার কৌশলে অশ্লীলতা ছাড়ানোর কারণে। বার বার যখন হারানো জিনিস দেখা হয়, তখন সেখান থেকে দ্বিতীয় ধাপের উৎপত্তি হয়।

২. কল্পনা : কল্পনা মনের মধ্যে নারীকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। ফলে ছোট-বড় কোনো বাধা মানে না। আর তা থেকে আসে তৃতীয় ধাপ।

৩. তাড়না : তাড়না তাকে কাছে পাওয়ার জন্য আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। তখন সেখান থেকে আসে চতুর্থ ধাপ।

৪. পিছে লাগা : পিছে লাগার পরে দুটি শাখার উৎপত্তি হয়। ক. সাফল্য খ. ব্যর্থতা।

যদি ব্যর্থ হয় তাহলে একটা ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। আর যদি সফল হয় তাহলে তা আরও কয়েক ধাপ সামনে নিয়ে যায়।

ক-১ যোগাযোগ : প্রথমে অল্প অল্প মিষ্টি কথা তারপর একটু ঘনিষ্ট হয়। অতঃপর আরও এক ধাপ সামনে।

ক-২ বন্ধুত্ব/প্রেম : এর থেকে যখন বেশি ঘনিষ্ট হয়। একজন আরেকজনকে ভালোবাসে জানতে পারে।

নিজের সবকিছু অন্যজনের সাথে শেয়ার করে। তখন তা থেকে আবার দুটি শাখার উৎপত্তি। (i) সম্মতি (ii) অসম্মতি।

যদি অসম্মতি আসে তাহলে আরেকটা ধর্ষণের ঘটনা ঘটে, আর যদি সম্মতি আসে তাহলে হয় ব্যভিচার।

সবদিকেই সমস্যা। কোন দিকে যাবেন! চলুন, একটু সামাধান দেখার চেষ্টা করি।

সমাধান : পশ্চিমা

পশ্চিমারা আপনাকে এমন কিছু অদ্ভুত সামাধানের কথা বলবে, যেগুলো মূলত সমাধানই না; বরং তা নারীকে পণ্য বানানোর একটা ফন্দি মাত্র। তারা বলে, নারীর মনকে না জানার কারণে পুরুষের মনে তাদের সম্পর্কে অহেতুক কল্পনা আসে আর তা থেকেই জন্ম নেয় রেপ মিথ (ধর্ষণের কল্পকাহিনি)। তাদের মতে, নারী-পুরুষের সহবস্থান করতে হবে। তাতে পুরুষ নারীর মনকে জানবে এবং এটা বুঝবে যে, নারীরা আমাদের মতোই মানুষ। তারা কোনো দিক দিয়ে দুর্বল নয়। এতে তাদের প্রতি একটা সম্মানবোধ আসবে। নারীকে তখন আর শুধু নারী মনে হবে না; বরং সব পরিচয়ের ঊর্ধ্বে বন্ধু, সহপাঠী, সহকর্মী মনে হবে। তখন আর ধর্ষণ হবে না। তাদেরই আরেক দলের পরামর্শ হলো নারীর জরায়ুর স্বাধীনতা নিশ্চিত করলেই নাকি ধর্ষণ বন্ধ হবে। পশুর মতো অবাধ মেলামেশা এবং পতিতালয় স্থাপন করলেই নাকি ধর্ষণ কমে যাবে। তো তাদের দেশে এগুলো অবাধেই চলছে। তাদের ধর্ষণের পরিসংখ্যানটাই দেখা যাক।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর ধর্ষণ মামলার গড় সংখ্যা ৮৯,০০০টি।[১] কানাডা প্রতিবছর ৪,৬০,০০০টি যৌন আক্রমণ হয়। (২০১৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী। বর্তমানের অবস্থা কতটা ভয়াবহ তা সহজেই আঁচ করতে পারে)।[২] দক্ষিণ আফ্রিকাতে প্রতি বছর ৫,০০,০০০ জন, চীনে ৩১,৮৩৩ জন, মিশরে ২,০০,০০০ এর অধিক আর ব্রিটেনে ৮৫,০০০ জন ধর্ষণের শিকার হয়।[৩] এগুলো তো প্রকাশ হয়েছে। অপ্রকাশিত কত রিপোর্ট ধর্ষিতা নিজের মধ্যেই কবর দিয়েছে আল্লাহই ভালো জানেন। তাদের সমাধান তাদের নিকটই অচল!

সামাধান : ইসলাম

এই ভয়াবহ সমস্যার সমাধান শুধু ইসলামেই পাবেন। ইসলাম ধর্ষণের প্রথম দরজাটাই বন্ধ করে দিবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ - وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

'মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত। ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে' *(আন-নূর, ২৪/৩০-৩১)*।

দেখুন নারী-পুরুষের দুজনেই দৃষ্টি নত রাখতে বলা হয়েছে। ধর্ষণের প্রথম ধাপের রাস্তা বন্ধ। ইসলাম আপনাকে জানাবে অন্তরের যেনা হচ্ছে ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা।[৪] তাকানোর পরে আপনার মনে যে কল্পনা হতো তা থেকেও নিষেধ করা আছে। দ্বিতীয় দরজাও বন্ধ। যখন আপনি খারাপ কল্পনা করবেন না, তখন আপনার মানসিকতারও পরিবর্তন হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا

'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিন নারীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে; ফলে তাদের উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৯)*।

আপনাকে এমন পোশাক পরতে হবে যাতে আপনার অবয়ব না বোঝা যায়। কোনো নরপশুর লোলুপ দৃষ্টি যেন আপনার উপর না পরে। আপনার বিরুদ্ধে কেউ যেন অভিযোগ আনতে না পারে যে, আপনি খোলামেলাভাবে চলছেন, ধর্ষণ তো হবেনই। আরও সতর্কতার জন্য একজন মেয়েকে কোমল কণ্ঠে কথা বলতে নিষেধ করা

১. http://www.statisticbrain.com/rape-statistics.
২. http://www.huffingtonpost.ca/2014/10/30/_sextual_assault_canada-n-6074994.html.
৩. http://en/wikipedia.org/wiki/rape_statistics#cite_n0te-13.
৪. আবূ দাঊদ, হা/২১৫১।

হয়েছে' *(আল-আহযাব, ৩৩/৩২)*। সুগন্ধি ব্যবহার করে বের হতেও নিষেধ করা হয়েছে।[৫] যাতে করে কোনো পুরুষ আকৃষ্ট না হতে পারে।

এরপরও কিছু মানুষ আছে যারা পশুত্বের স্বভাব ধারণ করে। তাদের জন্য রয়েছে প্রকাশ্যে শাস্তির ব্যবস্থা। যাতে করে অন্য যারা এ রকম মানসিকতা লালন করে তাদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

'ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত করো। আল্লাহর বিধান কার্যকর করার কারণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো; আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে' (আন-নূর, ২৪/২)।

এই শাস্তির ব্যবস্থা তাদের জন্য, যারা সমাজটাকে একেবারে দূষিত করে ফেলেছে। তারা যদি ছাড়া পেয়ে যায়, তাহলে সমাজটা আরও নোংরা হয় যাবে। কিছুদিন পরে হয়তো আমাদের কারও পরিবারে কালো থাবা বসানোর পরিকল্পনা করবে। আর হ্যাঁ, এটা জনসম্মুখে করতে হবে। যাতে করে যাদের মধ্যে এ রকম পশুত্ব বিরাজ করছিল, তাদের ভিতরে ভয়ের উদ্রেক হয়। আর যদি এই শাস্তি বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে লাইভ করা হয়, তাহলে অনেক মানুষ দেখবে। আর যত বেশি মানুষ এটা দেখবে তত বেশি মানুষ সচেতন হবে। সমাজ থেকে এই অশ্লীলতা দূর করতে আরেকটা কাজ করতে হবে, তা হলো- বিয়েকে সহজ করে দিতে হবে।

عَنْ عَلْقَمَةَ ﵁ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ ﵁ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

আলক্বমা রাহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর সঙ্গে চলতে ছিলাম, তখন তিনি বললেন, আমরা আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম, তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে নেয়। কেননা বিয়ে চোখকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংযত করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন ছওম পালন করে। ছওম তার প্রবৃত্তিকে দমন করে'।

যার সামর্থ্য আছে, সে বিয়ে করবে আর যার সামর্থ্য নেই, সে ছিয়াম পালন করবে। দুটি কথা মাত্র; কিন্তু সমাজ পরিবর্তনে সক্ষম। কিন্তু আমরা এখন বিয়েকে কঠিন করে দিয়েছি পক্ষান্তরে যেনাকে করে দিয়েছি সহজ। যার কারণে সমাজে এত বেশি অশ্লীলতা আর নোংরামির ছড়াছড়ি। ছালাহ উদ্দীন আইয়ূবী রাহিমাহুল্লাহ-এর একটা কথা ছিল এরকম- 'যদি কোনো জাতিকে ধ্বংস করতে চাও, তাহলে তাদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দাও'। সেই কথার সূত্র ধরে বলা যেতে পারে, যদি কোনো জাতির মধ্যে অশ্লীলতা ছড়াতে চাও, তাহলে তাদের মধ্যে বিয়েকে কঠিন করে দাও'। এই অশ্লীলতাই আজ মুসলিম জাতিকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। নিক্ষেপ করছে পাপের সমুদ্রে। নষ্ট করে দিচ্ছে মুসলিমদের ইতিহাস-ঐতিহ্য আর বীরত্বের পরিচয়কে।

পরিশিষ্ট : রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত আসমানী আইন যতদিন মেনে নিতে পারব না, ততদিন সব জায়গাতে অন্ধকার দেখতে হবে। হতে হবে লাঞ্ছিত, অপমানিত, অপদস্থ আর হতাশ। আর যদি সব অবস্থায় আল্লাহ প্রদত্ত আইনকে বিনা বাক্যে মেনে নিই, তাহলেই দেখবেন আর কোনো সমস্যই নেই। পরিবর্তে আমরা পাব সমস্যামুক্ত দুনিয়ার সাধারণ জীবন। আখেরাতে চিরস্থায়ী শান্তির আবাস- জান্নাত।

তথ্যসূত্র :

১. ডা. শামসুল আরেফীন, মানসাঙ্ক।

২. জাকারিয়া মাসুদ, সংবিৎ (অধ্যায়: অভিশপ্ত সভ্যতার আর্তনাদ)।

৩. জুম'আর খুত্বা (৯/১০/২০) আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ মসজিদ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ (খত্বীব: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী)।

৫. আবূ দাঊদ, হা/২১৫১।

মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আদম আল-ইথিওপী রাহিমাহুল্লাহ

-আখতারুজ্জামান বিন মতিউর রহমান

[জ্ঞানের জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আদম আল-ইথিওপী। বহু কষ্ট, শ্রম ও সাধনার মাধ্যমে তিনি দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেছেন। সঠিক পথের উপর অটল থাকার নিমিত্তে তিনি দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শত কষ্টের মাঝেও তিনি দ্বীনের উপর অবিচল থেকে আমরণ দ্বীনের জ্ঞান অর্জন ও প্রচারে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তিনি মক্কার বহু স্থানে ও মসজিদে হারামে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের দারস প্রদানে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। দ্বীনের এই উজ্জ্বল নক্ষত্রের আরবী ভাষায় বহু খণ্ডে রচিত বিশাল বিশাল গ্রন্থগুলো সত্যিই বিস্ময়কর। এই মহান মনীষী গত ২০ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন! নিম্নে তাঁর জীবনী তুলে ধরা হলো :]

জন্ম :

হাদীছ ও তাফসীর বিষয়ে সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আদম আল-ইথিওপী রাহিমাহুল্লাহ হিজরী ১৩৬৫ মোতাবেক ১৯৪২ সালে ইথিওপিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সম্মানিত পিতা আলী একজন বিজ্ঞ আলেম হওয়ার সুবাদে জন্মের পর সর্বপ্রথম তিনি তাঁর পিতার নিকট কুরআনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত শেখার পাশাপাশি হিফয করা শুরু করেন। অতঃপর তাঁর পিতা তাকে কুরআনের পূর্ণ হাফেয বানানোর জন্য 'মুহাম্মাদ ক্বাছু'-এর নিকট সোপর্দ করেন এবং তার নিকটেই তিনি হিফয সম্পূর্ণ করেন। অতঃপর এই মহান মনীষী তার দেশের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী সিলেবাসভিত্তিক কুরআন-হাদীছের মৌলিক জ্ঞান অর্জনের প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি তাঁর পিতার পাশাপাশি সে দেশের অনেক বিজ্ঞ আলেম-উলামার কাছ থেকে আরবী ব্যাকরণ, হাদীছ ও উছূলে হাদীছ, ফিক্বহ ও উছূলে ফিক্বহ, তাফসীর ও উছূলে তাফসীরসহ আরবী ভাষার প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করেন।

তাঁর শিক্ষকগণ :

১. কুরআন শিক্ষা লাভ করেন, মুহাম্মাদ ক্বাছু রাহিমাহুল্লাহ -এর নিকট।

২. আরবী ব্যাকরণ ও তর্ক শাস্ত্রের শিক্ষা লাভ করেন, শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ ইবনে শায়খ আলী আদ-দারী রাহিমাহুল্লাহ -এর নিকট।

৩. ইলমে ফিক্বহের জ্ঞান লাভ করেন, বিশিষ্ট ফক্বীহ ও বিশ্লেষক শায়খ সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ -এর নিকট।

৪.তাফসীরের জ্ঞান লাভ করেন, বিশিষ্ট মুফাসসির শায়খ আব্দুল জলীল ইবনে শায়খ আলী আল-বারিয়াদী রাহিমাহুল্লাহ -এর নিকট।

৫. ইলমে হাদীছের জ্ঞান অর্জন করেন, শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে সিরাজ ইবনে ছালেহ, শায়খ নূর ইবনে শায়খ ইদরীস, শায়খ মুহাম্মাদ নূর আদ-দানী রাহিমাহুল্লাহ প্রমূখসহ তৎকালীন মুহাদ্দীছগণের নিকট।

ইথিওপিয়া হতে পবিত্র ভূমি মক্কা :

শায়খ রাহিমাহুল্লাহ ব্যতীত আরও অনেকের নিকট তিনি শিক্ষা লাভ করেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনের পর ইথিওপিয়ার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চার বছর যাবৎ শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তৎকালীন ইথিওপিয়ায় কমিউনিস্টদের আগ্রাসন, নিযার্তন ও নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে ঈমান নিয়ে এই মহান মনীষী ১৯৭৯ সালে স্বদেশ হতে হিজরত করে সঊদী আরবের মক্কা নগরীতে পাড়ি জমান। মক্কা নগরীতে আগমনের পর তার শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনেকে তাঁর জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাঁর শিক্ষকতার জন্য প্রচেষ্টা করেন। কিন্তু এই মনীষীর সঙ্গে কোনো সার্টিফিকেট না থাকায় শিক্ষকতার পেশায় যোগদান করার সুযোগ হলো না। নিরুপায় হয়ে তিনি আবার শিক্ষা অর্জনের জন্য মাসজিদুল হারাম কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'মা'হাদুল হারামিল মাক্কী'-তে ভর্তি হয়ে যান এবং সেখানে উচ্চ মাধ্যমিক শেষ পর্যন্ত শেষ করেন।

কর্ম জীবন :

ইথিওপিয়াতে পড়ালেখা শেষ করে সেখানে তিনি চার বছর শিক্ষকতা করেন। অতঃপর সঊদী আরবে হিজরত করার পর মক্কার বিখ্যাত শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, 'দারুল হাদীছ আল-খায়রিয়্যা'-তে চাকরির জন্য আবেদন করেন। সে প্রতিষ্ঠানের তৎকালীন অধ্যক্ষ শায়খ আলী ইবনে আমের রাহিমাহুল্লাহ যখন জানতে পারলেন যে, তিনি ইথিওপিয়ায় একজন শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু এখন তার কাছে সার্টিফিকেট না থাকায় কোথাও শিক্ষকতা করতে পারছেন না। তখন তিনি তাকে বললেন, আমাদের কাছে যোগ্যতা প্রাধান্যযোগ্য, সার্টিফিকেট নয়। অতঃপর তাকে অস্থায়ীভাবে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কিছুদিন পর তাঁর যোগ্যতা ও জ্ঞানের গভীরতা দেখে প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পরিচালনা পর্ষদে তাঁর বিষয়ে আলোচনা হয়। উচ্চ পর্ষদের প্রধান শায়খ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ বিন বায রাহিমাহুল্লাহ তাঁকে দারুল 'হাদীছ আল-খায়রিয়্যা'-এর স্থায়ী শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেন। পাশাপাশি তিনি 'শুঊনুল ইসলামিয়্যাহ ওয়াদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ' মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাসজীদুল হারামে তাফসীর, হাদীছ, আক্বীদাসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এশার ছালাতের পর নিয়মিত দারস প্রদান করতেন। তিনি

মৃত্যু পর্যন্ত দ্বীনের খিদমতে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

সাউদী আরব গিয়ে তুমি কট্টর ওয়াহাবী হয়ে গেছো? 'না, আমি ছহীহ সুন্নাহর অনুসারী হয়েছি'।

এই মহান মনীষীর পিতৃপুরুষগণ হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু তিনি ছাত্র জীবন থেকে সত্যান্বেষী মনোভাবের অধিকারী ছিলেন। তিনি ও তাঁর পিতৃপুরুষগণ হানাফী মাযহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও ছোটবেলা থেকেই তিনি ছহীহ হাদীছের উপর আমল করতেন। তাঁর পিতা যখন ছাত্রদেরকে বুখারীর পাঠদান করতেন, তখন তিনি আড়াল থেকে ছহীহ হাদীছ শুনে শুনে ছালাতে রাফঊল ইয়াদাইনসহ ছহীহ হাদীছভিত্তিক আমল করতে আরম্ভ করেন। তিনি যখন কমিউনিস্টদের অত্যাচারে মক্কায় আগমন করেন। তখন শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া, শায়খ ইবনুল ক্বাইয়িম ও শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখগণের সংকলিত বই-পুস্তক অধ্যয়ন করে উপলব্ধি করেন যে, তার পিতৃপুরুষগণ যে মানহাজ বা মাযহাবের অনুসরণ করে, তা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সাথে সাংঘর্ষিক। তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস ভ্রান্ত এবং তা ভ্রান্ত ফেরক্বা আশ'আরীদের আক্বীদা দ্বারা প্রভাবিত। তাই তিনি সে সকল ভ্রান্ত আমল ও আক্বীদা থেকে ফিরে এসে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহভিত্তিক আমল করা শুরু করেন। কয়েক বছর পর তিনি স্বদেশ সফরে যান। সেখানে তিনি তাঁর সম্মানিত উস্তাদগণের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তার এই আমল ও আক্বীদার পরিবর্তন লক্ষ্য করে, তারা তাকে বলেন যে, তুমি ওয়াহাবী হয়ে গেছো। তার প্রতি উত্তর তিনি বলেন, 'না, বরং আমি কুরআন ও হাদীছের অনুসারী হয়েছি। তার উস্তাদগণ বলেন, আমরা জানি যে, তুমি দেশে থাকতেও ছহীহ হাদীছের উপর আমল করতে, কিন্তু সঊদী আরব গিয়ে তুমি কট্টরপন্থি ওয়াহাবী হয়ে গিয়েছো।

তাঁর দুনিয়া বিমুখতা :

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আদমের মাঝে ছিল জ্ঞান-গরিমা ও দুনিয়া বিমুখতার অপূর্ব সমন্বয়। আধুনিক যুগের সকল প্রচার মাধ্যম হাতের নাগালে থাকলেও আত্মপ্রচারের ক্ষেত্রে ছিলেন সতর্ক। আজ যেখানে ইলমের মিসকীনরা মিডিয়া কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে, সেখানে জ্ঞানের সাগর হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুর পূর্বে খুব কম মানুষই তাকে চিনতো। সত্যিকারার্থে তিনি ছিলেন একজন মুখলিছ ও প্রচারবিমুখ মানুষ।

তাঁকে ছাত্ররা জিজ্ঞেস করেন, শায়খ! আপনি বড় কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন না কেন? তিনি তার উত্তরে বলেন, আমি বিদ্যা অর্জন করেছি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, সার্টিফিকেটের জন্য নয়। তাই আমার কোনো সার্টিফিকেট নেই।

শায়খ রাহিমাহুল্লাহ -এর লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ :

শায়খ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর জীবনে ৫০টিরও অধিক কিতাব সংকলন করে গেছেন।

১. 'যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতাবা' কিতাবটি ৪২ খণ্ডে সংকলিত।

২. 'আল-বাহরুল মুহীত্ব আছ-ছাজ্জাজ ফী শারহি ছহীহ মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ' ৪৫ খণ্ডে সমাপ্ত।

৩. 'কুররাতু আইনিল মুহতাজ ফী শারহি মুক্বাদ্দামাতি ছহীহ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ'।

৪. আল-জালীসুস ছালেহুন নাফে' শারহুল কাওকাবুস সাত্বে' ফী উছূলিল ফিক্বহী'।

৫. 'নাযমুন মুখতাসারুন ফী উছূলিল ফিক্বহী'।

৭. মাশারিকুল আনওয়ারিল ওয়াহ্হাজ ওয়া মাত্বালিঊল আসরারিল বাহ্হাজ ফী শারহি সুনানে ইবনে মাজাহ'।

তাঁর ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মন্তব্য :

১. ইমাম আলবানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যাখীরাতুল উক্ববা'-এর মতো সুনানে নাসাঈর কোনো সালাফী ব্যাখ্যা নেই।

২. বিশিষ্ট দাঈ মুক্বিল ইবনে হাদী আল-ওয়াদী আল-ইয়ামানী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর 'যাখীরাতুল উক্ববা' সম্পর্কে বলেন, এটি বুখারীর শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারীর মতো গ্রহণযোগ্য। আমি সকল ছাত্রদের বলব, 'তারা যেন অবশ্যই উক্ত ব্যাখ্যাটি অধ্যয়ন করে।

মৃত্যু :

গত ২১ সফর ১৪৪২ মোতাবেক ২০ সেপ্টেম্বর ২০২০ রোজ বৃহস্পতিবার মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তার ভুল-ত্রুটিগুলো মাফ করে জান্নাতের মেহমান হিসাবে কবুল করুন- আমীন!

কবিতা

অপেক্ষা!

-আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক
ফারেগ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ,
বানারাস, ভারত।

এ পথে রইবো অপেক্ষায়!
কেউ তো আসবে হেতা নতুন সুরের মূর্ছনায়।
আসুক আঁধার করে মেঘ আকাশের বুকে,
অরুণ রবির আশায় আমি রবো ক্লান্তি ভুলে।
ঘুম সাগরের পাড়ে, দুয়ার খুলে রইবো দাঁড়িয়ে,
বিন যিয়াদের খোঁজে, বাণাধার কাঁধে।
কাতর কণ্ঠে সত্য যতই কাঁদে কাঁদুক,
গগণ-মরু প্রান্তরে কেউ তো হাসুক।
দলে গেছে কোন নিশীথে, কোন চেঙ্গিস কমল দল,
আসবে কবে? তরুণের বুকে কুতুয-বাইবার্সের বল।
একাকী দাঁড়িয়ে আমি সিন্ধু-নদের তোরণ তীরে,
স্রোত বেয়ে, ফের কবে? বিন কাসিমের তরি আসিবে।
নিখিলের বুকে কায়েমে সেই, তব সত্য-সিংহ-দ্বার,
সিংহগ্রীবে আজও দাঁড়িয়ে আন্দালুসের ভগ্ন পাহারাদার।
অমর নিত্য-কেতন চুমবে আবার জয় ললাটের দীপ্তি,
মাথায় তাজ, বুকে বেঁধে তাকবীর-ধ্বনি, আমি সান্ত্রী।
কার বিষাদ-শায়কে নিখিল তোদের দিশেহারা,
কেউ তো আসিবে আবার মৃত্যু পায়ে বাঁধনহারা।
অতল কালো অশ্রুর-মেঘডম্বর ঠেলে, ঈমান-বাতি জ্বেলে,
কোন গাজনী-র জয় ধ্বনি আসবে আবার পরাভব মেড়ে।
বজ্র-আযানের গর্জনে, কাউরো খড়গ তলে,
এ যমীনে দুলবে আবার সেই নিশান বিজয় দোলে।
চাবুক-মারা বিপদের হানি আঘাত, রক্ত চক্ষু ফুঁড়ে,
কেউ হাঁকিবে তাকবীর, বল্লম হাতে ঐ মৃত্যুপুরে
কোন প্রাতঃকালে; বক্ষ ফুলে, অশ্রু মুছে, কান্না ভুলে,
বিন তাশফীন আসিবে আবার নোঙ্গর তুলে।
এবাদুর রহমান জাগাবে ফের বিজয়ের লহর,
নতুন রঙ্গে, নতুন সাজে সাজবে আবার হামরা প্রান্তর।
একলা আমি এ পথে রইবো অপেক্ষায়,
কেউ তো আসবে হেথা পুরোনো সুরের মূর্ছনায়।

জীবন প্রদীপ

-মো. আব্দুল গনী শিব্বীর
প্রভাষক, নোয়াখালী কারামাতিয়া কামিল মাদরাসা।

জীবন প্রদীপ নিভে গেলে
কী যে করার আছে
যে জন তোমার আপনজন
যাবে না তোমার কাছে।
একটুখানি চোখের পানি
ঝরাবে তোমার লাগি
বেহুঁশ হবে তোমার তরে
মা যে হতভাগি।
ছেলে মেয়ে কাঁদবে তবে
তোমার শূন্যতায়
হৃদয় সুতায় বাঁধা তারা
নয়তো ভিন্নতায়।
জগত মাঝে এইতো খেলা
চলছে একই ধারায়
জীবন প্রদীপ নিভে গেলে
স্বজন তোমায় হারায়।
যাবে না কেউ তোমার সাথে
যাবে পুণ্য কর্ম
মুক্তি তোমার মিলবে তবে
যদি মানো ধর্ম।
জগতে সব এখন আপন
পরে হবেই পর
যখন তোমার হবে কবর
মরার পরের ঘর।

জামি'আহ সালাফিয়্যাহ

-আহসান হাবীব (রনি)
শিক্ষক, আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) ইঃ সেঃ হাফিজিয়া মাদরাসা,
বোধখানা, ঝিকরগাছা, যশোর।

কুরআন-সুন্নাহ জানতে হলে জামি'আয় চলো,
শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনায় ভালো।
জ্ঞানী-গুণি শিক্ষক দ্বারা কুরআন-সুন্নাহ শিক্ষা দেওয়া হয়,
তাই তো সকলে জামি'আর সুনাম চারিদিকে কয়।
জামি'আহ সালাফিয়্যাহ আছে নারায়ণগঞ্জ আর রাজশাহীতে,
কুরআন-সুন্নাহ জানতে হবে থাকবো না আর বাড়িতে।
তাই তো আমি মা-বাবাকে বললাম আল-জামি'আয় চলো,
তোমার সন্তান শিখবে এবার কুরআন-সুন্নাহর আলো।
জামি'আর ছাত্র-ছাত্রী সবাই মিলেমিশে থাকে,
সেই আদর্শ দেখতে মানুষ আসে ঝাঁকে ঝাঁকে।
জামি'আহ সালাফিয়্যাহতে আরও আছে
বৃহদায়তন বায়তুল হাম্‌দ জামে মসজিদ,
ছালাতের পাশাপাশি প্রতিনিয়ত চলে সেখানে
যিকির-আযকার ও দারস-তাদরীস।
আল-জামি'আয় হাজারো তুলেবে ইল্‌ম জ্ঞানার্জন করে,
দু'আ করি আল-জামি'আর উন্নতি যেন দিনে দিনে বাড়ে।

বাংলাদেশ সংবাদ

করোনাকালেও দেশের প্রবৃদ্ধি এশিয়ায় প্রায় সব দেশের ওপরে

সম্প্রতি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বা এডিবি প্রকাশিত এশিয়ার দেশগুলোর জিডিপি প্রবৃদ্ধির তথ্য অনুযায়ী ২০২০ সালে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৫.২ শতাংশ, যেখানে ভারতের প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক ০.৯, পাকিস্তানের ঋণাত্মক ০.৪, শ্রীলঙ্কার ঋণাত্মক ৫.৫, চীনের ১.৮, থাইল্যান্ডের ঋণাত্মক ৮, ফিলিপাইনের ঋণাত্মক ৭.৩, সিঙ্গাপুরের ঋণাত্মক ৬.২। বাংলাদেশ একটি মধ্যম আয়ের উন্নয়নশীল খেটে খাওয়া মানুষের দেশ, যে দেশে কোটি কোটি মানুষ প্রাত্যহিক উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল। এখানে ভয়াবহ পরিস্থিতি হতে পারত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার অশেষ দয়া ও রহমতে তা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। ফালিল্লাহিল হামদ।

করোনার মধ্যেও পোশাক রফতানি ৮ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে

দেশের রফতানি আয়ের প্রায় ৮৫ শতাংশ আসে তৈরি পোশাকখাত থেকে। করোনার কারণে গত মার্চ থেকে এ খাতের রফতানি কমতে শুরু করে, এপ্রিলে পোশাক রফতানিতে নামে ভয়াবহ ধ্বস। মে মাসেও তা অব্যাহত থাকে। জুন থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে পোশাকখাত। এর ধারাবাহিকতা জুলাই, আগস্টের মতো সেপ্টেম্বরেও দেখা যায়। ২০২০-২১ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর শেষে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে রফতানি বেড়েছে ২ দশমিক ৪৫ শতাংশ এবং গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় আয় বেড়েছে ২ দশমিক ৫৮ শতাংশ। এ সময় দেশের রফতানি আয়ের প্রধান খাত তৈরি পোশাক শিল্পে রফতানি বেড়েছে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২ দশমিক ৯ শতাংশ বেশি। এছাড়া প্রবৃদ্ধি হয়েছে শূন্য দশমিক ৮৫ শতাংশ। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। একক মাস হিসাবে সর্বশেষ সেপ্টেম্বরে ৩০১ কোটি ৮৮ লাখ ডলারের পণ্য রফতানি করেছে বাংলাদেশ, যা গত বছরের সেপ্টেম্বরের চেয়ে ৩ দশমিক ৫৩ শতাংশ বেশি। এ মাসে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে আয় বেড়েছে ৫ দশমিক ৯২ শতাংশ। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে লক্ষ্য মাত্রা ছিল ২৮৫ কোটি ডলার। গত বছরের সেপ্টেম্বরে আয় হয়েছিল ২৯১ কোটি ৫৮ লাখ ডলার। ইপিবির তথ্য বলছে, ২০২০-২১ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে তৈরি পোশাক রফতানি করে বাংলাদেশ আয় করেছে ৮১২ কোটি ৬৪ লাখ টাকা (৮ দশমিক ১২ বিলিয়ন ডলার), যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২ দশমিক ৯ শতাংশ এবং আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে শূন্য দশমিক ৮৫ শতাংশ বেশি। গত অর্থবছরের একই সময়ে এ খাতের আয়ের অঙ্ক ছিল ৮০৫ কোটি ৭৫ লাখ ডলার।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

আসামে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে সরকারি মাদরাসাগুলো

ভারতের আসাম রাজ্যের রাজ্য সরকার সকল মাদরাসা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারি বরাত দিয়ে জানানো হয়, রাজ্য সরকার আসামের সমস্ত সরকারি মাদরাসা বন্ধ করে দেবে। কারণ জনসাধারণের অর্থ দিয়ে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। আগামী মাসে এই সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারী করা হবে। মাদরাসা বন্ধ করা হলেও সরকারি টোলগুলো (হিন্দু ধর্মশিক্ষা দেয়ার প্রতিষ্ঠান) বন্ধ করার বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। প্রসঙ্গত, আসামে ৬১৪ টি সরকারি ও প্রায় ৯০০ টি বেসরকারি মাদরাসা রয়েছে। যার প্রায় সবই জমিয়ত উলামা দ্বারা পরিচালিত হয়, অথচ প্রায় ১০০টি সরকারি সংস্কৃত টোল এবং ৫০০ এর বেশি বেসরকারি বিদ্যালয় রয়েছে। রাজ্য মাদরাসাগুলোতে সরকার বার্ষিক প্রায় তিন কোটি থেকে চার কোটি রুপি এবং সংস্কৃত টোলগুলোতে বছরে প্রায় এক কোটি রুপি ব্যয় করে। দুই বছর আগে রাজ্য সরকার দুটি নিয়ন্ত্রণকারী বোর্ড (রাজ্য মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এবং আসাম সংস্কৃত বোর্ড)-কে বাতিল করে দেয়। এরপরে, মাদরাসাগুলোকে আসামের মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড (শেবা) এবং সংস্কৃত টোলগুলোকে কুমার ভাস্কর ভার্মা সংস্কৃত ও প্রাচীন বিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনা হয়েছিল।

নাটকীয়ভাবে বেড়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ

গত ২০ বছরে চরম আবহাওয়ার কারণে সংঘটিত বিপর্যয়ের ঘটনা নাটকীয়ভাবে বেড়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। গত দুই দশকে বিশ্বব্যাপী চরম আবহাওয়ার কারণে সংঘটিত দুর্যোগে মানুষের জীবন ও অর্থনীতির মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আরও বাড়তে পারে। আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবসের একদিন আগে জাতিসংঘ থেকে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী দশকে সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে দেখা দেবে তাপপ্রবাহ ও খরা। আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করে তোলে এমন গ্যাসের ব্যবহার বাড়ার কারণেই তাপমাত্রা বাড়তে থাকবে। জাতিসংঘ জানায়, ২০০০ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার ১০টি দেশের মধ্যে আটটির অবস্থান এশিয়াতে। সবচেয়ে বেশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ

ঘটেছে চীনে ৫৭৭টি, যুক্তরাষ্ট্রে ৪৬৭টি, ভারতে ৩২১টি, ফিলিপাইনে ৩০৪টি ও ইন্দোনেশিয়ায় ২৭৮টি। ২০০০ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত পৃথিবীতে মোট ৭৩৪৮টি বড় ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এসব দুর্যোগে প্রাণ হারিয়েছেন ১২ লাখ ৩০ হাজারেরও বেশি মানুষ, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্রায় ৪২০ কোটি মানুষ। বিগত দুই দশকে এসব দুর্যোগে প্রায় দুই লাখ ৯৭ হাজার কোটি ডলার অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে। বড় আকারের ক্ষয়ক্ষতির জন্য দায়ী দুর্যোগের মধ্যে খরা, বন্যা, ভূমিকম্প, সুনামি, দাবানল ও তাপমাত্রার চরম বৃদ্ধিকে চিহ্নিত করেছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘ থেকে জানানো হয়েছে, ভালো খবর হলো, এসব দুর্যোগে অনেক মানুষের জীবন বাঁচানো গেছে। কিন্তু, খারাপ খবর হচ্ছে, জলবায়ু পরিস্থিতি দিন দিন আরও মারাত্মক হচ্ছে। ফলে আরও বেশি মানুষ ক্ষতির মুখে পড়ছে। আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা ও দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমনের জন্য কৌশল প্রণয়নে বিনিয়োগ করতে সরকারগুলোর প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

মুসলিম বিশ্ব

ইসলাম শিক্ষা পাঠদান চালু স্পেনে

স্পেনের স্কুলগুলোতে এবার চালু হচ্ছে 'ইসলাম শিক্ষা' পাঠদানের আসর। দেশটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিত্তশালী স্বায়ত্তশাসিত অঙ্গরাজ্য কাতালোনিয়ার সরকারি স্কুলে প্রাথমিক স্তরের প্রথম বছর পরীক্ষামূলক 'ইসলামিক রিলিজিওন' বিষয়ে পাঠদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে প্রদেশটির শিক্ষা বিভাগ। সম্প্রতি স্পেনের কাতালোনিয়া প্রদেশের শিক্ষা বিভাগ এক প্রজ্ঞাপনে এ ঘোষণা দেয়। কাতালোনিয়ার চারটি প্রদেশ বার্সেলোনা, গিরোনা, লেইদা এবং তারাগোনা অঞ্চলের স্কুলগুলোতে এই পরিকল্পনার অধীনে ইসলাম ধর্মের পাঠদান করা হবে। ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে এটি চালু হবে বলে জানানো হয় স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে। কাতালোনিয়ার ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন অব দ্যা জেনেরালিতাতের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, প্রথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে 'ইসলামিক রিলিজিওন' বিষয়ে শেখানো হবে। প্রদেশটির বাধ্যতামূলক মাধ্যমিক শিক্ষা (ইএসও) স্তরেও 'ইসলামিক রিলিজিওন' বিষয়ে পাঠদান করা হবে বলে জানানো হয় প্রজ্ঞাপনে। স্পেনের ২০ লাখ মুসলিমের মধ্যে শুধুমাত্র কাতালোনিয়া প্রদেশেই ১৫ লাখ মুসলিমের বসবাস। স্পেনে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংগঠন ইউনিয়ন অব ইসলামিক কমিউনিটির তথ্য মতে, স্পেনের মোট জনসংখ্যার ৩.৮ ভাগ মুসলিম। তাদের মধ্যে ৬০ ভাগ অভিবাসী মুসলিম।

এক লাখ ৬৬ হাজার ফিলিস্তীনী বসতি ভেঙে দিয়েছে ইসরাঈল

ইয়াহূদীবাদী ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ফিলিস্তীনীদের এক লাখ ৬৬ হাজার ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়েছে। এছাড়া ইসরাঈলী দখলদারিত্বের কারণে ১০ লাখ ফিলিস্তীনী উদ্বাস্তু হয়েছেন। আরব স্টাডিজ অ্যাসোসিয়েশনের ল্যান্ড রিসার্চ সেন্টার এক রিপোর্টে এ তথ্য জানিয়েছে। অধিকৃত জেরুজালেমের আল-কুদস শহর ভিত্তিক এই সংগঠন এক বিবৃতিতে বলেছে, ইয়াহূদীবাদী ইসরাঈল এ পর্যন্ত এক লাখ ৬৫ হাজার ৬৯০টি ফিলিস্তীনী ঘরবাড়ি মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে এবং তাদের কারণে ১০ লাখ ফিলিস্তীনী অভ্যন্তরীণভাবে এবং ভিটেমাটি ছেড়ে ভিনদেশে উদ্বাস্তু হতে বাধ্য হয়েছেন।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

হ্রাস পাচ্ছে সূর্যের ঔজ্জ্বল্য, সৌর ঝড়ের শঙ্কা : নাসা

মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসার বিজ্ঞানীরা সংবাদ সম্মেলন করে জানিয়েছেন, সূর্যের ২৫তম সোলার সাইকেল শুরু হয়ে গেছে। এখন শক্তিশালী সৌরঝড় হতে পারে। গতিবিধিও বেড়ে যেতে পারে। নাসায় কর্মরত বিজ্ঞানী লিকা গুহঠাকুরতা জানিয়েছেন, সম্প্রতি একটি শক্তিশালী করোনিয়াল তরঙ্গ, অর্থাৎ একটি সৌর শিখা দেখা গেছে। একই সঙ্গে দেখা গেছে, একটি বড় কালো দাগ। যা জানান দিচ্ছে, সূর্য তার নতুন সোলার সাইকেলের কাজ শুরু করেছে। নাসার আগে জার্মানির ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট দাবি করেছিল, পৃথিবীতে সূর্যই একমাত্র শক্তির উৎস। তবে গত ৯০০০ বছর ধরে এটি ধারাবাহিকভাবে দুর্বল হচ্ছে। এর উজ্জ্বলতা হ্রাস পাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, আমাদের ছায়াপথের অন্যান্য তারার তুলনায় সূর্যের উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিকরা জানাচ্ছেন, গত ৯০০০ বছরে এর উজ্জ্বলতা পাঁচ গুণ কমেছে। ম্যাক্স প্ল্যাংক ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানী ডা. আলেকজান্ডার শাপিরো বলেন, মহাকাশে সূর্যের বেশি সক্রিয় তারা বা নক্ষত্র রয়েছে। সূর্যের সঙ্গে সূর্যের মতো আরও ২ হাজার ৫০০ তারার তুলনা করেই তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান। তাই বিজ্ঞানীরা বলেন, হ্রাস পাচ্ছে সূর্যের ঔজ্জ্বল্য। তবে, মনে করা হয় সূর্যের বয়স ৪.৬ বিলিয়ন বছর। সে তুলনায় ৯ হাজার বছর কিছুই না। কিন্তু বিজ্ঞানীদের দাবি, গত ৯ হাজার বছরে এর উজ্জ্বলতা পাঁচ গুণ কমেছে।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

ঈমান-আক্বীদা

প্রশ্ন (১) : পীর কাকে বলে? ইসলামে পীরের বিধান কী?

-শামসুযযামান
শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : 'পীর' (پیر) শব্দটি ফারসী শব্দ। এর অর্থ বয়োজ্যেষ্ঠ। ব্যবহারিকভাবে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ উভয়কেই 'পীর' বলা হয়। মূলত সূফীবাদী বা তাসাওউফপন্থীদের গুরুকে 'পীর' নামে অভিহিত করা হয় (পীরবাদের বেড়াজালে ইসলাম, পৃ. ৩৬)। তৃতীয় শতাব্দী হিজরীতে গ্রীক, পারসিক ও হিন্দু সভ্যতার সংমিশ্রণে পীর-মুরীদী প্রথার উৎপত্তি হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমরা একসময় তাদের ধর্মীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানকারী ব্যক্তিকে 'পীর' নামে অভিহিত করতো। যা এখনো বহু জায়গায় প্রচলিত আছে। ১৯৮১ সালের সরকারী হিসাব মতে এদেশে প্রায় দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার 'পীর' রয়েছে। যারা আল্লাহ ও বান্দার মাঝে 'অসীলা' হিসাবে পূজিত হচ্ছে। তারা নিজেদের তৈরি বিভিন্ন জঘন্য বুলি, নিয়ম-নীতি ও নোংরা দর্শনের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে যেমন ধোঁকা দিচ্ছে, তেমনি ভ্রান্তিতে নিপতিত করে পকেট ছাপ করছে। জীবিত হৌক বা মৃত হৌক তাদের সন্তুষ্টির উপরে মুরীদের ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি নির্ভর করে বলে ব্যাপকভাবে ধারণা প্রচলিত রয়েছে। এদের মতে পীরকে কামনা করা আল্লাহকে কামনা করার শামিল (নাঊযুবিল্লাহ)।

অথচ ইসলামী শরী'আতে পীর ধরা বা মুরীদ হওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয কাজ। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ এমনকি তাবে-তাবেঈনের যুগে পীর-মুরীদীর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো পীরের অনুসরণ করার নির্দেশ দেননি। বরং মহান আল্লাহ তার 'অসীলা' তথা নৈকট্য অন্বেষণ করতে বলেছেন (আল-মায়েদাহ, ৫/৩৫)। এর অর্থ 'পীর' বা কোনো মাধ্যম ধরা নয়। বরং এর অর্থ 'তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে' তাঁর নৈকট্য সন্ধান করা (তাফসীরে ইবনে কাছীর, উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্র.)। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি রসূল এ উদ্দেশেই প্রেরণ করেছি, যেন আল্লাহর নির্দেশে তাঁর আনুগত্য করা হয়' (আন-নিসা ৪/৬৪)। অপর আয়াতে তিনি বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তোমাদের নেতার আনুগত্য করো' (আন-নিসা, ৪/৫৯)। যিনি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদের পরিচালনা করেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১২৯৮; মিশকাত, হা/৩৬৬২)। রাসূলুল্লাহ ﷺ পীরও ধরতে বলেননি। বরং তিনি বলেন, 'তোমরা আমার সুন্নাত এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো (আবূ দাঊদ, হা/৪৬০৭; মিশকাত, হা/১৬৫)। অতএব, পরকালে জান্নাত পিয়াসী প্রত্যেক মুসলিম সঠিক দ্বীন পাওয়ার জন্য পীর না ধরে বরং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে জীবন চলার একমাত্র পথপ্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ করবে। আল্লাহ তা'আলা সকলকে সেই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

প্রশ্ন (২) : অমুসলিম ব্যক্তি নিজে নিজেই কালেমা পড়ে মুসলিম হতে পারে কি?

-জুয়েল বিন মনিরুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তার প্রেরিত বার্তাবাহক হিসাবে বিশ্বাস করত মুখে 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রসূলুহু' উচ্চারণ করলেই একজন ব্যক্তি মুসলিম হয়ে যায়। এর জন্য কোনো আলেম বা ইমামের সামনে পড়তে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যেমন হাবশার বাদশা নাজাশী কারও সামনে ঘোষণা না দিয়ে সবার অজান্তেই কালেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তার মৃত্যুর কথা জানতে পারেন, তখন তিনি ছাহাবীদেরকে নিয়ে গায়েবানা জানাযা পড়েন। মুনাফিক্বরা বলল, আমরা একজন অমুসলিম হাবশীর জন্য জানাযা পড়ব? তখন আল্লাহ আয়াত নাযিল করে বলেন, আহলে কিতাবগণের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যা তোমাদের প্রতি ও তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহর প্রতি অনুগত হয়ে' (আলে ইমরান, ৩/১৯৯; নাসাঈ, সুনানুল কুবরা, হা/১১০৮৮; সিলসিলা ছহীহাহ, হা/৩০৪৪; তাফসীরে ইবনু কাছীর, আলে ইমরানের ৩/১৯৯ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)। ছুমামা ইবনে উছাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে ইসলাম গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ দাওয়াত দিলেও তিনি গ্রহণ করেননি। পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হলে ইসলামের মাহাত্ম্য বুঝতে পেরে তিনি বাগানে গিয়ে গোসল করে মসজিদে প্রবেশ করে নিজে থেকেই কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান (ছহীহ বুখারী, হা/৪৬২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭৬৪)।

প্রশ্ন (৩) : তাওহীদকে তিনভাগে ভাগ করা কি ঠিক? কখন থেকে এভাবে ভাগ করার প্রচলন হয়েছে?

-মুহাম্মাদ বিলাল ওয়ারী, ঢাকা।

উত্তর : বর্তমানে শব্দগতভাবে তাওহীদের যে প্রকার দেখা যায় তা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ছাহাবীগণ হতে প্রমাণিত না

হলেও একাধিক আয়াত এবং ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, তাওহীদ তিন ভাগেই বিভক্ত। আর তা হলো, (১) তাওহীদে রুবূবিয়াহ, অর্থাৎ সৃষ্টি ও পালনে আল্লাহর একত্ব। (২) তাওহীদে উলূহিয়াহ বা ইবাদাহ, অর্থাৎ ইবাদত বা উপাসনায় একত্ব। (৩) তাওহীদে আসমা ওয়া ছিফাত, অর্থাৎ নাম ও গুণাবলির একত্ব। নিম্নোক্ত আয়াত ও ছহীহ হাদীছসমূহ তার বাস্তব প্রমাণ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ‘তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও তাদের অন্তর্বর্তী যা কিছু আছে, সে সবের রব। কাজেই তারই ইবাদত করো এবং তার ইবাদতে ধৈর্যশীল থাকো। তুমি কি তাঁর সমনাম গুণসম্পন্ন কাউকেও জানো? (মারইয়াম, ১৯/৬৫)। অত্র আয়াতে প্রথম অংশে আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের কথা এবং মধ্যের অংশে আল্লাহর উলুহিয়্যাত বা ইবাদাতের কথা বলা হয়েছে এবং শেষ অংশে তার গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া আরো দ্রষ্টব্য (আয-যারিয়াত, ৫১/৫৬; আন-নাহ্ল, ১৬/১৬-১৭; আল-ইসরা, ১৭/২৩; আন-নিসা, ৪/৩৬; আল-আনআম, ৬/১৫১ প্রভৃতি আয়াত ও ছহীহ বুখারী, হা/২৮৫৬, ৫৯৬৭, ৬২৬৭, ৬৫০০, ৭৩৭৩; ছহীহ মুসলিম, হা/৩০; মুসনাদে আহমাদ, হা/২২০৫২ প্রভৃতি হাদীছ)।

প্রশ্ন (৪) : যারা কুরআন মানে কিন্তু হাদীছ মানতে চায় না তাদের ছালাত কবুল হবে কি?

-ফারূক ইসলাম ও আব্দুল গফুর
নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তর : ভারত উপমহাদেশে আত্মপ্রকাশকারী একটি ভ্রান্ত ফেরকার নাম ‘আহলে কুরআন’। এরা অতীতের ভ্রান্ত ফেরকা খারেজী ও রাফেযীদের নতুন রূপ। তাদের মতে, কুরআনই সকল সমস্যা সমাধানের পূর্ণাঙ্গ উৎস। হাদীছ মানার কোনো প্রয়োজন নেই। অথচ এই বিশ্বাস চরম গোমরাহী ছাড়া কিছুই নয়। একথা স্বীকার করার অর্থ হলো কুরআনকেই অস্বীকার করা। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, ‘রাসূল তোমাদের যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো’ (আল-হাশর, ৫৯/৭)। এখানে আল্লাহ তা‘আলা রাসূলের বাণীকে গ্রহণ করার আদেশ দিয়েছেন। কুরআন ও হাদীছ দু’টোই আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ অহী। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের থেকে কোনো কথা বলতেন না, যা বলতেন সবকিছু অহী থেকেই বলতেন (আন-নাজম, ৫৩/৩-৪)। মহান আল্লাহ আরও বলেন, ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো ফায়ছালা দিলে কোনো মুমিন নারী-পুরুষের জন্য সে ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করার অধিকার নেই’ (আল-আহযাব, ৩৩/৩৬)। তাছাড়া আল্লাহ হাদীছ নাযিল করেছেন কুরআনের ব্যাখ্যাস্বরূপ। তাহলে হাদীছকে ছেড়ে কুরআন বুঝা সম্ভব হয় কীভাবে? আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে’ (আন-নাহ্ল, ১৬/৪৪)। যারা এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের দাবিদার কুরআন তাদের বিপক্ষেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। এমন আক্বীদায় বিশ্বাসের ফলে মানুষ কাফের হয়ে যায়। তাই যারা এই বিশ্বাস লালন করে তাওবা না করা পর্যন্ত তাদের কোন ইবাদতই কবুল হবে না। ওয়াল্লাহু আ‘লাম।

কুরআন

প্রশ্ন (৫) : রামাযান মাসে ৩০ দিনে ৩০ পারা কুরআন খতম করার নির্দিষ্ট কোনো হুকুম ও ছওয়াব আছে কি?

মাহমুদা বেগম
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : রামাযান মাসে ৩০ দিনে ৩০ পারা কুরআন খতম করার পক্ষে নির্দিষ্ট কোনো হুকুম ও ফযীলত নেই। তবে প্রত্যেক ব্যক্তি রামাযানে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করবে এটাই সুন্নাত। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রামাযানের প্রত্যেক রাতেই জিবরীল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তিনি তাঁকে কুরআন শুনাতেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৯০২, ৪৯৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/২৩০৮)। মাসরূক্ব রাহিমাহুল্লাহ আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা -এর মাধ্যমে ফাতেমা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নাবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে গোপনে বলেছেন, প্রতি বছর জিবরীল আলাইহিস সালাম আমার সঙ্গে একবার কুরআন শুনান ও শুনেন; কিন্তু এ বছর তিনি আমার সঙ্গে দুবার এ কাজ করেছেন। মনে হচ্ছে আমার মৃত্যু আসন্ন (ছহীহ বুখারী, ৬৬/৭, ‘জিবরীল আলাইহিস সালাম নাবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে কুরআন মাজীদ শুনতেন ও শুনাতেন’ পরিচ্ছেদ)। উল্লেখ্য যে, ‘রামাযানের প্রত্যেক রাতেই জিবরীল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে কুরআন তেলাওয়াত শুনতেন ও শুনাতেন’ -মর্মে বর্ণিত হাদীছের দোহাই দিয়ে আমাদের সমাজে তারাবীহর ছালাতে কুরআন খতম করার আমল চালু হয়েছে। যাকে বলা হয় ‘খতমে তারাবীহ’। অথচ ধর্মের নামে সমাজে এটি একটি নতুন প্রথা। এতে ইমাম যেমন তারতীলসহ তেলাওয়াত করতে পারেন না, তেমনি মুক্তাদীরা কিছু বুঝতে পারেন না। তাছাড়া এতে ছালাতের খুশূ-খুযূ ঠিক থাকে না। তবে তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ছালাতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ছাহাবায়ে কেরাম বেশি বেশি তেলাওয়াত করতেন মর্মে অনেক দলীল রয়েছে (মুওয়াত্ত্বা মালেক, ১/১১৫; মিশকাত, হা/১৩০২; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ, ৪/১৮৬)। সাথে সাথে যে কোনো সময় কুরআন তেলাওয়াত করলে তাতে ছওয়াবের কোনো তারতম্য ঘটে না। বরং তেলাওয়াতের ছওয়াব সর্বাবস্থায় সমান। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পড়বে তার বিনিময়ে ১০টি ছওয়াব পাবে। আমি বলছি না যে, الم একটি হরফ বরং ‘আলিফ’ একটি হরফ ‘লাম’ একটি হরফ, ‘মীম’ একটি হরফ’ (তিরমিযী, হা/২৯১০; সিলসিলা ছহীহা, হা/৩৩২৭; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/১৪১৬; ছহীহ আল-জামে‘, হা/৬৪৬৯; সুনানে দারেমী, হা/৩৩১১)।

প্রশ্ন (৬) : রেকর্ডকৃত কুরআন তেলাওয়াত শুনলে কি তেলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারী উভয়েই নেকী পাবে?

-আলমগীর
পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : রেকর্ডকৃত অবস্থায় কুরআনের তেলাওয়াত তার নিজস্ব স্থান থেকে সরে যায় বিষয়টি এমন নয়। বরং যে কোনো মাধ্যমে তেলাওয়াত হলেই তেলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারী উভয়েই নেকী পাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

'যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করো এবং নীরব নিশ্চুপ হয়ে থাকো, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা হবে' (আল-আ'রাফ, ৭/২০৪)। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পড়বে, তার বিনিময়ে সে ১০টি নেকী পাবে। আমি বলছি না যে, الم একটি হরফ; বরং 'আলিফ' একটি হরফ, 'লাম' একটি হরফ, 'মীম' একটি হরফ' (তিরমিযী, হা/২৯১০; সিলসিলা ছহীহা, হা/৩৩২৭; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/১৪১৬; ছহীহ আল জামি', হা/৬৪৬৯; সুনানে দারামী, হা/৩৩১১)। অত্র আয়াত ও হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শ্রবণকারী যখন রেকর্ডকৃত কুরআন শুনবেন তখন তিনি শ্রবণের কারণে যা নেকী পাবেন তার সমপরিমাণ নেকী রেকর্ডে তিলাওয়াতকারীর আমলনামায়ও লিখিত হবে ইনশাআল্লাহ।

হাদীছ

প্রশ্ন (৭) : আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত শু'আবুল ঈমান লিল বায়হাক্বীর ৩৮৫৪ নং হাদীছটি কি ছহীহ? যে হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ রাত হলো অর্ধ শা'বানের রাত (লায়লাতুল বারাআত)। আল্লাহ তা'আলা এ রাতে সব বান্দার প্রতি বিশেষ রহমতের দৃষ্টি দেন। ক্ষমাপ্রার্থীদেরকে ক্ষমা করেন। রহমতপ্রার্থীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। আর হিংসুকদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেন।

-মাযহারুল ইসলাম
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তর : উক্ত হাদীছটি যঈফ (আল-জামেউছ ছগীর, হা/৩৬৬২; যঈফুল জামে', হা/১৭৩৯)।

প্রশ্ন (৮) : 'বান্দা যখন ছালাতে দাঁড়ায় তখন তার পাপগুলো শরীর থেকে কাঁধে ও মাথায় চলে আসে। এরপর যখন সে মাথা নিচু করে রুকূতে যায় তখন তার পাপগুলো কাঁধ ও মাথা থেকে ঝরে নিচে পড়ে যায়'। এমর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

-ফযলে মাহমূদ
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : হ্যাঁ, এমর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّيْ أُتِيَ بِذُنُوْبِهِ، فَجُعِلَتْ عَلَى رَأْسِهِ وَعَاتِقَيْهِ، فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاقَطَتْ عَنْهُ

'বান্দা যখন ছালাতে দাঁড়ায় তখন তার পাপগুলো নিয়ে এসে তার মাথায় ও কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়। বান্দা যখনই রুকূ' বা সিজদা করে তখন তার থেকে পাপগুলো ঝরে পড়তে থাকে' (বায়হাক্বী, হা/৪৪৭৩; সিলসিলা ছহীহা, হা/১৩৯৮, সনদ ছহীহ)।

প্রশ্ন (৯) : 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা স্বপ্নে দেখলে তার জন্য জাহান্নামের আযাব হারাম হয়ে যাবে'-এ মর্মে ছহীহ কোনো দলীল আছে কি?

-রাজিবুল ইসলাম
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখার কারণে তার জাহান্নামের শাস্তি হারাম হয়ে যাবে'-এমন কথার শারঈ কোনো ভিত্তি নেই। বরং কথাটি মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। তবে মুমিন ব্যক্তি স্বপ্নে নবী-রাসূলগণকে দেখতে পারে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে আমাকে স্বপ্নে দেখবে সে সত্যই আমাকে দেখবে। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৯৯৪; ছহীহ মুসলিম, হা/২২৬৬; মিশকাত, হা/৪৬০৯-১০)।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (১০) : পুকুরে ফরয গোসল করা যাবে কি?

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : না, পুকুরে বা আবদ্ধ পানিতে ফরয গোসল করা যাবে না। কেননা আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন অপবিত্র অবস্থায় আবদ্ধ পানিতে গোসল না করে'।

তখন আবূ সায়িব রাযিয়াল্লা-হু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু! তাহলে সে কীভাবে গোসল করবে? তিনি বললেন, পানি উঠিয়ে নিয়ে গোসল করবে (ছহীহ মুসলিম, হা/৬৮৪; ইবনে মাজাহ, হা/৬০৫, নাসাঈ, হা/২২২)। তবে পুকুর যদি এমন বড় হয়, যার পানি বেশি হওয়ার কারণে তা অপবিত্র হয়না, তখন সে পানিতে ফরয গোসল করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে দু'টি বিষয় লক্ষণীয় যথা, দুই কুল্লার চেয়ে বেশী পরিমাণ পানি হওয়া এবং পানির রং, স্বাদ ও গন্ধ ঠিক থাকা। (নাসায়ী, হা/৫২; নায়লুল আওতার, পৃ.১/৪৪)

সর্বোপরি পুকুরে ফরয গোসল করা বা ইস্তিঞ্জা করা থেকে বিরত থাকাই উচিৎ।

ইবাদত→ছালাত

প্রশ্ন (১১) : ছালাতুত তাসবীহ পড়া যাবে কি?

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : প্রত্যেক মুসলিম তার দৈনন্দিন ইবাদতের ক্ষেত্রে সর্বদা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিশুদ্ধ দলীল দ্বারা ইবাদত করবে- এটাই শারঈ বিধান। কিন্তু ছালাতুত তাসবীহ একটি বিতর্কিত, সন্দেহযুক্ত ও দুর্বল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ইবাদত। কেননা এ ছালাত সংক্রান্ত হাদীছের যঈফ সূত্রসমূহ পরস্পরকে শক্তিশালী করে মনে করে শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ তাকে ছহীহ লিগায়রিহি বলেছেন (আবূ দাঊদ, হা/১২৯৭; মিশকাত, হা/১৩২৮)। ইবনু হাজার আসক্বালানী ও ছাহেবে মির'আত একে 'হাসান' স্তরে উন্নীত বলেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। বরং আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বর্ণিত এ সম্পর্কিত হাদীছকে কেউ 'মুরসাল' কেউ 'মাওকূফ' কেউ 'যঈফ' আবার কেউ 'মাওযূ' বা জাল বলেছেন। সঊদী আরবের স্থায়ী ফতওয়া কমিটি 'লাজনা দায়েমাহ' এ ছালাতকে বিদ'আত বলেছেন, صَلاَةُ التَّسْبِيْحِ بِدْعَةٌ، وَحَدِيْثُهَا لَيْسَ بِثَابِتٍ، بَلْ هُوَ مُنْكَرٌ (ফাতাওয়া আল-লাজনা আদ-দায়েমাহ, ৮/১৬৪)। অতএব এরূপ বিতর্কিত, সন্দেহযুক্ত ও দুর্বল ভিত্তির উপরে শুধু তাসবীহের জন্য কোনো বিশেষ ইবাদত বা ছালাত প্রতিষ্ঠা করা ঠিক নয়। বরং যেকোন ছালাতে বা ছালাতের বাহিরে বেশী বেশী মহান আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করাই বেশী শরীয়তসম্মত।

প্রশ্ন (১২) : তাহাজ্জুদ ছালাত কি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর উপর ফরয ছিল?

হাসিনুর রহমান
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : প্রথমদিকে তাহাজ্জুদ ছালাত রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর উপর ফরয ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তা নফল করা হয়। সা'দ ইবনু হিশাম হতে বর্ণিত, তিনি আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা -কে জিজ্ঞেস করেন যে, আমাকে রাতের ক্বিয়াম সম্পর্কে বলুন! তিনি বললেন, তুমি কি কুরআনের 'ইয়া আইয়্যুহাল মুযযাম্মিল' সূরা পাঠ করোনি? তিনি বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ, পাঠ করেছি। তিনি বললেন, এ সূরার প্রথমাংশ অবতীর্ণ হবার পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর ছাহাবীগণ এতো বেশি 'ক্বিয়ামুল লাইল' করতেন যে, তাদের পা ফুলে যেতো। অতঃপর এ সূরার শেষাংশ অবতীর্ণ হলে 'ক্বিয়ামুল লাইল' ফরয হতে নফল হিসাবে পরিবর্তন হয় (ছহীহ মুসলিম, হা/৭৪৬; নাসাঈ, হা/১৬০২; আবূ দাঊদ, হা/১৩৪২)।

প্রশ্ন (১৩) : জামা'আতে ছালাত আদায়ের সময় ইমাম উচ্চৈঃস্বরে আমীন না বললে মুছল্লীর করণীয় কী?

-ইউনুস
কানসাট, মোবারকপুর।

উত্তর : জামা'আতে ছালাত আদায়ের সময় মুক্তাদীগণ ইমামের সাথে সাথে 'আমীন' বলবে এটাই সর্বাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত (ছহীহ বুখারী, হা/৭৮০; ছহীহ মুসলিম, হা/৪১০; আবূ দাঊদ, হা/৯৩২ ও ৯৩৩; তিরমিযী, হা/২৪৮; ইবনু মাজাহ, হা/৮৫৬)। তবে ইমাম যদি সূরা ফাতিহা শেষে উচ্চৈঃস্বরে আমীন নাও বলেন তুবও মুক্তাদীকে তার 'গায়রিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালায যল্লীন' পাঠ শেষান্তে উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলতে হবে। অবশ্য এ কাজটা ইমামের বিরোধিতা হিসেবে গণ্য হবেনা। কেননা ইমামের বিরোধিতা মূলত রুকু বা সিজদার ক্ষেত্রে ইমামের আগে-পরে যাওয়ার ক্ষেত্রে ধর্তব্য। জোরে আমীন বলা, রাফউল ইয়াদায়ন করা, রুকু থেকে উঠে হাত বাধা বা ছাড়া ইত্যাদী ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণের সাথে মুক্তাদীর আমলের কোন সম্পর্ক নাই। (মাজমু ফাতাওয়া, ২৩/৩৭৫)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, ইমাম যখন 'গায়রিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালায যল্লীন' বলবেন, তখন তোমরা 'আমীন' বলো। কারণ যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৭৮২)। ওয়ায়েল ইবনু হুজর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন 'গায়রিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালায যল্লীন' বলতেন, তখন তিনি আমীন বলতেন। তিনি আমীনের আওয়াযটা উচ্চৈঃস্বরে বলতেন' (আবূ দাঊদ, হা/৯৩২, সনদ ছহীহ)। অপর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন 'গায়রিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালায যল্লীন' বলতেন, তখন তাকে আমীন বলতে শুনেছি। তিনি আমীনের আওয়ায উচ্চৈঃস্বরে বলতেন (তিরমিযী, হা/২৪৮, সনদ ছহীহ)।

প্রশ্ন (১৪) : ছালাতুল ইশরাক, চাশত ও আওয়াবীন-এর রাক'আত সংখ্যা এবং সময়সীমা কত? এ ছালাতের ফযীলত কী?

-নাজনীন পারভীন
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর : ছালাতুল ইশরাক, চাশত ও আওয়াবীন এই তিন নামে এক ও অভিন্ন ছালাতকে বুঝানো হয়। ইশরাক শব্দের অর্থ হলো, সূর্য উদিত হওয়া অর্থাৎ সূর্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে উক্ত ছালাতের সময় শুরু হয়। প্রথম প্রহরের শুরুতে পড়লে তাকে 'ছালাতুল ইশরাক্ব' বলে এবং কিছু পরে দ্বিপ্রহরের পূর্বে পড়লে তাকে 'ছালাতুয যোহা' বা 'চাশতের ছালাত' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে ফজরের ছালাত আদায়ের পর সেখানে বসেই যিকির-আযকারে মাশগূল থাকল। অতঃপর

সূর্যোদয়ের পর সেখানেই দু'রাক'আত ছালাত আদায় করল।

সে ব্যক্তি একটি পূর্ণ হজ্জ ও ওমরার ন্যায় ছওয়াব পেল' (তিরমিযী, হা/৫৮৬, সনদ হাসান; মিশকাত, হা/৯৭১)। বুরায়দা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড় আছে। অতএব মানুষের কর্তব্য হলো প্রত্যেক জোড়ের জন্য একটি করে ছাদাক্বাহ করা। ছাহাবীগণ বললেন, কার শক্তি আছে এই কাজ করার হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, চাশতের দু'রাক'আত ছালাতই এ জন্য যথেষ্ট' (আবূ দাঊদ, হা/৫২৪২; মিশকাত, হা/১৩১৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৭২০; মিশকাত, হা/১৩১১)। আর রোদ্রের তাপে উত্তপ্ত বালুর গরমে উটের বাচ্চার পায়ের ক্ষুর পুড়ে যাওয়ার মতো সময়ে উক্ত ছালাত আদায় করলে তাকে 'ছালাতুল আওয়াবীন' বলা হয়'। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ছালাতুল আওয়াবীন'-এর সময় হলো তখন, যখন (রোদের তাপে) উটের বাচ্চার ক্ষুর গরম হয়ে যায়' (ছহীহ মুসলিম, হা/৭৪৮; মিশকাত, হা/১৩১২)। উক্ত ছালাত চার রাক'আতও আদায় করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যে ব্যক্তি দিনের প্রথমাংশে চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে তার জন্য দিনের শেষ পর্যন্ত যথেষ্ট হবে' (তিরমিযী, হা/৪৭৫)। উল্লেখ্য যে, মাগরিবের ছালাতের পরে 'ছালাতুল আওয়াবীন' নামে যে ৬ রাক'আত ছালাত পড়ার প্রথা সমাজে চালু আছে শরী'আতে তার কোনো ভিত্তি নেই। মূলত চাশতের সময় যে ছালাত পড়া হয় সেটাই আওয়াবীনের ছালাত (ছহীহ মুসলিম, হা/৭১৯; মিশকাত, হা/১৩১০)।

প্রশ্ন (১৫) : একদা নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ছালাতে দাঁড়িয়ে ভোর হওয়া পর্যন্ত একটি আয়াত বার বার তেলাওয়াত করতে থাকেন। প্রশ্ন হলো, এখানে কোন ছালাতের কথা বলা হয়েছে এবং সে আয়াত কোনটি? দ্বিতীয়ত, ফরয ছালাতে একই আয়াত বার বার তেলাওয়াত করা যাবে কি?

-আব্দুর রহমান
সিরাজগঞ্জ সদর।

উত্তর : এখানে ক্বিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ ছালাতের কথা বলা হয়েছে (তিরমিযী, হা/৪৪৮; 'রাতের ছালাতের ক্বিরাআত' পরিচ্ছেদ)। আর উক্ত ছালাতে বার বার তেলাওয়াতকৃত আয়াতটি ছিল সূরা আল-মায়েদার ১১৮ নং আয়াত। এমর্মে আবূ যার গিফারী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) (রাতে) ছালাতে দাঁড়ালেন এবং একটি মাত্র আয়াত পড়তে পড়তে ভোর করে ফেললেন। আয়াতটি হলো,

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

'(হে আল্লাহ!) যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন। তারা আপনার দাস। আর যদি আপনি তাদের ক্ষমা করেন। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান' (আল-মায়েদাহ, ৫/১১৮; নাসাঈ, হা/১০১০; ইবনু মাজাহ, হা/১৩৫০; মিশকাত, হা/১২০৫)। দ্বিতীয়ত, ফরয ছালাতে সহজসাধ্য একই আয়াত বার বার তেলাওয়াত করা যাবে, এতে ছালাতের কোনো ক্ষতি হবে না। উক্ত আয়াতই তার প্রমাণ। রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যখন তুমি ছালাতের জন্য দাঁড়াবে, তখন তাকবীর বলবে। অতঃপর কুরআন হতে যা তোমার পক্ষে সহজ তা পড়বে। অতঃপর রুকূ'তে যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে রুকূ' করবে। অতঃপর সিজদা হতে উঠে স্থির হয়ে বসবে। আর তোমার পুরো ছালাত এভাবেই আদায় করবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৭৫৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৯৭)।

প্রশ্ন (১৬) : একই মসজিদে জুম'আর ছালাতে দুইবার জামা'আত করা যাবে কি?

-শোয়াইবুর রহমান
রাজবাড়ী, নাটোর।

উত্তর : না, একই মসজিদে জুম'আর ছালাতের জন্য একাধিকবার জাম'আত করা যাবে না। কেননা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে ইজামের পক্ষ থেকে কোনো আমল পাওয়া যায় না (ফাতাওয়া আল-লাজনা আদ-দায়েমাহ, ৮/২৬২)। বরং যথাসময়ে জুম'আর ছালাতের জামা'আতে উপস্থিত হতে হবে এবং অন্তত এক রাক'আত পেতে হবে। আর ঐ এক রাক'আতও যদি না পায় তাহলে যোহরের ছালাত আদায় করবে। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুম'আর এক রাক'আত পেয়েছে সে যেন তার সাথে দ্বিতীয় রাক'আত যোগ করে এবং যার দুই রাক'আতই ছুটে গেছে সে যেন চার রাক'আত আদায় করে অথবা, সে যেন যোহরের ছালাত আদায় করে (দারাকুত্বনী, হা/১৬২০; ইবনু মাজাহ, হা/১১২১; ইবনু আবী শায়বাহ, হা/৫৩৩৫; ইবনু খুযায়মাহ, হা/১৮৫১; মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/১০৭৮; মিশকাত, হা/১৪১৯)।

প্রশ্ন (১৭) : জায়নামাযে বা মেঝেতে ময়লা থাকলে তা ছালাত অবস্থায় হাত দিয়ে কিংবা ফুঁক দিয়ে পরিষ্কার করা যাবে কি?

-আব্দুর রহমান
সিরাজগঞ্জ সদর।

উত্তর : একান্ত সমস্যা ব্যতীত ছালাতের স্থান হতে সাধারণ ময়লা বা কঙ্কর পরিষ্কার করা যাবে না। কেননা, ছালাতে একাগ্রতা বহির্ভূত কোনো কাজ করা যাবে না। যেহেতু এটা ছালাতে একাগ্রতা বিনষ্টের অন্তর্ভুক্ত; তাই তা পরিহার করা উচিত। তবে একান্ত প্রয়োজনে তা একবার পরিষ্কার করা যেতে পারে। কিন্তু তার চেয়ে বেশি করা যাবে না। মু'আয়ক্বিব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) জনৈক ব্যক্তিকে ছালাতরত অবস্থায় সিজদার স্থান (হতে কঙ্কর সরিয়ে) সমান করতে দেখে বললেন, 'তোমাকে যদি এরূপ করতেই হয়, তাহলে মাত্র একবারের জন্য করতে পারো' (ছহীহ বুখারী, হা/১২০৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১২৪৭; মিশকাত, হা/১২৪৭; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৫৫৪৮)।

প্রশ্ন (১৮) : সামনের কাতার পূরণ হয়ে গেলে পিছনের কাতারে একাকী দাঁড়ানো যাবে কি?

ফযলে মাহমূদ
মোহনপুর, রাজশাহী।

কাতারে প্রবেশ করার মতো কোনো সুযোগ না থাকলে এবং এদিক-ওদিক লক্ষ করে কোনো মুছল্লীকে না পেলে, এমতাবস্থায় একাকী দাঁড়িয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, সামনের কাতার থেকে মুছল্লীকে টেনে নেওয়ার হাদীছ যঈফ (আল-মু'জামুল কাবীর, হা/৩৯৪; মুসনাদে আবী ইয়া'লা, হা/১৫৮৮; বুলূগুল মারাম, হা/৪২০)। তাছাড়া এতে সামনের কাতারে ফাঁকা সৃষ্টি হয়। আর সামনের কাতারে ফাঁকা রেখে ছালাত হবে না।

প্রশ্ন (১৯) : ঢিলেঢালা বা বড় এমন জামা পরা আছে যা নাভিকে ঢেকে রেখেছে। কিন্তু প্যান্ট বা পাজামা নাভির নিচে পরা হয়েছে। এতে কি শারঈ বিধান লঙ্ঘিত হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তর : কাপড় পরিধান করার মূল উদ্দেশ্য হলো ছতর আবৃত রাখা (আবূ দাঊদ, হা/৪৯৬; মিশকাত, হা/৩১১১)। সুতরাং যদি ছতর উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকে তাহলে এমন পোশাক পরিধানে কোনো সমস্যা নেই। তবে প্যান্ট বা পাজামা যদি রুকূ-সিজদায় যাওয়ার সময় ঢেকে রাখা অঙ্গগুলো উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে তা পরিধান করা যাবে না।

প্রশ্ন (২০) : বসে জুম'আর খুৎবা দেওয়া যাবে কি?

-শহীদ সরদার
আদমদিঘী, বগুড়া।

উত্তর : জুম'আর খুৎবা দাঁড়িয়ে প্রদান করতে হবে। এটাই বিধিবদ্ধ সুন্নাত। জাবের ইবনু সামুরা রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুত্বা দিতেন। অতঃপর মাঝে একটু বসতেন। তারপর আবার দাঁড়িয়ে খুত্বা দিতেন। রাবী বলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, তিনি বসে খুত্বা দিতেন, তাহলে সে মিথ্যারোপ করল। আল্লাহর কসম! আমি তাঁর সাথে দুই হাজারেরও অধিকবার ছালাত আদায় করেছি (অথচ কখনো তাঁকে বসে খুত্বা প্রদান করতে দেখিনি (ছহীহ মুসলিম, হা/৮৬২; মিশকাত, হা/১৪১৫)। ইবনে উমার রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুম'আতে দুইটি খুত্বা প্রদান করতেন। প্রথমে তিনি মিম্বারে উঠে মুআযযিন আযান শেষ না করা পর্যন্ত বসে থাকতেন। অতঃপর উঠে দাঁড়িয়ে (প্রথম) খুত্বা দিতেন। তারপর বসতেন এবং কোনো কথা না বলে আবার দাঁড়াতেন এবং (দ্বিতীয়) খুত্বা দিতেন (ছহীহ মুসলিম, হা/২০৩২; আবূ দাঊদ, হা/১০৯২; সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী, হা/৫৫৩৮)। কেউ যদি বসে খুত্বা প্রদান করে, তাহলে তা বিদ'আত হবে, যা পরিত্যাজ্য। তবে অসুস্থতাজনিত কারণে খত্বীব বসে খুত্বা শেষ করতে পারেন (ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/২৩২)।

প্রশ্ন (২১) : খুত্বার সময় বাঁশ বা কাঠের পরিবর্তে লোহা, এ্যালুমিনিয়াম বা প্লাস্টিকের লাঠি ব্যবহার করা যাবে কি?

-আবীর আহমাদ
শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : খুত্বার সময় যে কোনো ধরনের লাঠি ব্যবহার করা সুন্নাত। চাই তা কাঠের বিকল্প যাই হোক না কেন। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুম'আর খুত্বা প্রদানের সময় লাঠি অথবা ধনুকের উপর ভর দিয়েও খুত্বা প্রদান করেছেন (আবূ দাঊদ, হা/১০৯৬, সনদ হাসান; বায়হাক্বী, সুনানুছ ছুগরা, হা/৪৮৪)। অতএব কাঠের বিকল্প হিসাবে লোহা, এ্যালুমিনিয়াম বা প্লাস্টিকের লাঠি ব্যবহার করা যায়। এতে শারঈ কোনো বাধা নেই। কেননা লাঠি তৈরির ধাতু যেটাই হোক না কেন, সেটা লাঠি নামই বহন করে।

মসজিদ-মুছাল্লা

প্রশ্ন (২২) : মসজিদ ফান্ডের টাকা দিয়ে কি দায়িত্বশীলগণ মিটিংয়ের নাস্তার ব্যবস্থা করতে পারে?

-ফারূক ইসলাম ও শাহিন কাদির
নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তর : মসজিদ ফান্ডের টাকা-পয়সা জনসাধারণের আমানত। সেটা মসজিদের কাজে ব্যয় করা দায়িত্বশীলগণের পবিত্র দায়িত্ব। সুতরাং মসজিদের অর্থ-সম্পদ মসজিদের কাজেই ব্যবহার করতে হবে। তবে শ্রমের বিনিময় হিসেবে দায়িত্বশীলগণের অনুমতিক্রমে মসজিদ ফান্ডের টাকা-পয়সা খরচ করতে পারে। কিন্তু মসজিদের টাকা সাশ্রয় করার জন্য কমিটির ধনী ব্যক্তিদের উচিৎ নিজের পকেট থেকে এই ধরণের আনুষঙ্গিক খরচগুলো বহন করা।

প্রশ্ন (২৩) : কী কী কারণে মসজিদ পৃথক করা যায়? উক্ত কারণ ব্যতীত যদি কোনো মসজিদ পৃথকভাবে তৈরি করা হয়, তাহলে সেখানে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-শাকিল হোসাইন
চরগগণপুর, জামালপুর সদর।

উত্তর : প্রয়োজন ও সুবিধার স্বার্থে কোনো প্রকারের হিংসা-বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব-ফ্যাসাদ সৃষ্টি এবং ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ওয়াক্বফকৃত যে কোনো স্থানে পৃথকভাবে মসজিদ নির্মাণ করা যেতে পারে এবং সে মসজিদে ছালাত আদায় করা যেতে পারে। যেমন : পুরাতন মসজিদে জায়গা সংকুলান না হলে; অথবা মসজিদে যাতায়াতের রাস্তা না থাকলে; কিংবা মসজিদের জায়গা ওয়াক্বফ করে দিতে রাযী না হলে; ইত্যাদি। এ ব্যতীত

মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, মুসলিম সমাজের ঐক্য নষ্ট করা এবং যাবতীয় ভ্রান্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যে মসজিদ নির্মাণ করা হয়, সে মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে না। এমন মসজিদকে 'মসজিদে যেরার' বলা হয়। এমন মসজিদ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, (হে নবী!) আপনি কখনো সেখানে গিয়ে ছালাত আদায় করবেন না (আত-তওবা, ৯/১০৮)। মসজিদে যেরারের পরিচয় উল্লেখ্য করে মহান আল্লাহ বলেন, 'আর কেউ কেউ এমন আছে, যারা ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্যে, কুফরী করার উদ্দেশ্যে, বিশ্বাসীদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং যে ব্যক্তি ইতোপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তার ঘাঁটিস্বরূপ (নতুন) মসজিদ নির্মাণ করেছে। তারা অবশ্যই শপথ করে বলবে, আমরা কেবল কল্যাণ চেয়েছি। পক্ষান্তরে আল্লাহ সাক্ষ্য যে, তারা সবাই মিথ্যুক' (আত-তওবা, ৯/১০৭)।

ইবাদত ⟶ ছিয়াম

প্রশ্ন (২৪) : অনেক সময় আরবী মাসের হিসাব ঠিক রাখতে পারি না। তাই বাংলা বা ইংরেজি মাসের প্রতি ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ ছিয়াম রাখা যাবে কি?

-মারুফ হোসেন
রূপসা, খুলনা।

উত্তর : বাংলা বা ইংরেজি মাসের তারিখ হিসাব করে ছিয়াম রাখা যাবে না। কেননা ছিয়াম পালনের বিষয়টি আরবী মাসের সাথে সম্পৃক্ত, যা চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখো এবং চাঁদ দেখে ইফতার করো' (ছহীহ বুখারী, হা/১৯০৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৮১; মিশকাত, হা/১৯৭০)। সুতরাং প্রতি মাসের ছিয়াম রাখার আমলটি আরবী মাসের হিসাব অনুযায়ী পালন করতে হবে। আবূ যার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, হে আবূ যার! যখন তুমি মাসের তিন দিন ছিয়াম রাখবে, তখন (আরবী মাসের) ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রাখবে (তিরমিযী, হা/৭৬১; নাসাঈ, হা/২৪২৪; মিশকাত, হা/২০৫৭, সনদ হাসান ছহীহ)।

প্রশ্ন (২৫) : মানতের ছিয়াম শা'বান মাসে রাখা যায় কি?

-হাসিনুর রহমান
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও

উত্তর : হ্যাঁ, যাবে। কেননা মানতের ছিয়াম ওয়াজিব। আর ওয়াজিব বা ক্বাযা ছিয়ামসমূহ রামাযান মাস ব্যতীত অন্য যে কোনো মাসে রাখা যায়। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) তাঁর রামাযানের ছুটে যাওয়া ছিয়াম পরবর্তী শা'বান মাসে পালন করতেন (ছহীহ বুখারী, হা/১৯৫০; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৪৬; আবূ দাউদ, হা/২৩৯৯; সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী, হা/৮২১০; মিশকাত, হা/২০৩০)। উল্লেখ্য নফল ছিয়াম ১৫ শা'বানের পর রাখা যাবে না। আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যখন শা'বান মাস অর্ধেক হয়ে যায়, তখন তোমরা আর (নফল) ছিয়াম রেখো না (আবূ দাউদ, হা/২৩৩৭)। তবে রামাযানের সাথে মিলে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকলে রাখতে পারে।

প্রশ্ন (২৬) : আরাফা, আশূরা, সাপ্তাহিক ও মাসিক নফল ছিয়ামগুলোর ক্বাযা আদায় করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ ছিদ্দীক্ব
শেরপুর, বগুড়া।

উত্তর : আরাফা ও আশূরার নফল ছিয়াম নির্দিষ্ট মাস ও দিনের সাথে সম্পৃক্ত। বিধায় এগুলোর ক্বাযা আদায় করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'আরাফার দিনের ছিয়াম- আমি আশা করি, আল্লাহর নিকট তা তার পূর্বের এক বছর ও পরের এক বছরের গুনাহর কাফফারা হবে এবং আশূরার ছিয়াম- আমি আশা করি, আল্লাহর নিকট তা তার পূর্বের এক বছরের গুনাহর কাফফারা হবে' (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২; আবূ দাউদ, হা/২৪২৫; তিরমিযী, হা/৭৫২; ইবনু মাজাহ, হা/১৭৩৮; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ, হা/২০৮৭; মিশকাত, হা/২০৪৪)। তবে সাপ্তাহিক নফল ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করা যায়। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও কতিপয় ছাহাবীকে দাওয়াত করলাম। খাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে জনৈক ছাহাবী (নফল) ছিয়ামরত থাকায় খাবারে অংশগ্রহণ করলেন না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে ছিয়াম ভঙ্গ করে খাবার গ্রহণ করতে বললেন এবং ইচ্ছা করলে পরবর্তীতে এটার ক্বাযা আদায় করার জন্য বললেন (বায়হাক্বী, ৪/৪৬২, হা/৮৩৬২, 'নফল ছিয়াম ক্বাযা করা ঐচ্ছিক' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান; নায়লুল আওত্বার ২/২৫৯, 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)। আর মাসিক নফল ছিয়াম তথা আইয়ামে বীযের ছিয়াম, মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রাখতে হবে (ছহীহ আত-তারগীব, হা/১০৩৮)। তবে কোনো কারণে উক্ত তারিখে রাখা সম্ভব না হলে মাসের যে কোনো তারিখে রাখা যাবে। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, 'রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাসের যে কোনো দিনে তিনটি ছিয়াম রাখতেন' (ছহীহ মুসলিম, হা/২৮০১; মিশকাত, হা/২০৪৬)।

ইবাদত ⟶ যিকির ও দু'আ

প্রশ্ন (২৭) : ঋণ হতে মুক্তি লাভের জন্য নির্ধারিত কোন দু'আটি পড়তে হবে?

-আব্দুল আযীয
সাভার, ঢাকা।

উত্তর : ঋণ হতে মুক্তি লাভের জন্য নিচের দু'আটি পড়তে হবে। তা হলো,

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

উচ্চারণ : 'আল্লাহুম্মাক ফিনী বিহালালিকা আন হারামিকা ওয়া আগনিনী বিফাযলিকা আম্মান সিওয়াকা'। **অর্থ :** 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হালাল (জিনিসের) সাহায্যে হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখো এবং তুমি তোমার রহমতের মাধ্যমে আমাকে পরমুখাপেক্ষী হতে রক্ষা করো'। এ দু'আর গুরুত্ব সম্পর্কে আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, একদিন তার কাছে জনৈক চুক্তিবদ্ধ দাস (মুকাতাব) এসে বলল, আমি আমার মনিবের সাথে সম্পদের লিখিত চুক্তিপত্রের মূল্য পরিশোধ করতে পারছি না; আমাকে সাহায্য করুন। উত্তরে তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দিব, যা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে শিখিয়েছেন? যদি তোমার উপর বড় পাহাড়সম ঋণের বোঝাও থাকে, আল্লাহ তা (এ দু'আর মাধ্যম) পরিশোধ করে দিবেন' (তিরমিযী, হা/৩৫৬৩; আহমাদ, হা/১৩১৯; মুসতাদরাকে হাকেম, হা/১৯৭৩; সিলসিলা ছহীহা, হা/২৬৬; মিশকাত, হা/২৪৪৯)।

প্রশ্ন (২৮) : কাউকে কিছু দান করার পর তার কাছে দু'আ চাওয়া যাবে কি?

হাসিবুর রহমান
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : দান করে দু'আ চাওয়া যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জনৈক ব্যক্তির বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া শেষে চলে যেতে উদ্যত হলে বাড়ির মালিক তাঁর ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে তাদের জন্য দু'আ করতে বলেন। এ মর্মে আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার পিতার নিকট পৌঁছলেন। আমরা তাঁর নিকট কিছু রুটি ও খেজুর, পনির ও ঘি মিশ্রিত এক জাতীয় মিষ্টান্ন পেশ করলাম। তিনি তার কিছু খেলেন। অতঃপর তাঁর নিকট কিছু খেজুর উপস্থিত করা হলো। তখন তিনি তা খেতে লাগলেন এবং তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী মিলিয়ে তাদের মধ্যখান দিয়ে তার বিচি ফেলতে লাগলেন। অপর বর্ণনায় রয়েছে, তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলীদ্বয়ের পিঠের দিক দিয়ে বিচি ফেলতে লাগলেন। অতঃপর তাঁর নিকট কিছু পানীয় আনা হলো এবং তিনি তা পান করলেন। অতঃপর আমার পিতা তাঁর সওয়ারীর লাগাম ধরে বললেন, আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট কিছু দু'আ করুন। তখন তিনি বললেন, اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ 'হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে যা দান করেছেন তাতে আপনি বরকত দান করুন এবং তাদেরকে মাফ করুন ও দয়া করুন' (ছহীহ মুসলিম, হা/২০৪২; মিশকাত, হা/২৪২৭)। তবে কোনো প্রকার দাবী-দাওয়া ছাড়াই একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করা উত্তম। মহান আল্লাহ বলেন, 'আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে অন্ন দান করে। আর বলে, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে খাবার দান করি, আমরা তোমাদের কাছ থেকে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়' (আদ-দাহর, ৭৬/৮)।

প্রশ্ন (২৯) : 'বিসমিল্লাহ' ও 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' পাঠ সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন?

-নাজনীন পারভীন
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর : 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' পুরোটাই পড়বে কুরআন তেলাওয়াতের শুরুতে। চাই তা ছালাতে হোক কিংবা ছালাতের বাইরে যখনই হোক না কেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৪০০; আবূ দাঊদ, হা/৭৭৮; মিশকাত, হা/২২১৮) এবং লিখবে চিঠি-পত্রের শুরুতে। যেমন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রোম-পারস্যের সম্রাটদের কাছে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তাতে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' লেখা ছিল (ছহীহ বুখারী, হা/৭)। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যে চুক্তিনামা লেখা হয়েছিল, তাতেও তিনি (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পূর্ণ 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' লেখার কথা বলেছিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৭৩১, ২৭৩২)। আবূ বকর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে বাহরাইনের গভর্নর হিসাবে পাঠানোর সময় যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতেও পূর্ণ 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' লেখা ছিল (ছহীহ বুখারী, হা/১৪৫৪)। এছাড়া ওযূ, গোসল ও খানা-পিনাসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যে ব্যক্তি 'বিসমিল্লাহ' বলে না, তার ওযূ হয় না' (তিরমিযী হা/২৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭)। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ খাদ্য খাবে, সে যেন বিসমিল্লাহ বলে' (আবূ দাঊদ, হা/৩৭৬৭; ইবনু মাজাহ, হা/৩২৬৪)। জাবির (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'বিসমিল্লাহ' বলে তুমি তোমার দরজা বন্ধ করো। কারণ শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। 'বিসমিল্লাহ' বলে বাতি নিভিয়ে দাও। একটু কাঠখড়ি হলেও আড়াআড়িভাবে রেখে 'বিসমিল্লাহ' বলে পাত্রের মুখ ঢেকে রাখো। 'বিসমিল্লাহ' বলে পানির পাত্র ঢেকে রাখো' (বুখারী, হা/৩২৮০; মুসলিম, হা/২০১২; আবূ দাঊদ, হা/৩৭৩১; তিরমিযী, হা/২৮৫৭)।

প্রশ্ন (৩০) : অনেক সময় অসুস্থ ব্যক্তিরা পেশাব-পায়খানার কষ্টের কারণে সেখানে বসে মনে মনে আল্লাহর নিকট সাহায্য চায়। এটা করা কি ঠিক হবে?

-নাজনীন পারভীন
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর : পেশাব-পায়খানা চলাকালীন আল্লাহর যিকির থেকে বিরত থাকাই উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে পেশাব-পায়খানা অবস্থায় জনৈক ছাহাবী সালাম দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি তার জওয়াব দেননি। বরং তা থেকে অবসর হয়ে তিনি জওয়াব দেন। আবূ জুহাইম আনছারী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জামাল নামক কূপের দিক হতে আসলেন। তখন জনৈক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হলে সে তাঁকে সালাম দিল। কিন্তু নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তর দিলেন না, যতক্ষণ

পর্যন্ত তিনি একটি দেওয়ালের নিকট আসলেন এবং তার মুখমণ্ডল ও হাত মাসাহ করলেন। অতঃপর তিনি সালামের উত্তর দিলেন (ছহীহ বুখারী হা/৩৩৭; ছহীহ মুসলিম হা/৩৬৯; মিশকাত, হা/৫৩৫)। তবে পেশাব-পায়খানায় প্রবেশের সময় দু'আ পড়তে ভুলে গেলে কিংবা পেশাব-পায়খানার কষ্টের কারণে সেখানে বসে মনে মনে আল্লাহর নিকট দু'আ ও সাহায্য চাইতে পারে (ফাতহুল বারী, ১/২৪০; আল-আওসাত্ব, ইবনুল মুনযির, ১/৩৬৬)।

প্রশ্ন (৩১) : রাগ দমনের কোনো দু'আ আছে কি?

-ফারূক ইসলাম
নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তর : রাগ দমনের জন্য 'আঊযুবিল্লাহ'; আঊযুবিল্লাহি মিনাশ-শাইত্বন' অথবা, 'আঊযুবিল্লাহি মিনাশ-শাইত্বনির রাজীম' দু'আটি পড়া যায়। সুলাইমান ইবনু সুরাদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন দুইজন লোক গালাগালি করছিল। তাদের এক জনের চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল এবং তার রগগুলো ফুলে গিয়েছিল। তখন নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'আমি এমন একটি দু'আ জানি, যদি এ লোকটি তা পড়ে তবে তার রাগ দূর হয়ে যাবে। সে যদি পড়ে 'আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তান' অর্থাৎ, আমি শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। তবে তার রাগ চলে যাবে। তখন তাকে বলল, নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তুমি আল্লাহর নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় চাও। সে বলল, আমি কি পাগল হয়েছি? (ছহীহ বুখারী, হা/৩২৮২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬১০)।

প্রশ্ন (৩২) : সূরা আল-ইনশিরাহ বা সূরা আলাম নাশরাহ সাতবার তেলাওয়াত করে পানিতে ফুঁ দিয়ে পান করলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়'-এমন কোনো ছহীহ বর্ণনা আছে কি? স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির জন্য কোনো দু'আ-দরূদ বা শারঈ কোনো নিয়মনীতি আছে কি?

-আবূ তাহের
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তর : স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির জন্য সূরা আল-ইনশিরাহ সাতবার তেলাওয়াত করত পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করার পক্ষে কোনো ছহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির জন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দু'আগুলো যে কোনো সময় পড়ে আল্লাহর কাছে জ্ঞান চাওয়া যায়। যেমন, (১) رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا উচ্চারণ : রব্বি যিদনী 'ইল্মা। অর্থ : হে প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও (ত্বো-হা, ২০/১১৪)। (২) رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي উচ্চারণ : রব্বিশ রহ-লী ছদরী ওয়া ইয়াসসিরলী আমরী ওয়াহলুল উক্বদাতাম মিন লিসানী ইয়াফক্বহু ক্বওলী। অর্থ : হে আমার প্রভু! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও। আমার করণীয় কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও। আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দাও, যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে (ত্বে-হা, ২০/২৫-২৮)।

(৩) اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً وَرِزْقًا طَيِّبًا. **উচ্চারণ :** আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস-আলুকা 'ইলমান নাফি'আন, ওয়া 'আমালাম মুতাক্বাব্বালান, ওয়া রিযক্বান ত্বাইয়্যিবান। অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে উপকারী জ্ঞান, কবুলযোগ্য আমল ও পবিত্র রূযী প্রার্থনা করছি (ইবনু মাজাহ, হা/৯২৫; ত্বাবারানী ছাগীর, হা/৭৩৫; মিশকাত, হা/২৪৯৮)।

ইবাদত → যাকাত

প্রশ্ন (৩৩) : বেতন হতে কর্তিত টাকা (যা অবসরের পর পাওয়া যাবে) যদি কর্তৃপক্ষের নিকট জমা থাকে এবং তা নিসাব পরিমাণ হয়ে যায়, তাহলে কি আমাকে তার যাকাত দিতে হবে?

-মারুফুল ইসলাম
দিগদানা, যশোর।

উত্তর : প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমাকৃত টাকা নিজের পূর্ণ অধিকারে থাকলে অর্থাৎ যে কোনো সময়ে উঠানো সম্ভব হলে সূদের টাকা ব্যতীত বাকী টাকার যাকাত দিতে হবে। কারণ যাকাত দেওয়ার জন্য নিসাব পরিমাণ সম্পদের পূর্ণ মালিক হওয়া যরূরী। আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'এক বছর অতিক্রম না হওয়া পর্যন্ত কোনো সম্পদের যাকাত নেই' (আবূ দাঊদ, হা/১৫৭৩)।

(৩৪) : স্ত্রী উপার্জন করলে তার যাকাত ও কুরবানী স্বামী দিবে, না-কি স্ত্রী দিবে?

-তরীকুল ইসলাম
ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তর : স্ত্রী উপার্জন করে যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় অথবা যে কোনোভাবে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়, তাহলে তার যাকাত তাকেই আদায় করতে হবে। স্ত্রী যদি স্বামীকে ওয়াকীল নির্ধারণ না করে এবং স্বামী তার পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করে দেয়, তাহলে এই যাকাত আদায় হবে না। কেননা যাকাত হলো একটি ইবাদত। আর ইবাদতের জন্য নিয়্যত শর্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল' (ছহীহ বুখারী, হা/১; আবূ দাউদ, হা/২২০৩; মিশকাত, হা/১)। আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ঈদুল আযহা অথবা, ঈদুল ফিতরের দিনে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ঈদগাহে গেলেন এবং ছালাত শেষ করলেন। পরে লোকদের উপদেশ দিলেন এবং তাদের ছাদাক্বা করার নির্দেশ দিলেন আর বললেন, লোক সকল! তোমরা ছাদাক্বা করো।

অতঃপর মহিলাগণের নিকট গিয়ে বললেন, মহিলাগণ! তোমরা ছাদাক্বা করো। আমাকে জাহান্নামে তোমাদেরকে অধিক সংখ্যক দেখানো হয়েছে। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এর কারণ কী? তিনি বললেন, তোমরা বেশি অভিশাপ দিয়ে থাকো এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকো। হে মহিলাগণ! জ্ঞান ও দ্বীনে অপরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দৃঢ়চেতা পুরুষের বুদ্ধি হরণকারিণী তোমাদের মতো কাউকে দেখিনি। যখন তিনি ফিরে এসে ঘরে পৌঁছলেন, তখন ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু -এর স্ত্রী যায়নাব রাযিয়াল্লা-হু আনহা তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! যায়নাব এসেছেন। তিনি বললেন, কোন যায়নাব? বলা হলো ইবনু মাসঊদের স্ত্রী। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাকে আসতে দাও। তাকে অনুমতি দেওয়া হলো। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আপনি ছাদাক্বা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমার অলংকার আছে। আমি তা ছাদাক্বা করার ইচ্ছা করেছি। ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু মনে করেন, আমার এ ছাদাক্বায় তার এবং তার সন্তানদেরই হক্ব বেশি। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু ঠিক বলেছেন। তোমার স্বামী ও সন্তানই তোমার এ ছাদাক্বার অধিক হাক্বদার (ছহীহ বুখারী, হা/১৪৬২)। এ হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, স্ত্রীর যাকাত স্ত্রীকেই আদায় করতে হয় এবং স্বামী ও সন্তানাদী গরীব হলে তারাই এই মালের বেশি হক্বদার। সামর্থ্য থাকলে স্ত্রী কুরবানী করতে চাইলে কুরবানী করতে পারে। উম্মে সালমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যিলহজ্জের দশম তারিখে তোমাদের কেউ কুরবানী করতে চাইলে সে যেন কুরবানী না করা পর্যন্ত তার চুল ও নখ না কাটে' (নাসাঈ, হা/৪৩৬৩; মিশকাত, হা/১৪৫৯)। তবে পরিবারের কর্তা কুরবানী দিলে সবার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে (তিরমিযী, হা/১৫১৮; আবূ দাঊদ, হা/২৭৮৮, সনদ ছহীহ; ইবনু মাজাহ, হা/৩১২৫, সনদ হাসান)।

মৃত্যু-কবর-জানাযা

প্রশ্ন (৩৫) : কবরস্থানের জমি কি ওয়াক্বফ করা যরূরী? খাছ জমিতে কি কবর দেওয়া যাবে?

-ওমর ফারূক
পঞ্চগড়।

উত্তর : কবরস্থানের জমি ওয়াক্বফ হওয়াই শরী'আতসম্মত (মাওয়াহিবুল জালীল লিল হাত্ত্বব, ৫/৪৯৫)। কেননা কবরস্থানের জমি ওয়াক্বফ না হলে মানুষ সহজেই তা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের চেষ্টা করবে। তখন কবরকে সম্মান করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। কবরস্থানের জমি যে ওয়াক্বফকৃত হতে হবে বাক্বীউল গারক্বাদ তার প্রমাণ। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর যুগ হতে অদ্যবধি স্থানটিকে কবরস্থান হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু কেউ তাকে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেননি। আর খাছ জমিতে কবর না দেওয়াই উত্তম। কেননা খাছ জমি এমন জায়গা যা নিরাপদ রাখা সম্ভব নয়।

তবে কবরস্থান বা ব্যক্তিগত জায়গা না পেলে উক্ত জমিতে কবর দিতে পারে।

প্রশ্ন (৩৬) : জানাযার ছালাত কখন চালু হয় এবং কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জানাযার ছালাতের পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন?

-বুরহানুদ্দীন
উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : জানাযার ছালাত ১ম হিজরীতে চালু হয় (ইতহাফুল কিরাম শারহে বুলূগুল মারাম, পৃ. ১৪১, 'জানাযা' অধ্যায়)। পৃথিবীর কোনো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর শিক্ষক বা প্রশিক্ষক নন। বরং মহান আল্লাহই জিবরীলের মাধ্যমে তাকে সবকিছু জানিয়েছেন ও শিখিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'সে মনগড়া কথা বলে না, এটা তো অহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। তাকে শিক্ষা দান করে মহাশক্তিশালী, (ফেরেশতা জিবরীল আলাইহিস সালাম (আন-নাজম, ৫৩/৩-৫)।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও সূদী কারবার

প্রশ্ন (৩৭) : বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির পক্ষ থেকে স্যাম্পল ওষুধ ডাক্তারদেরকে ভিজিট করিয়ে থাকে। কিন্তু ওষুধগুলো ডাক্তারদের প্রয়োজন না হওয়ায় কোম্পানির কর্মচারীরা ফার্মেসী ব্যবসায়ীদের নিকট তা বিক্রয় করে দেয়। ব্যবসায়ীরাও তা জনগণের কাছে বিক্রয় করে। অথচ তা কোম্পানি বা সরকার অনুমোদিত নয়। এমন ব্যবসা বৈধ হবে কি?

-আব্দুল হালীম সরকার
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : স্যাম্পল ওষুধের ব্যাপারে কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক ওষুধগুলো কাজে লাগাতে হবে। যদি সেগুলো বিক্রি করার ব্যাপারে কোম্পানির তরফ থেকে কোনো অনুমতি না থাকে, তাহলে কোম্পানির অজান্তে সেগুলো বিক্রি করা জায়েয হবে না। বরং তা চুরি বলে গণ্য হবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন অন্যের বকরী বিনা অনুমতিতে দোহন না করে' (ছহীহ বুখারী, হা/২৪৩৫; ১৭২৬)। তিনি আরও বলেন, 'কোনো মুসলিমের সম্পদ ভোগ করা জায়েয হবে না, তার সন্তুষ্টি ছাড়া' (দারাকুত্বনী, হা/২৯২৪; ছহীহুল জামে', হা/৭৬৬২)। যেহেতু এসব ওষুধ বাজারজাতকরণের ব্যাপারে কোম্পানি কিংবা সরকারি অনুমতি নেই, বিধায় কারও জন্য এমন ওষুধ ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয নয়। তবে যদি কোম্পানির তরফ থেকে বিক্রির স্বাধীনতা দেওয়া থাকে, তাহলে সেগুলো বিক্রি করে দেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই।

প্রশ্ন (৩৮) : সূদী কারবারে জড়িত ব্যক্তিদের নিকট হতে টাকা-পয়সা ঋণ নেওয়া যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর : এমন ব্যক্তির নিকট হতে টাকা-পয়সা ঋণ না নেওয়াই উত্তম। কেননা তার নিকট থেকে টাকা-পয়সা ঋণ নিলে বড় পাপীকে সহযোগিতা করা হবে, যা নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা সৎ ও পরহেযগারিতার কাজে সহযেগিতা করো এবং মন্দ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহযোগিতা করো না (আল-মায়েদাহ, ৫/২)।

প্রশ্ন (৩৯) : আমার পিতা সোনালী ব্যাংকে চাকরি করেন। তিনি বাড়ি করার জন্য ও ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখা করানোর জন্য বিভিন্ন সোর্স থেকে লোন নিয়েছেন। যার সূদ এখনো পর্যন্ত পরিশোধ করতে পারেননি। এমতাবস্থায় পিতা-মাতাসহ আমাদের কারও ফরয বা নফল কোনো ধরনের ইবাদত কবুল হবে কি?

-আব্দুর রহমান
রামনগর, দিনাজপুর।

উত্তর : ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত হলো, হালাল রূযী। সুতরাং রূযী হালাল না হলে মহান আল্লাহ কারও ইবাদত কবুল করবেন না। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া গ্রহণ করেন না। আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে যে আদেশ করছেন, মুমিনগণকেও সে আদেশই করেছেন। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন, 'হে রাসূলগণ! আপনারা পবিত্র খাদ্য খাবেন এবং সৎ আমল করতে থাকবেন' (আল-মুমিনূন, ২৩/৫২)। মুমিনগণকে লক্ষ্য করে অনুরূপই বলেছেন, 'হে মুমিনগণ! আমার দেওয়া পবিত্র রিযিক্ব হতে খাও' (আল-বাক্বারাহ, ২/১৭২)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করলেন, এক ব্যক্তি দূর-দূরান্তে সফর করছে। তার মাথার চুল এলোমেলো, শরীরে ধুলাবালি। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি উভয় হাত আসমানের দিকে উঠিয়ে কাতরস্বরে হে প্রভু! হে প্রভু! বলে ডাকছে। কিন্তু তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, তার জীবিকা নির্বাহ হারাম, কীভাবে তার দু'আ কবুল হবে? (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৫; মিশকাত, হা/২৭৬০)। তবে সন্তানরা অপ্রাপ্তবয়স্ক হলে এবং উপার্জনক্ষম না হলে পিতা-মাতার উপার্জন হতে ভোগ করতে পারে। কেননা তারা শরী'আতের মুকাল্লাফ নয়। তাদের প্রতিপালনের দায়িত্ব পিতা-মাতার। সুতরাং এজন্য সন্তান দায়ী হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কোনো বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না' (আন-নাজম, ৫৩/৩৮)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কোনো প্রাণ অপরের অপরাধের কারণে দণ্ডিত হবে না' (নাসাঈ, হা/৪৮৪৯, ৪৮৫০, ৪৮৫১; ইরওয়াউল গালীল, হা/২৩০৩)। উল্লেখ্য যে, প্রকাশ্য সূদী ব্যাংকে চাকরি করা হারাম এবং এর বেতনও হারাম (ছহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৪৯৩৮)।

হালাল-হারাম

প্রশ্ন (৪০) : বাবা হালাল-হারাম মিশ্রিত অর্থ দিয়ে বাড়ি নির্মাণ করলে সন্তানরা উক্ত বাড়িতে বসবাস করলে ও তার ভাড়া (বাসা ভাড়া) ভোগ করলে তা-কি হালাল হবে?

-মুহাম্মাদ হামিম
ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া।

উত্তর : যদি সন্তানদের সামর্থ্য থাকে তাহলে পিতার হালাল-হারাম মিশ্রিত উপার্জনের দ্বারা তৈরি করা বাড়িতে বসবাস করা এবং বাসা ভাড়া থেকে প্রাপ্ত অর্থ ভোগ করা হতে বিরত থাকাই উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্র ছাড়া গ্রহণ করেন না' (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৫; মিশকাত, হা/২৭৬০)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে কাজে মনে খটকা লাগে, সে কাজ পরিহার করে খটকাহীন কাজ অবলম্বন করো' (তিরমিযী, হা/২৫১৮; নাসাঈ, হা/৫৭১১; মিশকাত, হা/২৭৭৩)। অপর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বস্তুর মধ্যে লিপ্ত হবে, সে হারামেই পতিত হবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৫২; বুলূগুল মারাম, হা/১৪৬৭)। আর সামর্থ্য না থাকলে পিতাকে হারাম পথ ছেড়ে সৎ পথে উপার্জন করতে নছীহত করতে হবে ও সে পথে পিতাকে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে। তবে সন্তানরা অপ্রাপ্তবয়স্ক হলে এবং উপার্জনক্ষম না হলে তা ভোগ করতে পারে। কেননা তারা শরী'আতের মুকাল্লাফ নয়। তাদের প্রতিপালনের দায়িত্ব পিতা-মাতার। সুতরাং এজন্য সন্তান দায়ী হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কেউ অপরের (পাপের) বোঝা বহন করবে না' (আন-নাজম, ৫৩/৩৮)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কোনো প্রাণ অপরের অপরাধের কারণে দণ্ডিত হবে না' (নাসাঈ, হা/৪৮৪৯, ৪৮৫০, ৪৮৫১; ইরওয়াউল গালীল, হা/২৩০৩)।

পারিবারিক বিধান → বিবাহ

প্রশ্ন (৪১) : বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র পক্ষের নিকট কোনো মেয়ের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করলে কি গীবত হবে? আবার দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও যদি ভালো বলা হয়, তাহলে কি প্রতারণা করা হবে?

বিন মুনিরুল ইসলাম
-জুয়েল পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : বিবাহের ক্ষেত্রে এক পক্ষের কাছে অপর পক্ষের মাঝে থাকা দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তা প্রকাশ করাই উচিত। কারণ কোনো ত্রুটির কথা গোপন করে বিবাহ সম্পাদিত হওয়ার পর যখন সেই ত্রুটি প্রকাশিত হয়ে যাবে, তখন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে

মনোমালিন্য সৃষ্টি হবে। দুই পক্ষের মাঝে দ্বন্দ্ব-কলহ হবে এবং একে-অপরকে প্রতারক মনে করবে। ফাতেমা বিনতে ক্বায়েস তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর ইদ্দত পালন শেষে যখন তাকে মু'আবিয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহু এবং আবূ জাহম রাযিয়াল্লা-হু আনহু বিবাহের প্রস্তাব দিলেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর কাছে পরামর্শ নিতে আসেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, মু'আবিয়া তো নিঃস্ব মানুষ, তার কোনো সম্পদ নেই। আর আবূ জাহম স্ত্রীকে অধিক মারধর করে। সুতরাং তুমি উসামা ইবনে যায়েদকে বিবাহ করো' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৪৮০; ইবনে মাজাহ, হা/১৮৬৯; মিশকাত, হা/৩৩২৪)। যেসব দোষ-ত্রুটি কিংবা রোগ-ব্যাধি বিবাহের উদ্দেশ্যকে বাধাগ্রস্ত করে, সেসব ত্রুটি ও রোগ-ব্যাধির কথা দুই পক্ষেরই একে-অপরকে জানিয়ে দেওয়া যরূরী। তা না জানালে ধোঁকাবাজ ও প্রতারক বলে সাব্যস্ত হবে। আর দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও 'ভালো' বলা তো চরম মিথ্যাচার ও প্রতারণা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে আমাদের ধোঁকা দিল, সে আমাদের আদর্শভুক্ত নয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১; মিশকাত, হা/৩৫২০)।

প্রশ্ন (৪২) : স্ত্রী যদি বলে আমি মোহর নিব না এবং আমার মোহরের কোনো দাবীও নেই। তাহলে করণীয় কী?

-ওয়াসিম আকরাম
দাউদকান্দী, কুমিল্লা।

উত্তর : মোহর আল্লাহ প্রদত্ত স্ত্রীর হক্ব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা পরস্পর এক। অতএব, তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিয়ে করো এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে মোহরানা প্রদান করো' (আল-বাক্বারাহ, ২/২৫)। সুতরাং সকলের উচিত স্ত্রীকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা। তবে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ না করেন কিংবা ক্ষমা করে দেন, তাহলে দিতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতএব এদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা (বিবাহর পর) যৌন সম্ভোগ করবে, তাদেরকে তাদের পাওনা (মোহরানা) দিয়ে দাও। মোহরানা নির্ধারণের পর পারস্পরিক সম্মতিতে (কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি করলে তোমাদের) কোনো পাপ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী রহস্যবিদ' (আন-নিসা, ৪/২৪)।

প্রশ্ন (৪৩) : ছেলের বিবাহের জন্য কি অভিভাবকের সম্মতি প্রয়োজন?

-আসাদুল্লাহ
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : ছেলের বিবাহের জন্য অভিভাবকের সম্মতি শর্ত নয়, যেমন মেয়ের জন্য তা আবশ্যক (তিরমিযী, হা/১১০২; মিশকাত, হা/৩১৩১)। বরং ছেলে রাজি থাকলেই বিবাহ বৈধ হয়ে যাবে। তবে পিতা-মাতা বা অভিভাবকের সিদ্ধান্ত স্পষ্ট ভুল প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের কথার অনুসরণ করা উচিত। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তুমি তোমার পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না। যদিও তারা তোমাকে তোমার পরিবার ও ধন-সম্পদ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলেন'...(আহমাদ, হা/২২১২৮, সনদ ছহীহ; ইরওয়াউল গালীল, হা/২০২৬; ইবনু মাজাহ, হা/৪০৩৪; মিশকাত, হা/৬১)। অতএব, উভয় পরিবারের সম্মতিতে বিবাহ হওয়া ভালো। এতে পারিবারিক দ্বন্দ্ব হতে মুক্ত থাকা যায়।

পারিবারিক বিধান → তালাক

প্রশ্ন (৪৪) : ২০১৫ সালের প্রথম দিকে পারিবারিকভাবে একটা মেয়ের সাথে আমার বিয়ের কাবিন করে রাখা হয়। তার ৪-৫ মাস পরে কিছু মোহর বাকি রেখে ইজাব-কবুলের মাধ্যমে আমাদের বিয়ে হয়। তবে বিয়ের অনুষ্ঠানে অতিথিদের কাছ হতে উপহার হিসাবে প্রাপ্ত স্বর্ণালংকারগুলো তাকে দেনমোহর হিসাবে দিয়ে দেই। যার পরিমাণ ছিল বাকি মোহরের চেয়ে অনেক বেশি। বিয়ের কিছুদিন পরে ব্যবসায় লস এবং আমার মায়ের ক্যান্সারের কারণে আমাদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়। তখন থেকে শ্বশুর বাড়ির লোকজন আমাকে ছেড়ে দেবার জন্য তার প্রতি চাপ সৃষ্টি করে অন্যথা তাকে ত্যাজ্য করার হুমকি দেয়। এরপর শ্বশুর বাড়ির লোকজন আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কিছুদিন আগে সে তার পিতার বাড়ি বেড়াতে যায়। তার কয়েক দিন পরেই শুনতে পেলাম কাবিননামার ১৮ নং ধারার ক্ষমতাবলে সে আমাকে তালাক দিয়েছে। তবে আমি তালাকের কোনো নোটিশ পাইনি। এ বিষয়ে আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, সে কিছু বলতে পারে না। তবে এক মৌলভীর কাছে শুনেছে যে, তালাক হয়ে গেছে। প্রশ্ন হলো, এভাবে কি আমাদের তালাক হবে?

-শাহিন আলম
তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত পদ্ধতিতে দেওয়া তালাক, তালাক বলে গণ্য হবে না। কারণ স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে সে যেহেতু বলে এ বিষয়ে সে কিছুই জানে না, সেহেতু স্পষ্ট হয় যে, স্ত্রী খোলা হিসাবে তালাকও গ্রহণ করেনি। আর স্ত্রীর পক্ষ থেকে যে তালাক হয় তাকে 'খোলা' বলা হয়। খোলা তালাকে স্ত্রীকে দায়িত্বশীলদের সামনে সংসার না করার স্বীকৃতি প্রকাশ করতে হবে। যেমন ছাবেত ইবনু ক্বায়েসের স্ত্রী করেছিলেন (আবূ দাঊদ হা/২২২৯; বুলূগুল মারাম হা/১০৬৬)।

পারিবারিক বিধান - সম্পর্ক

প্রশ্ন (৪৫) : পিতা-মাতা অন্যায়ভাবে জামাইকে গালিগালাজ করলে মেয়ে কার পক্ষে কথা বলবে?

-মাহমূদা বেগম
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : কোনো অবস্থাতেই কাউকে গালিগালাজ করা ঠিক নয়, বরং তা পাপের কাজ। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসিক্বী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী' (ছহীহ বুখারী, হা/৪৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৪; মিশকাত, হা/৪৮১৪)। এমন পরিস্থিতিতে মেয়ে পক্ষাবলম্বনমূলক কোনো ভাব, ভাষা বা বাক্য বিনিময় না করে সত্য ও ন্যায়সংগত কথা বলবে। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমনা যখন কথা বলবে তখন ইনছাফপূর্ণ কথা বলবে, নিকটাত্মীয়দের সম্পর্কে হলেও' (আল-আন'আম, ৬/১৫২)। অতএব, সত্য ও ন্যায়ের উপর অটল থাকলে অব্যশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য নেমে আসবে। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনটি জিনিস মুক্তিদানকারী এবং তিনটি জিনিস ধ্বংস সাধনকারী। মুক্তিদানকারী জিনিসগুলো হলো, প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করা। খুশী ও অখুশী, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থায় সত্য কথা বলা এবং ধনী ও দরিদ্র উভয় অবস্থায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা। পক্ষান্তরে ধ্বংস সাধনকারী জিনিসগুলো হলো, প্রবৃত্তির অনুসারী হওয়া, লোভ-লালসা-কৃপণতার দাস হওয়া এবং কোনো ব্যক্তি নিজ অহমিকায় লিপ্ত হওয়া। আর তা হলো সর্বাপেক্ষা জঘন্য (বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, হা/৭৪৫, ৭২৫২; সিলসিলা ছহীহাহ, হা/১৮০২; মিশকাত, হা/৫১২২)।

প্রশ্ন (৪৬) : বিয়ের বয়স যখন এক বছর, তখন স্বামী-স্ত্রীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্ত্রীর গর্ভে সন্তান চলে আসে। ফলে তারা সেটাকে নষ্ট করে ফেলে। বর্তমানে তারা বুঝতে পারছে যে, এটা করা তাদের চরম অন্যায় হয়েছে। উক্ত পাপ হতে মুক্তির জন্য শরী'আত অনুযায়ী এখন তাদের করণীয় কী?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
চট্টগ্রাম সদর।

উত্তর : গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করা অর্থ সন্তান হত্যা করা, যা শরী'আতে স্পষ্ট হারাম ও মহাপাপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা দরিদ্রতার ভয়ে নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। কেননা আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ' (ইসরা, ১৭/৩১)। আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা বড় পাপ কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটা তো বড় পাপ বটে। এরপর কোনটি? তিনি বললেন, আপন সন্তানকে এ আশঙ্কায় হত্যা করা যে, সে তোমার খাবারে অংশগ্রহণ করবে' (ছহীহ বুখারী, হা/৪৪৭৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৭)। সুতরাং যদি শয়তানের প্ররোচনায় কারও দ্বারা এমন অপরাধ সংঘটিত হয়েই যায়, তাহলে তার উচিত এমন আচরণ পরিহার করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে খালেছ অন্তরে আল্লাহর নিকট তওবা করা। ইনশাআল্লাহ তিনি তাকে ক্ষমা করবেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তারা আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিবেন। নিশ্চয় তিনিই মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' (আয-যুমার, ৩৩/৫৩)।

অপরাধ-দণ্ডবিধি

প্রশ্ন (৪৭) : জনৈক বৃদ্ধ গাভীর সাথে যেনা করেছে। এমন কাজের জন্য পরিবারের লোকজন তার সাথে কেমন আচরণ করবে? তারা তার সাথে মন্দ আচরণ করলে কি গুনাহগার হবে?

-নূরুযযামান
কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ।

উত্তর : পশুর সাথে যেনা করা নিকৃষ্ট চরিত্রের পরিচায়ক এবং জঘন্যতর কবীরা গুনাহ। যারা এমন কর্মে লিপ্ত হয়, তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ করেন। ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পশুর সাথে যেনা করে, আল্লাহ তার প্রতি অভিশাপ করেন' (মুসতাদরাকে হাকেম, হা/৮০৫২)। অপর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি পশুর সাথে যেনা করল, সে অভিশপ্ত' (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৮৭৫; ছহীহ ও যঈফ আল-জামেউছ ছগীর, হা/১০৮৩১)। তবে কোনো ব্যক্তি পাপী হলে তাকে সামাজিকভাবে ঘৃণার চোখে দেখা বা তার সাথে মন্দ আচরণ করা উচিত নয়। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'যদি তোমাদের কারও দাসী যিনা করে এবং তা প্রকাশ হয়ে যায়, তখন তাকে শাস্তিস্বরূপ চাবুক মারো। কিন্তু তাকে তিরস্কার করো না। পুনরায় যদি যেনা করে, তাহলে তাকে শাস্তিস্বরূপ চাবুক মারো। কিন্তু তিরস্কার

করো না। তৃতীয়বার যদি সে যিনায় লিপ্ত হয় এবং তার যেনা করাটা প্রমাণিত হয়, তাহলে তাকে চুলের একটি রশির বিনিময়ে বিক্রয় করো' (ছহীহ বুখারী, হা/২২৩৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭০৩; মিশকাত, হা/৩৫৬৩)। সুতরাং এমন ব্যক্তিকে নছীহত বা উপদেশের মাধ্যমে সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে।

অনলাইন জগৎ

প্রশ্ন (৪৮) : ফেইসবুক পেজে অনেক মেয়েরা অশ্লীল ছবি এবং ছেলেরা ভ্যারাইটিজ ডিজাইনের চুল নিয়ে ছবি আপলোড দিয়ে থাকে। এমন ছবিতে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করার ব্যাপারে ইসলামী নির্দেশনা কী?

-মানিক ছিদ্দীক
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তর : এমন ছবিতে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করা নিষিদ্ধ। কেননা ফেসবুকে আপলোডকৃত এমন ছবিতে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করার মাধ্যমে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে। যা পাপ ও অন্যায়ের প্রচার-প্রসারের শামীল। অথচ এমন কাজ থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখবে' (আলে-ইমরান, ৩/১১০)। তা ছাড়া এ ধরনের অশ্লীল ছবি আপলোডকারী এবং তাতে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ারকারী সকলেই সমান অপরাধী। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো মন্দ রীতির প্রচলন করবে, তার জন্য তার কাজের গুনাহ রয়েছে এবং তাঁর পরবর্তীতে যারা এ কাজ করবে, তাদেরও গুনাহ রয়েছে। অথচ তাদের গুনাহ থেকে কিছুই কম করা হবে না' (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৭; মিশকাত, হা/২১০)। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ফেসবুক যাবতীয় অপরাধ সংঘটিত হওয়ার একটি ক্রাইম-ব্যাংক হিসাবে এবং যুব সমাজের ঈমান ও আদর্শকে ধ্বংসের পিছনে আগ্রাসী ভূমিকা পালন করছে। কেননা অবৈধ সম্পর্ক, যেনা-ব্যভিচার, মিথ্যার প্রচার, সময়ের অপব্যবহার, অশ্লীল ফটোগ্রাফী, মানুষকে হত্যার হুমকিসহ এমন কোনো অন্যায় ও অপরাধ নেই, যা ফেসবুকের মাধ্যমে ঘটছে না। বিশেষভাবে মেয়েদের নগ্ন ছবি প্রদর্শন এবং ছেলেদের বিজাতীয় অনুসরণ সম্বলিত বিভিন্ন অশ্লীল কর্মকাণ্ড ও তৎসম্বলিত ছবি আপলোডকরণ এবং তাতে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অথচ মেয়েদের সর্বাঙ্গই সতর, যা ঢেকে রাখা ফরয। আর তা প্রদর্শন করে বেড়ানো জাহেলিয়াত। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করো এবং জাহেলী যুগের নারীদের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করো না' (আল-আহযাব, ৩৩/৩৩)। অপরদিকে বিজাতীদের অনুসরণ ও অনুকরণের ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের অনুসরণ করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত' (আবূ দাউদ, হা/৪০৩১; মিশকাত, হা/৪৩৪৭)। অতএব এ ধরনের কর্মকাণ্ড হতে বিরত থাকতে হবে।

চিকিৎসা

প্রশ্ন (৪৯) : হোমিও চিকিৎসা ও ওষুধ তৈরিতে এ্যালকোহল ব্যবহার করা হয়, এ চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে কি?

-হাসান মাহমুদ রাসেল
হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর।

উত্তর : হোমিও ওষুধ খাওয়া যাবে। কেননা তাতে যে এ্যালকোহল ব্যবহার করা হয়, তা মদ হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো প্রমাণ নেই (উছায়মীন, মাজমূউ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল, ১১/২৫৬-২৬০)।

অন্যান্য

প্রশ্ন (৫০) : পৃথিবীর মানুষের জ্ঞান যদি এক পাল্লায় রাখা হয়, আর ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর জ্ঞান যদি অন্য পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে ওমরের জ্ঞানের পাল্লা ভারী হবে'-এ কথাটির কোনো ভিত্তি আছে কি?

-সিরাজুল হক্ব
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তর : হ্যাঁ, ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর ইল্মের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর একটি মন্তব্য পাওয়া যায়। এমর্মে তিনি বলেছেন, 'যদি ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর ইল্মকে এক পাল্লায় ও পৃথিবীবাসীর ইল্মকে অপর পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর ইল্ম তাদের উপরে অগ্রাধিকার লাভ করবে (মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নাবাবিয়্যাহ, ৬/৩১; মাজমাউয যাওয়ায়েদ তাহক্বীক্বকৃত, ৮/৩৭১)।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক পরিচালিত মসজিদ নির্মাণ প্রকল্পের অধীনে দেশের কয়েকটি জেলায় মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রম চলছে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বায়তুল হামদ জামে মসজিদ, ডাঙ্গিপাড়া, রাজশাহী ; বায়তুল হামদ জামে মসজিদ, মওলা বক্স হাজীর টলা, দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও বায়তুল হামদ ওয়াক্তিয়া মসজিদ, রামচন্দ্র দিঘীর পাড়, চাঁদপাড়া, গাইবান্ধা।

আপনারা জেনে খুশী হবেন যে, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গিপাড়া, পবা, রাজশাহীতে অবস্থিত বায়তুল হামদ জামে মসজিদের ২য় তলার নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। উক্ত মসজিদের এক তলায় তিন হাজার মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারবে। আয়তনের দিক থেকে আহলে হাদীছদের সবচেয়ে বড় মসজিদ বলে ধরা হয় এই মসজিদটিকে। আপনাদের দানের অর্থেই এই মসজিদগুলো নির্মাণ হচ্ছে দেশব্যাপী, আরো হবে ইনশাআল্লাহ।

রাসূল (ছা.) বলেছেন, 'কেও যদি পাখির বাসার সমানও মসজিদ নির্মাণ করে মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন' (ইবনে মাজাহ, হা/৭৩৮)। করোনা ভাইরাস কালীন এই বিপদ সময়ে দানই হতে পারে আপনার বাঁচার অন্যতম রাস্তা। দান মহান আল্লাহর রাগকে কমিয়ে দেয়, বিপদ দূর করে দেয়।

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে দান করার ঠিকানা

বিকাশ (মার্চেন্ট) : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

বিকাশের ৪ নম্বর অপশন থেকে পেমেন্ট সিলেক্ট করে উক্ত নম্বরে আপনার দান পাঠাতে পারবেন

ব্যাংক : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Baitul Hamd Jame Masjid Complex Fund
Account No : 20501130204367316
Swift Code : IBBLBDDH113
Router : 125811932

আল-জামি'আহ এর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করার ঠিকানা

বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭- ০৮৮৯৬৭
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭৭৩- ৯২৫২৩৫

আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা

Account No : 0071120004027

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

Monthly Al-Itisam الاعتصام 5th Year, 1st Part, November 2020, Price : 25.00

নিবরাস প্রকাশনী
বাংলাবাজার শাখা, ঢাকা।

দ্বীনি ভাই-বোনদের জন্য সুখবর। "নিবরাস প্রকাশনী" কর্তৃক প্রকাশিত বইসমূহ এবং মাসিক "আল-ইতিছাম" পত্রিকা এখন রাজধানী ঢাকার বাংলাবাজার শাখায় পাওয়া যাচ্ছে।

যোগাযোগ
দোকান নং-১০২, গিয়াসগার্ডেন,
নর্থব্রুক হল রোড, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবাইল নং : ০১৪০৭-০২১৮৫০

nibraspublication@gmail.com facebook.com/nibraspublication

বের হয়েছে ! বের হয়েছে ! বের হয়েছে !

নিবরাস প্রকাশনী

কর্তৃক প্রকাশিত এবং আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ প্রণীত
"রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছালাত বনাম প্রচলিত ছালাত" বইটি সংগ্রহ করুন।

পৃষ্ঠা : ৩২০
মূল্য : ২০০/=

যোগাযোগ
নিবরাস প্রকাশনী

রাজশাহী শাখা: এমদাদ আলী প্লাজা, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী
মোবাইল : ০১৪০৭-০২১৮৪৯, ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬

বাংলাবাজার শাখা: দোকান নং-১০২, গিয়াসগার্ডেন, নর্থব্রুক হল রোড, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবাইল নং : ০১৪০৭-০২১৮৫০